চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে–স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

মেসির চলে যাওয়াটাই ছিল বার্সার জন্য সবচেয়ে ভালো ব্যাপার

● ৮ পাতায়

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 38 Saturday, 7 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা ❋ ২২ পৌষ, ১৪২৯, শনিবার, ৭ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি

সুপারিশপত্র পেতে চলেছেন নবম দশমে ৬৫ জন যোগ্য চাকরি প্রার্থী

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ নবম দশমে অযোগ্যদের সরিয়ে যোগ্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। শুক্রবারই নিয়োগের সুপারিশপত্র হাতে পেতে চলেছেন নবম দশম স্তরে সহকারী শিক্ষক পদের অপেক্ষমান তালিকায় থাকা ৬৫ জন প্রার্থী। এই ৬৫ জনকে আজই নিয়োগের সুপারিশপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে খবর পর্ষদের। আজ সল্টলেকের আচার্য সদনে সেই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সব ঠিক থাকলে আজই এই ৬৫ জন অপেক্ষমান চাকরিপ্রার্থী চাকরির নিয়োগপত্র পেয়ে যাবেন। এদের মধ্যে অনেক চাকরিপ্রার্থী আছেন যারা গত প্রায় ৬৬৫ দিন ধরে ধরনা মঞ্চে আঃদোলন করেছিলেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে হাসি ফুটল তাঁদের মুখে। চাকরিপ্রার্থীরা বলছেন, ‘আজ আমাদের মুখে সামান্য হাসি ফুটেছে ঠিকই। তবে আমাদের সহযোদ্ধারা এখনও আঃদোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আশা করব, কমিশন একে একে সবাইকে ডেকে নিয়োগপত্র দেবে। আসলে, হাই কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টের মাধ্যমে (এসএলএসটি) স্কুলে নবম দশম স্তরে সহকারী শিক্ষক পদে অবৈধভাবে চাকরির সুপারিশ পাওয়া ১৮৩ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছিল এসএসসি। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সিবিআই তদন্তেই উঠে এসেছিল অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও নিয়োগের সুপারিশপত্র পাওয়া ১৮৩ জন প্রার্থীর নাম। এই সকল প্রার্থীদের মধ্যে কারা স্কুলে শিক্ষকতা করছেন, সেই রিপোর্ট সংগ্রহ করেছিল এসএসসি। রিপোর্টে উঠে এসেছিল, সুপারিশপত্র পাওয়া ১৮৩ জনের মধ্যে কাজে যোগই দেননি ১০২ জন প্রার্থী। সেই রিপোর্ট হাই কোর্টে জমা করার পর বিচারপতি চলতি বছরের মধ্যেই ১০২টি শূন্যপদে অপেক্ষমান তালিকা থেকে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ মেনেই ওই শূন্যপদগুলিতে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু করেছে এসএসসি। তবে, সব শূন্যপদের জন্য পাওয়া যায়নি প্রার্থী। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৩৪টি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ক্যাটাগরিতে আর কোনও অপেক্ষমান প্রার্থী নেই। তাই সেগুলিকে কাউন্সেলিং এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। আরও তিনটি পৃথক ক্ষেত্রে জটিলতা এড়াতে হাই কোর্টের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। বাকিগুলির জন্য ৬৫ জন প্রার্থীকে কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে।

হলদিয়া-নন্দীগ্রামের যোগাযোগকারী সেতু গড়বে সরকার

নতুন বছরে মমতার উপহার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরে নন্দীগ্রামবাসীকে উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রাম এবং হলদিয়ার সংযোগকারী সেতু তৈরি করবে রাজ্য সরকার। শুক্রবার এ কথা ঘোষণা করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, এই সেতুটি তৈরি হয়ে গেলে নন্দীগ্রাম তথা পূর্ব মেদিনীপুরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বদলে যাবে। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে কুণাল ঘোষ বলেন, পূর্ব মেদিনীপুরবাসী তথা নন্দীগ্রামবাসীর জন্য বহু কাজ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনও হাসপাতাল, কখনও তমলুক দিঘা রেল যোগাযোগ, এমন অসংখ্য কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দিয়েছেন। তিনি বলেন , নতুন বছরে আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন হলদিয়া এবং নন্দীগ্রামের মধ্যে সেতু তৈরি করা হবে, তা করবে রাজ্য সরকার। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের ডিপিআর তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। একটু সময় লাগলেও এতে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপকার হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তা তিনি করেই ছাড়বেন। গত বছর রাজ্য

বাজেটেও এই সেতুর জন্য বরাদ্দ রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার সেই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে কুণাল বাবু জানালেন। কুণালবাবু এদিন জানিয়েছেন, সেতু চাইছিলেন সেখানের মানুষ। বিপুল রাস্তা ঘুরতে হত। এবার সেতু হলে মানচিত্র বদলে যাবে। অর্থনৈতিক অবস্থা বদলে যাবে। শনিবার নন্দীগ্রামে শহীদ বেদীতে অনুষ্ঠান হবে। তার আগেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কুণালের বক্তব্য, ভোটের সময় মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছিলেন, সেটাই করে দেখালেন। হলদি নদীর একদিকে নন্দীগ্রাম, অন্য দিকে হলদিয়া। দুই তীরের মানুষের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। কর্মসূত্রে হোক বা অন্য প্রয়োজনে দুই পাড়ের বাসিন্দা নিয়মিত দু'দিকেই যাতাযাত করেন। কিন্তু দুই পাড়ের যোগাযোগের ভরসা একমাত্র ফেরি পরিষেবা। ফেরিতে অনেক সময় যাত্রী সুরক্ষা মানা হয় না। আর জলপথ না হলে নন্দকুমার দিয়ে ঘুরে যেতে হয়। তাতে সময় লাগে বেশি। সেতু তৈরি হলে সময় এবং খরচ বাঁচবে বলে জানাচ্ছেন বাসিন্দারা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সাধারণ মানুষের পাশেই রয়েছেন এটা তারই প্রমাণ। যা আরও একবার পাওয়া গেল। বিরোধিরা এই নিয়ে যদিও কোনও প্রশ্ন তোলেন নি, কিন্তু প্রশ্ন তুলতেই বা কতক্ষন, তারা তৈরী হচ্ছে।

ইডি-সিবিআই তদন্ত মানেই সময় নষ্ট, পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ ইডি-সিবিআই তদন্ত মানেই সময় নষ্ট হওয়া। পর্যবেক্ষণ করার পরে এই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে ইডি বা সিবিআইয়ের হাতে কোনও মামলা যাওয়া মানেই সময় নষ্ট হওয়া। বছরের পর বছর সময় কেটে যায়। মামলার সমাধান হয় না। সরাসরি এই ভাবেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন তাদের দিকে। আজ পর্যন্ত ঠিক কটা মামলার যুক্তিযুক্ত সমাধান আপনারা করতে পেরেছেন? ইডি সিবিআইয়ের মতো দুই প্রথম সারির কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে তিরস্কার করল সুপ্রিম কোর্ট। ওড়িশার এক চিটফান্ড মামলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত নিয়ে একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছে শীর্ষ আদালত। বাংলার মতো ওড়িশার বহু সাধারণ নাগরিকও চিটফান্ড প্রতারণার শিকার। প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ একাধিক চিটফান্ড সংস্থার দ্বারা প্রতারিত। প্রতারণার মোট অঙ্ক ১০ হাজার কোটি। সেই সব সংস্থার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা ঠুকেছিলেন পিনাকপাণি মোহান্তি নামের এক ব্যক্তি। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এম আর শাহ এবং সিটি রবিকুমারের ডিভিশন বেঞ্চ ইডি সিবিআইয়ের কাছে জানতে চেয়েছে, আজ পর্যন্ত ঠিক কটা আর্থিক প্রতারণা মামলার যুক্তিযোগ্য ফয়সলা করতে পেরেছে এই দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা। সিবিআইয়ের আইনজীবী এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আদালতের কাছে সময় চেয়ে নিয়েছেন। এই মামলাতেই বিচারপতি শাহ বলেন,আমার অভিজ্ঞতা বলছে, যে সব আর্থিক প্রতারণা মামলায় সিবিআই এবং ইডি তদন্ত করে, সেই মামলাতেই তদন্ত ঢিলে হয়ে যায়। বছরের পর বছর কেটে যায়, মামলার নিস্পত্তি হয় না। এরপর বাধ্য হয়ে জামিন দিতে হয়। কটা আর্থিক কেলেঙ্কারির আপনারা যুক্তিযুক্ত সমাধান করেছেন যদিও সিবিআইয়ের এই ঢিলেমির কারণ নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন বিচারপতি শাহ। তিনি বলেছেন,হয়তো আপনাদের লোকবল কম। হয়তো পরিকাঠামো নেই। হয়তো সব আধিকারিক ব্যস্ত। তিনি পরামর্শ দেন, আপনাদের কর্মপদ্ধতি বদলাতে হবে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে তিরস্কার করে বিচারপতি শাহ বলেন,আপনারা এই ব্যাপারটিকে আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। যারা নিজেদের কষ্টার্জিত টাকা খুইয়েছেন, তাদের কথা ভাবুন। আমরা টাকা উদ্ধার করতে চাই। সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। উল্লেখ্য, এ রাজ্যের ছোটবড় যে কোনও ঘটনায় সিবিআই তদন্ত দাবি করা বিরোধীদের স্বভাব। এমনকী সাম্প্রতিক অতীতে হাই কোর্টও একাধিক মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল বরাবর বলে আছেন, সিবিআই তদন্তে কাজের কাজ কিছু হয় না। বরং মামলার সমাধানে বেশি সময় লেগে যায়।

সিআইডি-র কেস ডায়েরি তলব হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ লালন শেখের মৃত্যু মামলায় সিআইডি তদন্তে খুশী নয় সিবিআই। তাই শুক্রবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী কলকাতা হাই কোর্টে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। আর তারপরই সিআইডি'র কাছ থেকে কেস ডায়েরি তলব করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। সিবিআই আদালতে জানায়, সিআইডি একদিনও তদন্ত করলে তথ্যপ্রমাণ লোপাট হয়ে যাবে। বিচারপতি বলেন, আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। সত্যি লুকনো যাবে না। মামলার কেস ডায়েরি দেখতে চেয়েছি। সোমবার বেলা ১১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর সিবিআইয়ের তরফে দাবি করা হয়, রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও তাদের অযথা হেনস্তা করছে সিআইডি। পালটা বিচারপতি বলেন, আপনার অফিসার রক্ষাকবচ তো রয়েছে। আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি। ৩৯ বছর বয়সি লালন, গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। রামপুরহাট উচ্চবিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন তিনি। খুব অল্প বয়সেই সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নেন। শুরু করে বিরিয়ানির দোকান। কিছুদিনের মধ্যে ব্যবসার উন্নতি হয়। দোকান বন্ধক রেখে বাসের ব্যবসায় যুক্ত হয় লালন। সঙ্গে শুরু হয় গ্রামে চড়া সুদের কারবার। উল্লেখ্য, বগটুই গ্রামে এই চড়া সুদের ব্যবসা এখনও রমরমিয়ে চলে। টাকা জমতেই নেমে পড়ে রাজনীতিতে। ২০১৩ সালে এলাকার পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী আঙ্গুর শেখের সমর্থক ছিলেন লালন। শোনা গিয়েছে, তাঁকে টাকাপয়সার জোগানও দিতেন লালন। তৃণমূলের প্রার্থী তখন ভাদু শেখের স্ত্রী টেবিলা বিবি। রাজনৈতিক কারণে ভাদুর সঙ্গে বিবাদ শুরু হয় লালনের। জয়ী হন লালন ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস প্রার্থী। জয়ী হতেই লালনের দাপটে তিন বছর গ্রাম ছাড়া থাকে ভাদু শেখ।

রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বড়সড় রদবদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বড়সড় রদবদল হয়ে গেল বলে খবর মিলেছে। জানা গিয়েছে, গোয়েন্দা বিভাগের এডিজি পদে এলেন মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বস্ত মনোজকুমার বর্মা। ফলে মনোজকুমার বর্মার দায়িত্ব এবং মর্যাদা আরও বাড়ল। ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল রাজীব কুমার মিশ্রকে। তাঁকে আনা হয়েছে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এনফোর্সমেন্টর ডিরেক্টরেটে। এক বিবৃতিতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে,পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এডিজি এবং আইজিপি আইবি'র পদ থেকে রাজীব মিশ্রকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আনা হয়েছে মনোজ বর্মাকে। এর আগে মনোজ বর্মা ছিলেন রাজ্যের নিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত নির্দেশক পদে। এর সঙ্গেও একাধিক দায়িত্ব ছিলেন তিনি। সেই সব দায়িত্বের পাশাপাশিই নতুন এই দায়িত্ব দেওয়া হল মনোজকুমার বর্মাকে। একই সঙ্গে এডিজি সিআইডির পদ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ডিজিপি (প্রশিক্ষণ) পদে পাঠানো হয়েছে আনন্দ কুমারকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আইবির শীর্ষপদে পরিবর্তন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশিষ্ট মহল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল নেতারা বরাবর অভিযোগ করে আসছেন, রাজ্যে ভিনরাজ্য থেকে টাকা এবং অস্ত্র ঢুকছে। বিজেপি আবার রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে বারবার অভিযোগ করে আসছে। রাজ্যের একাধিক জেলায় জেহাদি কার্যকলাপের অভিযোগও বাড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই গোয়েন্দা বিভাগের দিকে কিছুটা হলেও আঙুল উঠেছিল। সেই বিভাগে মনোজ বর্মার মতো দক্ষ আধিকারিককে ব,িয়ে সেখানে নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, এই রদবদলের নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। আসলে বুধবারই কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার অভিযোগ করেছিলেন, রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর উপর নজরদারি চালাচ্ছে। এমনকী তাঁর দিল্লির বাড়ির সামনে দুই গোয়েন্দা আধিকারিক নজরদারি চালানোর সময় ধরা পড়েছিলেন বলেও দাবি করেন সুভাষ সরকার। তারপরই এই রদবদল বলে তিনি উল্লেখ্য করেন।

আবাস যোজনা দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যজুড়ে প্রচারে নামছে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবাস যোজনা দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভে নামছে বিজেপি। আবাস যোজনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে বিজেপি নেতৃত্বকে জানাতে বলা হচ্ছে। সেই বিষয়ে হেল্পলাইন নম্বর চালু করতে চলেছে তারা। বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সকালে নিউটাউনের ইকো পার্কে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, বিজেপি সাংগঠনিক ভাবে নির্বাচন এবং মিটিং করে। গতকাল দলের কোর কমিটি মিটিং ছিল। আগামী দিনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাতে আবাস দুর্নীতি নিয়ে বিডিও অফিস ঘেরাও সহ অন্যান্য কর্মসূচি নিয়ে কথা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, প্রতিটি পঞ্চায়েতে কর্মী সম্মেলন হবে আবাস দুর্নীতি নিয়ে। দিলীপ ঘোষ এদিন আরও বলেন, গতকাল রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছিলেন, শুভেন্দু অধিকারী দায়ী থাকলেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যায় অন্যায়ই। বহু লোক নিজের নাম কাটা গিয়েছে বলে আমাদের কাছে ফর্ম চেয়েছিলেন। আমরা হেল্পলাইন নম্বর দিচ্ছি। আরও যদি কেউ এরকম থাকেন, তিনিও আমাদের জানাতে পারেন।

টেটের প্রশ্ন ভুল মামলার শুনানি শেষ, রায়দান স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ বিগত ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেটে ৬ প্রশ্ন ভুল মামলার শুনানি শেষ।শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি শেষ হল। রায়দান স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৪ সালে টেট পরীক্ষায় ৬ প্রশ্ন ভুলের নম্বর সকল পরীক্ষার্থী পাবেন কি না, তা এই মামলার রায়ে স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত মামলাকারীরাই ৬ প্রশ্ন ভুলে নম্বর পেয়েছেন। ২০১৪ সালে যে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত তার প্রশ্নপত্রে ৬টি প্রশ্ন ভুল ছিল। এই অভিযোগ জানিয়ে ২০১৮ সালে হাই কোর্টে মামলা করেন ১৭৫ জন পরীক্ষার্থী। প্রায় চার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই মামলার শুনানি শেষ হল শুক্রবার। শুক্রবার বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ আগামী ১০ দিনের মধ্যে সব পক্ষে বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। অর্থাৎ আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে ভুল প্রশ্ন নিয়ে সবপক্ষের বক্তব্য আদালতের কাছে জানাতে হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট ছয়টি প্রশ্ন ভুল সংক্রান্ত বিষয়টি প্রথমবার প্রকাশ্যে এসেছিল ২০১৮ সালে। সেই সময় হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন প্রতিভা মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজন। তাতে সেই সময় মামলাটি ছিল কলকাতা এর পর ৬-র পাতায়

এক টিকিটেই গঙ্গাসাগর যাত্রার সুযোগ, পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ পরিবহণ দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ এখন থেকে আর গঙ্গাসাগর পৌঁছতে টিকিটের জন্য বারবার বাস বা ভেসেলের লাইনে দাঁড়াতে হবে না। পুণ্যার্থীরাদের এবারও ‘এক টিকিটেই গঙ্গাসাগর’ মেলায় যাওয়ার ব্যবস্থা করতে চলেছে পরিবহণ দপ্তর। এমনই খবর মিলেছে। একবার টিকিট কাটলেই হাওড়া এবং বাবুঘাট থেকে পৌঁছে যাওয়া যাবে সাগরদ্বীপে কপিলমুনির আশ্রম প্রাঙ্গণে। ওই টিকিটে চড়া যাবে বাসে, ফেরিতেও। জানা গিয়েছে, হাওড়া থেকে ভাড়া ২১০ টাকা। আর বাবুঘাট থেকে ২০০ টাকা। তারমধ্যে যাতায়াতের ফেরির খরচ ৪০ টাকা করে ৮০ টাকা ধরা হয়েছে। বাকি ১২০ টাকা বাসের। মানে এক ট্রিপ ৬০ টাকা করে। আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে এই পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে পরিবহণ দপ্তরের তরফে। পরিষেবা পাওয়া যাবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে লক্ষ লক্ষ মানুষ পুণ্যস্নান করতে যান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের ভোগান্তি কমানোও এই পরিষেবার লক্ষ্য পরিবহণ দপ্তরের বলে জানা গিয়েছে। গতবছর কোভিড

আবহে প্রথম এই নিয়ম চালু হয়েছিল। প্রতি বছর গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করতে হাওড়া থেকে বাসে নামখানা কিংবা কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্ট পর্যন্ত সড়কপথে যেতে হয় পুণ্যার্থীদের। তারপর সেখান থেকে লট ৮ বা কচুবেড়িয়া পর্যন্ত ফেরিতে যেতে হয়। সেখানেও টিকিট কাটার জন্য বিরাট লাইন পড়ে। সাগরদ্বীপে কচুবেড়িয়া পৌঁছে আবার বাস ধরতে হয় গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে যাওয়ার জন্য। ফেরার সময়ও একইভাবে বার বার লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হয়। পুণ্যার্থীদের এই সমস্যা দূর করতেই এক টিকিটে গঙ্গাসাগর চালু করা হবে। পরিবহণ দপ্তরের এক কর্তা জানালেন, এ ক্ষেত্রে যাত্রীদের আর লাইন দিতে হবে না। ফলে ভিড় এড়ানো যাবে। যাত্রীরা হাওড়া বা বাবুঘাট থেকে এই সুবিধা পেয়ে যাবেন।

আপের অভিযোগে ধুন্ধুমার দিল্লি পুর নিগম, চলল হাতাহাতিও

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ ১৫ বছরের বিজেপি রাজের অবসান ঘটিয়ে দিল্লি পুরনিগমের ক্ষমতা দখল করে নেয় আম আদমি পার্টি। কিন্তু দিল্লি মেয়র নির্বাচনে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বিরুদ্ধেই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলল আপ। আর এই বিরোধকে কেন্দ্র করে কার্যতই রণক্ষেত্রের চেহারা নিল এমসিডি সিভিক সেন্টার। সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন বিজেপি ও আপ কর্মীরা। চলল হাতাহাতিও। শেষ পর্যন্ত বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় মেয়র বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া থমকে গেল। আপাতত পরবর্তী নোটিস পর্যন্ত তা শুরু করা যাবে না। বিশেষ সীত্রে জানতে পারা গিয়েছে, লেফটেন্যান্ট গভর্নর, যিনি দিল্লিতে কেন্দ্রের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে আপ অভিযোগ তোলে ইচ্ছে করে তিনি বিজেপির ১০ জনকেই মনোনীত করছেন। কেবল তাই নয়, তিনি বিজেপি কাউন্সিলর সত্যেন শর্মাকে অস্থায়ী স্পিকারের পদে নির্বাচনও করেন। আর তা নিয়েই শুক্রবারের বচসা চরমে ওঠে। আপের দাবি ছিল, তাদের দলের মুকেশ গয়ালই সবচেয়ে বর্ষীয়ান কাউন্সিলর। তাই তাঁকেই অস্থায়ী স্পিকার করা হোক। আপ বিধায়ক সৌরভ ভরদ্বাজের দাবি, এটাই রীতি যে, সবচেয়ে সিনিয়র যিনি থাকবেন কক্ষে, তাঁকেই মনোনীত করতে অন্তর্বর্তী স্পিকার হিসেবে। কিন্তু বিজেপি সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রথাকে ধ্বংস করে নিজেদের দাবিকেই তুলে ধরতে চাইছে। এদিকে বিজেপির পালটা দাবি, তারা মেয়রের পদটিতে জিততে পারে, নির্বাচনে হেরেও। এটা বুঝতে পেরেই আপ নিজেদের কাউন্সিলরদের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারির দাবি, যা হচ্ছে, সব কিছুই সংবিধান মেনে হচ্ছে। কিন্তু ওরা তা মেনে নিতে পারছে না। কেননা বুঝে গিয়েছে ওদের নৈতিক পরাজয় হয়েই গিয়েছে। উল্লেখ্য, নির্বাচনে ২৫০ আসনের দিল্লি পুরনিগমে ম্যাজিক ফিগার পেরিয়ে ১৩৪টি আসনে জয়ী হয়েছে আম আদমি পার্টি। বিজেপি পেয়েছে ১০৪টি আসন। কিন্তু তবুও দিল্লি পুর নিগমের নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই রাখার সমস্ত ফন্দি তারা করছে। এই নিয়ে প্রথম থেকেই সংশয় ছিল কেজরিওয়ালের দলের। আশঙ্কা, ‘চণ্ডীগড় মডেল’ অনুসরণ করে দিল্লি পুরসভাতেও শেষ পর্যন্ত রাশ নিজেদের হাতেই রাখতে বদ্ধপরিকর গেরুয়া শিবির। কিন্তু তারা তা হতে দিতে চান না। এ নিয়েই দুদলের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে গেল বলে খবর।

অভিষেকের শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরের মামলা খারিজই করল কলকাতা হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ মেনকা গম্ভীরের করা মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের শ্যালিকার কাছে আর কোনও রক্ষাকবচ রইল না। আবার মেনকার বিরুদ্ধে ইডির পরবর্তী পদক্ষেপে কোনও বাধা থাকল না। গরু পাচার মামলায় এর আগে তাঁকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল ইডি। তখন ইডির ওই আবেদনে আদালত সাড়া না দিলেও, পরিস্থিতি মোতাবেক মামলাটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে রায় দিয়েছিল উচ্চ আদালত। সেই রায় অনুযায়ী শুক্রবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চ মেনকার মামলাটি খারিজ করে দেয়। যদিও আগামীদিনে ইডির বিরুদ্ধে নতুন করে আদালতের আবেদন করতে পারেন মেনকা। তাঁকে সেই স্বাধীনতাও দিয়েছে হাই কোর্ট। প্রসঙ্গত, গত বছর গরু পাচার মামলায় মেনকাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে তলব করেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক শ্যালিকা। মেনকাকে গ্রেফতার করা যাবে না এবং দিল্লির পরিবর্তে কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে ইডিকে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে এমনই জানান বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য। আদালতের এই নির্দেশ মতো ইডির সমন কার্যকর করেন মেনকা। পরবর্তীতে বিদেশ যেতে চেয়ে আবার আদালতের আসেন তিনি। যদিও সেই আবেদন পরে প্রত্যাহার করে নেন মেনকা। ফলে তাঁর বিদেশ যাত্রাও আটকে যায়।

ভোট ফেরানোর লক্ষ্যে দুয়ারে জনসংযোগ সিপিএমের

দুরন্ত বার্ত, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ তৃণমূলের মতো দুয়ারে জনসংযোগ করতে চায় সিপিএম। লাল ঝান্ডা নিয়ে বাড়িবাড়ি দরজায় দরজায় যেতে পারেন সিপিএমের তাবড়তাবড় নেতারা। যেমন বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম কিংবা সুজন চক্রবর্তীর মতো লাল পার্টির পরিচিত নেতারাসাধারণ মানুষের দোড়ে দোড়ে যাবেনতাদের সঙ্গে কথা বলতে। এতদিন পাড়ার ‘কমরেড’রা বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করছিলেন। কিন্তু সময় বদললে গিয়েছে। তাই পার্টির শীর্ষ নেতাদেরও কৌটো হাতে দেখা যাবে আমজনতার দরজায়। দলীয় সূত্রে পাওয়া খবরে জানতে পারা গিয়েছে, সাধারণ পার্টি কর্মীদের পাশাপাশি শীর্ষ নেতাদেরও যেতে হবে জেলায়। ধৈর্য ধরে শুনতে হবে মানুষের সমস্ত কথা। অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি চলবে জনসংযোগও। এমনই বার্তা আলিমুদ্দিনের। মীল টার্গেট, ভোট বামে ফিরিয়ে আনা। রাজনৈতিক মহল বলছে, তৃণমূল কংগ্রেস ৬০ দিন ধরে বাড়ি বাড়ি ‘দিদির দূত’ পাঠানোয় বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে পালটা শীর্ষ কমরেডদের মাঠে নামাচ্ছে আলিমুদ্দিন। উল্লেখ্য, বিজেপিও ‘গ্রামে চলো’ ও ভোজ কর্মসূচি শুরু করছে। কলকাতার কসবার বোসপুকুরে বিমান বসু ও যাদবপুরে এই কর্মসূচিতে পথে নেমেছিলেন সুজন চক্রবর্তী। বছরের প্রথম দিনে বালতি হাতে নিউ মার্কেটে অর্থসংগ্রহে নামেন বিমান বসুর সঙ্গে মহম্মদ সেলিমও। সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য কল্লোল মজুমদারের জানান, ‘‘জনসংযোগ চলছে। মানুষের

সমস্যার কথা শুনছি। ইতিবাচক সাড়া মিলছে।’’একুশের বিধানসভা নির্বাচনে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে সিপিএমদের। বামের ভোট রামে গিয়েছে। তাই ঘুরে দাঁড়াতে চায় আলিমুদ্দিন। নিজের ভোট ফেরাতে রাজ্যজুড়েই মরিয়া হয়ে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছে সিপিএম। ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে জাঠা কর্মসূচিতে সাড়া মিলেছে বলে দাবি সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের। সূত্রে পাওয়া খবরে, জনসমর্থন কোন পর্যায়ে তা জানতেই প্রধানত জনতার দুয়ারে পৌঁছনোর এই কর্মসূচি। প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচি চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। পার্টির চিঠিতেও দুটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। প্রচার জনগণের গভীরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে। বেশি করে পরিবারের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। মানুষের সঙ্গে কথা বলে আদায়যোগ্য দাবিকে চিহ্নিত করে স্থানীয় স্তরে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

দক্ষিণ-এশিয় দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক হবেঃ শক্তিকান্ত দাস

মুম্বই, ৬ জানুয়ারি ঃরিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে ও সবুজ অর্থনীতি গড়ে তুলতে দক্ষিণ-এশিয় দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা ভবিষ্যতে বৃহত্তর সহযোগিতার ক্ষেত্র হতে পারে।শুক্রবার নয়াদিল্লিতে আইএমএফ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেন, দক্ষিণ-এশিয় অঞ্চলটি বৃহ জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়ের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তিনি বলেন, যুক্তিসঙ্গত খরচে দ্রুত গতিতে সবুজ উত্তরণের পথে এগিয়ে যেতে দক্ষিণ-এশিয় দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি জ্বালানি নিরাপত্তা সেক্টরে সহযোগিতা জোরদার করার ওপর জোর দেন, কারণ দক্ষিণ-এশিয় দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর উচ্চ নির্ভরশীল। তিনিও আরও বলেছেন, দক্ষিণ-এশিয় দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক হবে।

রাশিয়ার যুদ্ধবিরতির নির্দেশ প্রত্যাখ্যান ইউক্রেনের

কিয়েভ-মস্কো, ৬ জানুয়ারি ঃ অর্থোডক্স ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে যুদ্ধবিরতির জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দেওয়া নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছে ইউক্রেন। রুশ অর্থোডক্স গির্জার অনুরোধে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট গত বৃহস্পতিবার তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে শুক্রবার থেকে ইউক্রেনের ফ্রন্টলাইনে ৩৬ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিয়েছেন । তবে ইউক্রেন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তারা যুদ্ধবিরতিতে যাবে না।এক টুইট বার্তায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির উপদেষ্টা মিখাইলো পোদোলিয়াক বলেছেন, ইউক্রেনের দখল করা ভূখণ্ড থেকে রাশিয়ার সব সেনা প্রত্যাহার করে নিলেই কেবল ' অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি সম্ভব। ইউক্রেইন বিদেশি ভূখণ্ডে আক্রমণ চালাচ্ছে না। নিজেদের ভূখণ্ড দখলকারীদের ধ্বংস করছে।প্রসঙ্গত, অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা ৬ ও ৭ জানুয়ারি ক্রিসমাস উদযাপন করবে। ইউক্রেইন ও রাশিয়ায় অনেক অর্থোডক্স খ্রিস্টান রয়েছে। ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধবিরতির যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা শুক্রবার মধ্যদুপুর থেকে কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন, ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরুর পর এই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো যুদ্ধবিরতির ঘোষণা এল।

ছত্তিশগড় সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

রায়পুর, ৬ জানুয়ারি ঃ ৭ জানুয়ারি একদিনের সফরে ছত্তিশগড় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কোরবায় বিশাল জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৭ জানুয়ারি দুপুর২.৫৫ মিনিটে বিলাসপুরের চক্রভাটা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। এর পরে, বিকাল ৩ টায় তিনি বিএসএফ হেলিকপ্টারে করে কোরবার সিএসইবি হেলিপ্যাডে অবতরণ করবেন। সেখান থেকে সড়কপথে সর্বমঙ্গলা দেবীকে দেখতে যাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরপর কোরবায় কোর কমিটির বৈঠক হবে। এরপর কোরবার ইন্দিরা স্টেডিয়ামে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি।

কানঝাওয়ালা মৃত্যু মামলায় ষষ্ঠ অভিযুক্ত তথা গাড়ির মালিক গ্রেফতার হয়েছে

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ লুকোচুরি শেষ, দিল্লির কানঝাওয়ালা মৃত্যু মামলায় ষষ্ঠ অভিযুক্ত তথা গাড়ির মালিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম-আশুতোষ। আশুতোষের গাড়ির নীচেই তরুণীকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শুক্রবার সকালে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লির কানঝাওয়ালায় ২০ বছর বয়সী তরুণী অঞ্জলির মৃত্যুর ঘটনায় ষষ্ঠ অভিযুক্ত তথা গাড়ির মালিক আশুতোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই মামলায় এখনও পলাতক আরও এক অভিযুক্ত, তার নাম অঙ্কুশ খান্না। এর আগে স্পেশাল সিপি (আইন-শৃঙ্খলা) সাগর প্রীত হুডা জানিয়েছিলেন, কানঝাওয়ালা মৃত্যু মামলায় আশুতোষ ও অঙ্কুশ খান্না নামে দুই অভিযুক্ত পলাতক। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে আশুতোষ। তবে, অঙ্কুশকে এখনও পাকড়াও করতে পারেনি পুলিশ।

আমাদের নদীগুলি এবং জলাশয়গুলি সামগ্রিক জল পরিবেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ

নয়াদিল্লি,৬ জানুয়ারিঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও বার্তার মাধ্যমে প্রথম সারা ভারত বার্ষিক রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রীদের সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। সম্মেলনের থিম - ' ভিশন ২০৪৭'। এর লক্ষ্য, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন এবং মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য জলসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিয়ে সমস্ত নীতিপ্রণেতাদের আলোচনার ব্যবস্থা করা।সমাবেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দেশের জলসম্পদ মন্ত্রীদের নিয়ে প্রথম সারা ভারত বার্ষিক সম্মেলনের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন যে জল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারতে অভূতপূর্ব কাজ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় জলের বিষয়টি রাজ্যগুলির অধীন এবং দেশের সার্বিক লক্ষ্য অর্জনে জল সংরক্ষণে রাজ্যগুলির প্রয়াস সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। শ্রী মোদী বলেন, ওয়াটার ভিশন২০৪৭ আগামী ২৫ বছরের জন্য অমৃতকাল যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।' সরকার' এবং ' সম্পূর্ণ দেশ' নিয়ে তাঁর ভাবনার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সব সরকারকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যেখানে জল মন্ত্রক, সেচ মন্ত্রক, কৃষি মন্ত্রক, গ্রাম ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা মন্ত্রকের মধ্যে নিয়মিত আলাপ-আলোচনা হবে। তিনি আরও বলেন যে পরিকল্পনা আরও ভালো হবে যদি এইসব দপ্তরগুলি নিজেদের মধ্যে তথ্য এবং পরিসংখ্যান আদানপ্রদান করে। শুধুমাত্র সরকারের প্রয়াসেই সাফল্য আসতে পারে না জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষ, সামাজিক সংস্থা ও সুশীল সমাজের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জল সংরক্ষণ সংক্রান্ত অভিযানে তাঁদের আরও বেশি করে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। শ্রী মোদী এর ব্যাখ্যা করে বলেন যে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে না, আর এর মানে এই নয় যে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর। তিনি আরও বলেন, জনগণের অংশগ্রহণের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, অভিযান চালাতে যে প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে এবং যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে সে সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়। তিনি বলেন, কোনও অভিযানের সঙ্গে যখন জনগণ যুক্ত

হন তাঁরা তখন কাজটির গুরুত্বও বুঝতে পারেন। এর জন্য কোনও কর্মসূচি বা অভিযানের প্রতি মানুষের একটা একাত্মতা গড়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত অভিযানের উদাহরণ দেন এবং বলেন, যখন মানুষ স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তখন তাঁদের মধ্যে সচেতনতাও জাগ্রত হয়েছিল। মানুষের প্রয়াসের জন্য তাঁদের কৃতিত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সরকার অনেক উদ্যোগ নিয়েছে, তা সে নোংরা সরাতে সম্পদ সংগ্রহই হোক বা একাধিক জল শোধন কেন্দ্র অথবা শৌচাগার নির্মাণই হোক, এই অভিযানের সাফল্য তখনই নিশ্চিত হয়েছে যখন মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোনরকম নোংরা থাকবে না। শ্রী মোদী জল সংরক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণের এই ধারণাকে জাগ্রত করার ওপর জোর দেন এবং এই সচেতনতা সৃষ্টির যে প্রভাব, সেটিও তুলে ধরেন।প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দেন, আমরা ' সচেতনতা উৎসব'-এর আয়োজন করতে পারি অথবা জায়গায় জায়গায় যে মেলা হয় তাতে জল সচেতনতার বিষয়েও কোনও অনুষ্ঠান রাখতে পারি। স্কুলে পাঠ্যসূচি থেকে শুরু করে নানা ধরনের কাজকর্মে অভিনব উপায়ে এই বিষয়ে তরুণ সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন তিনি। শ্রী মোদী জানান দেশে প্রতিটি জেলায় ৭৫টি করে অমৃত সরোবর তৈরি করা হবে, যেখানে এরই মধ্যে ২৫ হাজার অমৃত সরোবর তৈরি হয়ে গেছে। সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং তার সমাধান খুঁজতে প্রযুক্তি, শিল্প এবং স্টার্ট-আপগুলির মধ্যে সংযোগ ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, জিও-সেন্সিং এবং জিও-ম্যাপিং-এর মতো প্রযুক্তি অনেক উপকারে আসতে পারে। জল সংক্রান্ত বিষয়ের মোকাবিলায় নীতি প্রণয়নের স্তরে সরকারি নীতি এবং আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সংস্কার করার ওপর জোর দেন তিনি।প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছনোর ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে রাজ্যের পক্ষে একটি প্রধান উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে ' জীবন মিশন'-এর সাফল্যের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেক রাজ্যই ভালো কাজ করেছে, আবার অনেক রাজ্য ঐ লক্ষ্যে এগোচ্ছে। তাঁর সুপারিশ, একবার কোনও জায়গায় ব্যবস্থা বহাল হলে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তা যেন ভবিষ্যতেও বহাল থাকে। তাঁর প্রস্তাব, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ' জীবন মিশন'-এর নেতৃত্ব দিক এবং কাজ সম্পূর্ণ হলে তাদেরই জানানো উচিত যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার জল পাওয়া যাচ্ছে কিনা। শ্রী মোদী বলেন, প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত মাসে মাসে বা তিনমাসে একবার অনলাইন রিপোর্ট দিয়ে জানাতে পারে যে গ্রামে কতগুলি বাড়ি কলের জল পাচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে জলের গুণমান নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত জল পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী, শিল্প এবং কৃষি - দুই ক্ষেত্রেই জলের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন এবং জল নিরাপত্তা বিষয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে বিশেষ অভিযানের সুপারিশ করেন। তিনি জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একইসঙ্গে একাধিক ফসলের চাষ এবং প্রাকৃতিক চাষের মতো পদ্ধতির ইতিবাচক প্রভাবের উদাহরণ দেন। তিনি ' কৃষি সেচ কর্মসূচি'র অধীনে শুরু হওয়া ' ফোঁটায় আরও বেশি ফসল' অভিযানের ওপর আলোক পাত করে জানান যে এ পর্যন্ত ক্ষুদ্র সেচের আওতায় দেশের ৭০ লক্ষ হেক্টরের বেশি জমি আনা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সব রাজ্যের উচি ক্ষুদ্র সেচকে নিয়মিত উৎসাহ দেওয়া। তিনি ' ভূ-জল সংরক্ষণ যোজনা'র উদাহরণ দেন যেখানে ভূগর্ভস্থ জল পূরণে বৃহৎ মাত্রায় জল সংরক্ষণ জরুরি। তিনি পার্বত্য অঞ্চলের ঝর্নাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজ দ্রুতগতিতে করার ওপরও জোর দেন।জল সংরক্ষণে রাজ্যগুলিকে বনাঞ্চলের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করে শ্রী মোদী পরিবেশ মন্ত্রক এবং জল মন্ত্রককে সমন্বিত প্রয়াস চালানোর আহ্বান জানান। তিনি জলের স্থানীয় সব উৎসগুলি সংরক্ষণের দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানান এবং বলেন যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উচি আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যাতে জল সরবরাহ থেকে পরিচ্ছন্নতা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যগুলিকে এমন ব্যবস্থা নিতে বলেন যাতে পঞ্চায়েত স্তরে জলের জন্য বাজেট তৈরি করা যায়। কোন গ্রামে কতটা জল প্রয়োজন এবং তার জন্য কি করা উচি তার ভিত্তিতে এই বাজেট তৈরি হবে। ' জল ধরো' অভিযানের সাফল্যের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের অভিযান রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় অংশ হওয়া উচিত যেখানে প্রতি বছর এর মূল্যায়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে বৃষ্টি আসার আগেই পরিকল্পনা করে নিতে হবে।জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে চক্রাকার অর্থনীতির গুরুত্বের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান যে এবারের বাজেটে চক্রাকার অর্থনীতির ওপর প্রভূত জোর দিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, যখন পরিশোধিত জল পুনরায় ব্যবহার করা হয়, তখন নতুন জল সংরক্ষিত হয়। এতে সার্বিকভাবে পরিবেশের উন্নতি হয়। এজন্য জল পরিশোধন এবং জলের পুনর্ব্যবহার জরুরি। বিভিন্ন প্রয়োজনে ' জল' পুনরায় ব্যবহার করার উপায় খুঁজতে হবে রাজ্যগুলিকে - একথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের নদীগুলি এবং জলাশয়গুলি সামগ্রিক জল পরিবেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শ্রী মোদী প্রতিটি রাজ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিকাশি পরিশোধনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। পরিশেষে শ্রী মোদী বলেন, নমামি গঙ্গে মিশনকে মাথায় রেখে রাজ্যগুলি নদী সংরক্ষণের জন্য একই ধরনের অভিযান শুরু করতে পারে। প্রত্যেকটি রাজ্যের দায়িত্ব জলকে সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের বিষয় করে তোলা।সব রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী জল শীর্ষক প্রথম সারা ভারত বার্ষিক রাজ্য মন্ত্রীদের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ২২৮, প্রাণ হারালেন আরও ৪ জন

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের অনেকটাই বাড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টার ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২২৮ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে দু''জন, বিহারে একজন ও উত্তরাখণ্ডে একজনের মৃত্যুর পর শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে

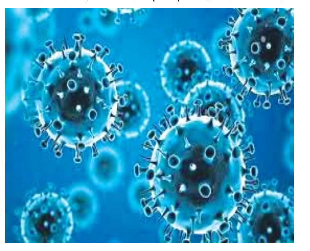

৫,৩০,৭১৪ জনের।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ৫০৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৬,৩৩০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। ভারতে মোট করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪,৪৬,৭৯,৫৪৭ জন।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৪৬ হাজার ৪৫০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১২-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১২, ৮০,২১২। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আই সিএমআর) জানিয়েছে, ৫ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৯৯,৭৩১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজ্যবাসীকে হীরা দেবেন, এখন হীরার সাথে মানিকও দিয়েছেন, ত্রিপুরায় 'জনবিশ্বাস যাত্রা'র সূচনা করে বলেন অমিত শাহ

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরায় ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রাজ্যবাসীকে হীরা দেবেন। এখন হীরার সাথে মানিকও দিয়েছেন। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে ' জনবিশ্বাস যাত্রা' উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় রাজ্যের উন্নয়নের জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার প্রশংসা করতে গিয়ে এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা সফল রূপ দিচ্ছেন।জনবিশ্বাস যাত্রার সূচনা করতে গত বৃহস্পতিবার রাজ্যে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির শীর্ষ নেতা অমিত শাহ। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি গত বুধবার রাতে আগরতলায় আসবেন বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু, ঘন কুয়াশার কারণে তাঁর বিমান আগরতলায় অবতরণ করতে পারেনি। ফলে তিনি গুয়াহাটি চলে গিয়েছিলেন। গত বৃহঃ সকালেও ঘন কুয়াশার দরুন আগরতলায় আসতে তাঁর বিলম্ব হয়েছে। আগরতলায় পৌঁছে তিনি হেলিকপ্টারে সোজা ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।এদিন জনসভায় মহিলা মোর্চার তরফে বিধায়ক মালিনা দেবনাথ উনকোটির প্রতিকৃতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিকৃতি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে সংবর্ধিত করেছেন।এদিন খারাপ আবহাওয়ার জন্য ধর্মনগরে

জনসভায় আসতে বিলম্ব হওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, হেলিপ্যাডে নেমে জনসভাস্থল পর্যন্ত ৪ কিমি রাস্তার দু-ধারে অগণিত মানুষের উপস্থিতি, তাঁদের ভালোবাসা ও বিশ্বাস প্রমাণ করছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি, বিপ্লবকুমার দেব ও মানিক সাহার ওপর সকলের আস্থা রয়েছে। আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য এবং প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ শচীন দেব বর্মণকেও স্মরণ করেছেন।অমিত শাহ বলেন, গত ত্রিপুরায় জনবিশ্বাস যাত্রার সূচনা হচ্ছে। এই যাত্রার নাম জনবিশ্বাস রাখার জন্য তিনি প্রদেশ বিজেপি-কে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, গণতন্ত্রে সরকারের কাজের মাধ্যমে মানুষের ভরসা জয় করা সম্ভব। তাঁর দাবি, ২০১৮ সালে বলেছিলাম, ত্রিপুরার মানুষকে কমিউনিস্টদের কুশাসন থেকে মুক্তি দেব। তাঁদের শেকড় ত্রিপুরার পবিত্র মাটি থেকে উপড়ে ফেলে দেব। সেই লক্ষ্যে ' পাল্টাই'-এর স্লোগান দিয়েছিলাম। ত্রিপুরার মানুষ সেই প্রয়াস সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে সার্থক করেছেন।তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় বিজেপির একজনও বিধায়ক ছিলেন না। সেই অবস্থা থেকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠন, ভূভারতে কেউ দেখেননি। বিজেপির প্রতি অগাধ আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসা রাখার জন্য আজ তিনি ত্রিপুরাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সর্বভারতীয় বিজেপি নেতার কথায়, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরাকে কমিউনিস্টদের কুশাসন থেকে মুক্তির জন্য ছিল। তাঁদের তিন দশকের শাসনে উন্নয়ন হয়নি, উল্টে জল, রেশন, এমন-কি থানায় মামলা করার জন্য ক্যাডারদের কাছে যেতে হত। প্রশাসন ক্যাডারদের দ্বারাই পরিচালিত হত, সেই নির্বাচন ওই পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে ছিল। তেইশের নির্বাচন বিকাশের ভিত মজবুত করে সমৃদ্ধ ত্রিপুরা নির্মাণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হবে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, যুব-প্রজন্মের কর্মসংস্থান, মহিলাদের সুরক্ষা এবং জনজাতিদের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্যই তেইশের নির্বাচনে বিজেপির পাশে দাঁাতে হবে। কারণ, সমৃদ্ধ ও সুস্থ ত্রিপুরার স্লোগান দিয়ে জনবিশ্বাস যাত্রার আজ সূচনা করছি আজ।তাঁর কথায়, ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, বিজেপিকে সরকার গঠনের সুযোগ দিন, ত্রিপুরাকে হীরা দেব। প্রধানমন্ত্রীর সেই প্রতিশ্রুতি বিপ্লবকুমার দেব ও ডা. মানিক সাহা পূরণ করেছেন। তিনি প্রশংসা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী হীরার সাথে মানিকও দিয়েছেন। এদিন তিনি ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর জনকল্যাণে বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, এনএলএফটি উগ্রপন্থীদের সাথে শান্তি সমঝোতা, ব্রু শরণার্থীদের দুই দশকের অধিক সময়ের সমস্যা সমাধান বর্তমান সরকারের জন্যই সম্ভব হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ২.৭০ লক্ষ পরিবারের কাছে বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, ৪.১৫ লক্ষ বাড়িতে পানীয় জল, ৩.৮০ লক্ষ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর বণ্টন ডবল ইঞ্জিন সরকারের জন্যই ত্রিপুরবাসী এই সব সুবিধা পেয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, যোগাযোগ ক্ষেত্রে ১০ হাজার কোটি টাকার অধিক বিনিয়োগ, ২৫০০ কোটি টাকা খরচ করে ২৬২ কিমি জাতীয় স।ক নির্মাণ বিজেপি সরকারের দৌলতেই সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, বাম জমানায় কর্মচারীরা পঞ্চম বেতন কমিশনের সুযোগ পেয়েছিলেন। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিপ্লবকুমার দেব কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন দিয়েছেন।অমিতের কটাক্ষ, কংগ্রেস এই দেশে এবং কমিউনিস্ট সারা বিশ্বে মুছে যাচ্ছে। আজকের জনসভা থেকে আওয়াজ তুলে ত্রিপুরায় কমিউনিস্টদের বুকে কম্পন ধরিয়ে দিন, দীপ্ত কণ্ঠে স্লোগান তুলে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।এদিকে জনসভা শেষে তিনি বিজেপির পতাকা নেড়ে 'জনবিশ্বাস যাত্রা'র সূচনা করেন।

মুখ্য সচিবদের জাতীয় সম্মেলনে পৌরহিত্য প্রধানমন্ত্রীর, নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ মুখ্য সচিবদের জাতীয় সম্মেলনে পৌরহিত্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৩ দিনের এই সম্মেলন শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করার লক্ষ্যে সম্মেলনে মূলত আলোচনা হয়েছে। বিকশিত ভারত ও সমৃদ্ধশালী ভারত গড়ার জন্য নানা পন্থা পদ্ধতি নিয়েও মত বিনিময় করেছেন বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবরা।কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি, মুখ্য সচিব এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ডোমেইন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে দুই শতাধিক মানুষ এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। সম্মেলন চলাকালীন ছয়টি চিহ্নিত বিষয়ের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলি হল এমএসএমই, পরিকাঠামো, এবং বিনিযোগের উপর জোর দেওয়া, কমপ্লায়েন্স কম করা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়ন।

২০০ কোটির অর্থ তছরুপ মামলাঃফের দিল্লির আদালতে হাজিরা জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃফের দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টে হাজিরা দিলেন বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ। ২০০ কোটি টাকা আর্থিক তছরুপের মামলায় সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অভিনেত্রীর নাম। শুক্রবার সকালে আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে আদালতে হাজিরা দেন জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ।২০০ কোটির অর্থ তছরুপ মামলায় ঘন ঘন জ্যাকলিনকে থানা ও আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে। গত বছর ২৩ ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছে জ্যাকলিন এবং রণবীর সিং অভিনীত রোমান্টিক কমেডি সার্কাস ' খুব একটা সারা ফেলতে পারেনি সেই ছবি। ' কনম্যান সুকেশের চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আর্থিক তছরুপের মামলায় নাম জড়ানোয় সব মিলিয়ে ২০২২ সালটি তাঁর ভাল কাটেনি। তাই নতুন বছরের শুরুতে বৈষ্ণব দেবীর দরবারে প্রার্থনা করতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীকে।

লালন-মৃত্যুর তদন্ত পুলিশ করলে তথ্য প্রমাণ লোপাট হবে, আদালতে আশঙ্কা সিবিআইয়ের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃলালন শেখের মৃত্যুর তদন্ত রাজ্য পুলিশ আর একদিন চালালে তথ্যপ্রমাণ সব লোপাট হয়ে যাবে বলে আদালতে আশঙ্কা প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। শুক্রবার আদালতে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, ময়না তদন্তের যে রিপোর্ট সিবিআইকে দেওয়া হয়েছে, তাতে এই আশঙ্কা আরও তীব্র হচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত অবশ্য বলেন, এই আশঙ্কার কোনও কারণ নেই বলে আমার বিশ্বাস। সত্য কেউ গোপন করতে পারবে না। আমি মামলার কেস ডায়েরি দেখতে চেয়েছি। সোমবার বেলা ১১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।বৃহস্পতিবারই লালন মামলা থেকে অব্যাহতি নেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। তিনি বলেন, এই মামলা বিচারপতি সেনগুপ্তের এজলাসে হওয়া উচিত। তারপরই প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব মামলাটি বিচারপতি সেনগুপ্তকে অ্যাসাইন করেন। পরে সিবিআই মামলার দ্রুত শুনানি চেয়ে প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতির সেনগুপ্তের দ্বারস্থ হয়।শুক্রবার সিবিআই আইনজীবীকে আশ্বস্ত করে বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, আপনাদের অফিসারদের তো আইনি রক্ষাকবচ রয়েছে। সিবিআইয়ের আইনজীবী ডি পি সিং বলেন, তা হলেও আমাদের লোকেদের অযথা হয়রান করা হচ্ছে। তদন্তের নথি বিকৃত করা হচ্ছে। সরকারি আইনজীবী অনির্বাণ রায় বলেন, সিবিআই অস্বাভাবিক আচরণ করছে। আমাদের আগে নোটিস দেওয়া হয়নি। পরে আদালত জানায়, পরবর্তী শুনানি সোমবার বেলা ১১টায়।

ছত্তিশগড়ে ২০টি ব্যবসায়ীর বাড়ি-অফিসে হানা আয়কর দফতরের

রায়পুর, ৬ জানুয়ারিঃ শুক্রবার সকালে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুর সহ বেশ কয়েকটি জেলায় বিল্ডার, পরিবহণকারী এবং কয়লা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল আয়কর বিভাগের দল। দলটিতে ৫০টিরও বেশি আয়কর আধিকারিক এবং ৭০ জন নিরাপত্তা কর্মী রয়েছে। প্রায় ২০টি জায়গায় এই অভিযান চলছে। রায়ুপুর, দুর্গ, ভিলাই ইত্যাদি জায়গায় এই অভিযান চালান হয়েছে।রায়ুপুরে আরকে রোডওয়েজ, স্বস্তিক গ্রুপ এবং বনসাল ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেডে অভিযান চালানো হয়েছে। সরবরাহকারী ও অর্থ ব্যবসায়ী কমলেশ বৈধের বাড়িতে অভিযান চালান হয়েছে। আর কে রোডওয়েজ সিমেন্টের বড় ব্যবসা করে। এছাড়াও স্বস্তিক গ্রুপের নরেন্দ্র আগরওয়াল, রোশবে রিসোর্টের আশিস আগরওয়াল, জগদীপ বনসাল, সহেলি জুয়েলার্স দুর্গ এবং শ্রী স্বস্তিক গ্রুপের সুনীল সাহুকেও তদন্ত করা হচ্ছে

রিয়ানায় প্রত্যাবর্তন ভারত জোড়ো যাত্রার, রাহুলের নেতৃত্বে সানোলি থেকে শুরু পদযাত্রা

সানোলি (হরিয়ানা), ৬ জানুয়ারি ঃভারত জোড়ো যাত্রার উত্তর প্রদেশ অধ্যায় শেষ, কংগ্রেসের এই ভারত জোড়ো যাত্রা এবার হরিয়ানায় প্রবেশ করেছে। শুক্রবার সকাল আটটা থেকে হরিয়ানার সানোলির পানিপত রোড থেকে শুরু হয়েছে ভারত জোড়ো যাত্রা। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে পদযাত্রায় অংশ নেন অসংখ্য কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা।বিপুল 'জন সমুদ্রের' মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। পদযাত্রায় হাঁটতে হাঁটতেই অনেকের সঙ্গে কথা বলেন রাহুল গান্ধী। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিপুল উৎসাহ দেখা গিয়েছে। রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনের উদ্দেশে মাঝেমধ্যে হাত নাড়েন রাহুল। শোনেন মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা।

দিল্লি এখন সিমলার থেকেও ঠান্ডা

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ দিল্লি সহ গোটা উত্তর ভারত এখন ঠাণ্ডার কবলে। বর্তমানে দেশের হিল স্টেশনগুলির থেকেও বেশি ঠান্ডা দিল্লি। বৃহস্পতিবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে, যেখানে তিনটি জায়গায় এটি ২.২ থেকে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হযেছে। বৃহস্পতিবার ডালহৌসি ৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ধর্মশালায় ৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কাংড়া ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সিমলা ৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দেরাদুন ৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, মুসৌরি ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং নৈনিতালে ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।ভারতের আবহাওয়া দফতরের মতে, ৬ এবং ৭ জানুয়ারিতেও রাজধানীর কিছু এলাকা শৈত্যপ্রবাহের মুখোমুখি হবে। এই সময়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি রেকর্ড করা যেতে পারে। তাই ঠান্ডার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।অন্যদিকে জমজমাট শীতে একেবারে জবুথবু অবস্থা রাজধানী দিল্লিতে, তাপমাত্রার পারদ এমনিতেই নীচের দিকে। শুক্রবার দিল্লির তাপমাত্রা আরও কমল, আরও একদিন মরশুমের শীতলতম দিন উপভোগ করল দেশের রাজধানী। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে দিল্লির আয়ানগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সফদরজং-এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও দিল্লি রিজ এলাকায় ৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।শৈত্যপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্ত পঞ্জাবেও। শুক্রবার শৈত্যপ্রবাহের মধ্যেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল পঞ্জাবের পাঠানকোট, সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। শুধুমাত্র পাঠানকোট নয়, শীতে জবুথবু পঞ্জাবের অমৃতসর, লুধিয়ানা, জলন্ধরও। আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে এই শীত ও কুয়াশা থেকে নিস্তার পাবে না উত্তর ভারত, এমনটাই জানিয়েছেন আইএমডি। কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ থেকে এখনই রেহাই পাবে না দিল্লি-সহ গোটা উত্তর-পশ্চিম ভারত। আগামী ৭২ ঘন্টা ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ বজায় থাকবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে, স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে বিপর্যস্ত হবে স্বাভাবিক জনজীবন। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ৩ দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতে অতি ঘন কুয়াশা থাকবে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, চণ্ডীগড় এবং উত্তর প্রদেশে ঘন থেকে খুব ঘন কুয়াশা বিরাজ করবে।এই সময়ে শীতের দাপটও বাড়বে। রাজস্থান, হরিয়ানা, পঞ্জাব, চণ্ডীগড় এবং দিল্লিতে তীব্র শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। ঘন কুয়াশার প্রভাবে বিমানবন্দর, হাইওয়ে ও ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হতে পারে। দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানে তীব্র শৈত্যপ্রবাহে এমনিতেই স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত। মরুরাজ্যের অধিকাংশ স্থানেই তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার, ২২পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৭জানুয়রিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২২ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ২২ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হতেপারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২০.০৬ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১২.০৪ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে৯৪শতকরা এবং ৫৬শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৬মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা -০৩মিনিটের মধ্যে হবেই আজকের দিনে আবহাওয়া।

রাশিফল

মেষ রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
বৃষ রাশিঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। ব্যবসায় সাফল্য
মিথুন রাশিঃশারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে। শুভদিন
কর্কট রাশিঃঅন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করার জন্য মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে।
সিংহ রাশিঃআপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন, বিশেষ করে পার্টিতে যেহেতু এটি পার্টির মেজাজ খারাপ করতে পারে। অর্থ ব্যয়।
কন্যা রাশিঃচোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।অর্থ ব্যয়।
তুলা রাশিঃকোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে।শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃআজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। ।
ধনু রাশিঃবিবাহের যোগ। সংসারে শান্তি। আর্থিক সংকটে হবে।
মকর রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব উন্নত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হবেই।
কুম্ভ রাশিঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। আপনি আজ একটি ইতিবাচক আভা নির্গত করবেন। বিবাহের যোগ
মীন রাশিঃআপনার উচ্চ উদ্দীপনা সত্ত্বেও আপনি এমন কারোর অভাব অনুভব করবেন যিনি আজ আপনার সাথে থাকতে পারছেন না। পারে ব্যয়ভাগ্যবান

অর্থাভাবে শববাহী গাড়ি না পেয়ে মায়ের মৃতদেহ কাঁধে হেঁটে যাওয়ার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ অর্থাভাবে শববাহী গাড়ি না পেয়ে মায়ের দেহ কাঁধে নিয়ে ছেলে ও বাবার হেঁটে যাওয়ার ঘটনায় রাজ্য সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ৫ সদস্যের এই কমিটিকে আগামী বুধবারের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি কোন শববাহী গাড়ি টাকা নিচ্ছে কিনা তার উপরেও কড়া নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ক্রান্তির বাসিন্দা জয়কৃষ্ণ দেওয়ান গত বুধবার তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীরানী দেওয়ানকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করলে গতকাল ভোরে তার মৃত্যু হয়। এরপরে শববাহী গাড়ি মোটা টাকা চাওয়ায় স্বামী ও ছেলে রামপ্রসাদ দেওয়ান স্ত্রী- এর মৃতদেহ নিয়ে হাটতে শুরু করেন। সেই ছবি বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

৯ থেকে ১১ জানুয়ারি জি ২০ গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক মানের বৈঠক হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ আসন্ন জি ২০ সম্মেলন উপলক্ষ্যে কলকাতায় আসা বিদেশি অতিথিদের সামনে এ রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হবে। গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের পাশাপাশি নদীর দুই তীরের ইতিহাস জানানো হবে। রায়বেঁশে, ছৌ, কুকুরি নৃত্য পরিবেশন করা হবে। এছাড়াও থাকছে বিশিষ্ট তবলা বাদক তন্ময় বসুর পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঘোরানো হবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ভিক্টোরিয়ার পাশে থাকবে স্টিটফুডের প্যাভিলিয়ন। শহরের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্টিটফুড। তাই অতিথিরা যাতে এই খাবারগুলোর স্বাদ চেখে দেখতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯ থেকে ১১ জানুয়ারি জি ২০ গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক মানের বৈঠক হবে কলকাতায়। ৯ তারিখ বৈঠকের উদ্বোধন হবে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে। সেখানে থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিরও। থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি। ১০ ও ১১ তারিখ সম্মেলন হবে জে ডব্লিউ ম্যারিয়টে। তিন দিনের এই বৈঠকে ১৮ঃ৩২, ১।৬।২০২৩। ০৬।০১।২৩ মেঘালয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম দফায় তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। দলের নেতা মুকুল সাংমা আজ রাজ্য কার্যালয়ে সদর দপ্তরে ৫২ টি বিধানসভা আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। এরমধ্যে ৫ জন মহিলা প্রার্থী রয়েছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বাকি আটটি বিধানসভা কেন্দ্রেও দলের তরফে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

হাম, রুবেলার প্রতিষেধক দেওয়া শুরু হচ্ছে শহর ও শহরতলীর স্কুলগুলিতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ আগামী সপ্তাহ থেকে শহরের সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলগুলিতে হাম ও রুবেলার প্রতিষেধক দেওয়া শুরু হতে চলেছে। ১৫ বছর বা তার কমবয়সি পড়ুয়াদের ৯ জানুয়ারি থেকে প্রতিষেধক দেওয়া শুরু করবে বেশির ভাগ স্কুল। স্কুলে পঠনপাঠন ও প্রতিষেধক প্রদান, দুই-ই একসঙ্গে চলবে বলে জানানো হয়েছে। বেলতলা গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অজন্তা মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁদের স্কুলের প্রাকপ্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বারোশোর কিছু বেশি পড়ুয়া এই প্রতিষেধকের আওতাভুক্ত হচ্ছে। ৯ থেকে ১৬ জানুয়ারি সেখানে প্রতিষেধক দেওয়া হবে। নৈহাটি বয়েজ স্কুলের শিক্ষক শুভাশীষ চক্রবর্তী এবং মিত্র ইনস্টিটিউশন ভবানীপুর শাখার প্রধান শিক্ষক রাজা দে জানান, আগামী ৯ এবং ১৬ জানুয়ারি থেকে যথাক্রমে তাঁদের স্কুলে প্রতিষেধক দেওয়া হবে। অন্যদিকে, হাওড়াতেও ১৫ বছর পর্যন্ত বয়সিদের সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই প্রতিষেধক দেওয়া হবে। রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো সেখানেও ৯ জানুয়ারি থেকে এই কর্মসূচি চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যে কলকাতা-সহ দুই বঙ্গে হ্রাস পাচ্ছে পারদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যে উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গেই হ্রাস পাচ্ছে তাপমাত্রা। পারদ পতন হচ্ছে তিলোত্তমাতেও, দিনভর বইছে কনকনে উত্তুরে হাওয়া। রোদ থাকলেও মালুম হচ্ছে না উত্তাপ। সবমিলিয়ে মনোরম পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গে, এযাব এই অপেক্ষাতেই তো ছিলেন শীতপ্রেমীরা। শুক্রবার কলকাতায় পারদ নেমেছে ১০ ডিগ্রির ঘরে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা এই মরসুমের শীতলতম। এই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। এদিন মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী কয়েকদিন এমনই ঠাণ্ডার আমেজ বহাল থাকবে শহরে। পাশাপাশি শীতের কাঁপুনি ভাব টের পাওয়া যাবে বিভিন্ন জেলাতেও। কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামতে পারে। কলকাতার পাশাপাশি পারদ-পতনের সম্ভাবনা রয়েছে বিভিন্ন জেলাতেও। সেই সঙ্গে দিনভর বইবে উত্তুরে হাওয়া। মূলতঃ উত্তুরে হাওয়ার দাপটের জেরেই পারদ-পতন ঘটছে। সকালের দিকে কুয়াশা থাকলেও, বেলা বাড়তেই তা উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, শীতের আমেজ থেকেই যাচ্ছে।

নামখানা ব্লকে হাম ও রুবেলা রোগ নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিল ছাত্রছাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ৬ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার ৬ জানুয়ারিকে হাম ও রুবেলার রোগের সচেতনতার দিন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাই আজ এই বিশেষ দিনেই স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়েই রাস্তায় রাস্তায় র‍্যালি করলেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের সুন্দরবন বিবেকানন্দ আর্দশ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের দ্বারিক নগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক ড. শুভ্রনীল দাস, উপস্থিত ছিলেন শিবরামপুর উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কৃষ্ণা মাইতি, স্কুলের প্রধান শিক্ষক অসীম কুমার প্রধান সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগন। এই প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অসীম কুমার প্রধান বলেন, এটি একটি মারন রোগ। এই রোগকে দূরীকরণ করতে গেলে ছাত্র- ছাত্রীদের এগিয়ে যেতে হবে। এটি ৯ থেকে ১৫ বছর বযসের শিশুদের প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। হাম ও রুবেলা রোগ সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। রুবেলার বাংলা অর্থ বসন্ত রোগ। এই বসন্ত রোগকে প্রতিহত করতে হলে আমাদের সবাইকে একত্রিত হতে হবে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে বোঝাতে হবে যে বিজ্ঞানসম্মত যুগে ভ্যাকসিন এর দ্বারা এই দুটি রোগকে আমরা আগামীদিনে প্রতিরোধ করতে পারব। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাক্তন জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই বলেন, এই রুবেলা এবং হাম যেভাবে ছড়াচ্ছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিদ্যালযের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মিছিল সহকারে একটা অ্যাওয়ার্ডনেস দেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে একটি নির্ধারিত তারিখে যে সমস্ত জায়গায় ক্যাম্প হবে গিয়ে যেন সবাই ভ্যাকসিন নেয়।

পুকুর থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি ঃ পুকুরের জলে ভাসমান যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের ধারনা, জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। কারন মৃতের পরিবারের সদ্যসরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনং যাব মৃগি রোগে আক্রান্ত ছিলেন ওই যুবক। পুলিশ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে কল্যানপুর থানার প্রত্যন্ত এলাকার এক পুকুর থেকে অমরজিত দেববর্মা (২২)-র মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

ভেঙে পড়ল বউবাজার মার্কেট এলাকার বিল্ডিংয়ের বারান্দার একাংশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ ভেঙে পড়ল বউবাজার মার্কেট এলাকার একটি বিল্ডিংয়ের বারান্দার একাংশ। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ। তবে দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দুর্ঘটনা কারন এখনও জানা যায়নি। স্থানীয় কাউন্সিলরের দাবি, এর সঙ্গে মেট্রো রেলের কাজের কোনও সংযোগ নেই। প্রসঙ্গত, এই মার্কেট বহু বছরের পুরনো এবং যে বিল্ডিংয়ের বারান্দার একাংশ ভেঙে পড়েছে, সেটি দীর্ঘদিনের পুরনো বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের কর্মীরা। বারান্দার ভেঙে পড়া অংশ সরানোর কাজও শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। এলাকায় বিল্ডিংয়ের চাঙড় ভেঙে পড়ার ঘটনায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার শিশুর দেহ

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৬ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার হল ছয় বছরের শিশুর মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার অন্তর্গত বাবুরচক এলাকায়। পুলিস সূত্রে খবর, শিশুটির নাম মৃত রাজেশ মন্ডল (৬)। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যায় সে। এরপর শিশুটির আত্মীয়-পরিজনরা এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু কোনও খোঁজ না মেলায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। শেষে কুলতলি থানার দ্বারস্থ হয় শিশুটির পরিবার। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করে। শিশুটির বাড়ির কাছেও খোঁজ খবর শুরু করেন তদন্তকারীরা। এরপর শুক্রবার সকালে পাশের বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার হয় রাজেশ নামের ওই শিশুটির দেহ। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অন্যদিকে, এটি দুর্ঘটনা না এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৩ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ ক?কদিন ধরেই কম রয়েছে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তিনজন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তিনজন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ২১,১৮,৬৪৭। করোনা আক্রান্ত হয়ে ২১,৫৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে পাঁচজন। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ২০,৯৭,০৫৮। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৯৭ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২,৬৩৯। যার জেরে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ০২,৬৯,৭৭,৪৪৬।

স্কুলে শিক্ষক আসেন মত্ত অবস্থায়, বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ জানুয়ারি ঃ 'হেড স্যারের মদ খেয়ে স্কুলে আশা চলবে না।' প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে রাখলেন অভিভাবকরা। বিদ্যালযের সামনে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরাও। অভিযোগ, আরামবাগের মলয়পুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের দিয়ালপাড়া প্রাইমারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক মত্ত অবস্থায় আসেন। প্রায় দিনই তিনি মত্ত অবস্থায় স্কুলে আসেন। নিজেকে সামলাতেই পারেন না। প্রায় প্রতিদিনই এই দৃশ্যে অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা। প্রতিবাদে এদিন প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। সেই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা তালা দিয়ে জানিয়ে দেন, এখন আর স্কুল খোলা হবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন মীমাংসা হয়, ততক্ষণ স্কুল বন্ধই থাকবে। স্কুলের সহকারি শিক্ষকের বক্তব্য, হেড মাস্টারমশাই মদ্যপ অবস্থায় স্কুলে এসেছিলেন। গ্রামবাসীরা প্রশ্ন করলে সদুত্তরও দিতে পারেননি।

তৃণমূল বিধায়কের বিতর্কিত মন্তব্যে শোরগোল, ঘোলা জলে মাছ ধরতে আসরে নেমেছে বিজেপিও

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৬ জানুয়ারি ঃ মাথার উপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন এবং অভিষেকের নেতৃত্বে বাংলা চলছে। আমরা কেউ কিচ্ছু নই। আমরা ওষুধের কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ। খোদ তৃণমূল বিধায়কের বিতর্কিত মন্তব্যে শোরগোল হাওড়ায়। এই নিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে আসরে নেমেছে বিজেপিও। আমরা কেউ কিচ্ছু নই, আমাদের একটাই লোগো। আমরা ওষুধের কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমাদের কোম্পানির নাম তৃণমূল কংগ্রেস। আমাদের ব্র্যান্ড মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার উত্তর হাওড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের 'দিদির সুরক্ষা কবচ' কর্মসূচিতে এই মন্তব্য করেন তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। দলকে কোম্পানি আর নেতারা ওষুধের কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ, বিধায়কের এই মন্তব্য ঘিরে রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। এই নিয়ে আসরে নেমে পড়েছে বিজেপিও। এর আগে শাসক দলকে আক্রমণ করতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে একাধিকবার মন্তব্য করেছেন। এবার তৃণমূল বিধায়কের গলায় এই সুর নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে উত্তর হাও।ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, মাথার ওপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা চলছে। ২৪ ঘন্টা, ৩০ দিন, ১২ মাস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যে নির্দেশ দেবেন আমরা তা পালন করব। আমরা কেউ কিচ্ছু নই। আমাদের একটাই লোগো। আমরা ডাক্তারখানার ওষুধের কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমাদের কোম্পানির নাম তৃণমূল কংগ্রেস, আমাদের ব্র্যান্ড মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের আর কিচ্ছু নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতক্ষণ থাকবেন বাংলার মানুষ সুরক্ষিত থাকবেন। আমাদের একটাই নাম, একটাই চিন্তা, একটা ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়াই তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন দলের বিধায়ক সহ জনপ্রতিনিধিরা। শুক্রবার উত্তর হাওড়া বিধানসভা এলাকাতেও সাংবাদিক বৈঠক করে সেই কর্মসূচির সূচনা করেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। সেখানেই তিনি বলেন, মাথার উপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন এবং অভিষেকের নেতৃত্বে বাংলা চলছে।

আমরা কিচ্ছু নই। বিধায়ক, পদাধিকারীরা আমরা কিছুই নই। আমরা ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ। এদিকে, এরপরই আসরে নেমে পড়েছে বিজেপি। এই নিয়ে রাজ্য বিজেপির নেতা উমেশ রাই বলেন, শুভেন্দু অধিকারী আগেই বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিম বাংলায় একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মতো চলছে। তার মালিক হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ডিরেক্টর হচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যেয়। এটাই আজ স্বীকার করেছেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরীও। উনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন আমরা সবাই এই কোম্পানিতে আছি। আমাদের ব্র্যান্ডের নাম তৃণমূল। আমাদের মালিকের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার রাজ্যের জনগণ ভাল করে বুঝতে পারছেন যে তৃণমূল একটা লোকতান্ত্রিক দল নাকি একটা রাজনৈতিক দলের বদলে একটা কোম্পানি। প্রসঙ্গত, গৌতম চৌধুরীর কাজকর্ম নিয়ে এর আগেও দলে বিতর্ক হয়েছে। উত্তর হাওড়ার রাস্তায় জল জমার ঘটনায় ওই বিধায়ক নিজেই রাস্তায় বসে অবরোধ করেছিলেন। যা সংবাদমাধ্যমে দেখে পরে শরৎ সদনের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী গৌতমবাবুকে এই নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছিলেন। সাবধান করেছিলেন। তারপরেও ফের বিতর্কে গৌতম। এদিকে, এই নিয়ে হাওড়া সদরের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ জানান, তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল তৃণমূল স্তর থেকে। তার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কাছে একটা আবেগ, প্রেরণা। বিধায়ক হয়তো ভুলবশতই এটা বলেছেন। তিনি আবেগবশত এই কথা ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রেরণার বদলে ওই কথা বলেছেন। আমাদের দলকে যাঁরা কোম্পানি বলেন আমার মতে বিজেপি বোর্ড অফ ডিরেক্টর ছাড়া একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। তারা বাহুবল প্রয়োগ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করে। এদের সঙ্গে আমাদের কোনও তুলনা করা যায় না। গৌতম চৌধুরীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গেও কথা হয়েছে। উনি স্বীকার করেছেন ভুলবশত, আবেগে তিনি এই কথা বলে ফেলেছেন। এই ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে। আগামী দিন যাতে এমন মন্তব্য না করা হয় সেই ব্যাপারেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে খুনের পর দেহ পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ, আটক ২ প্রতিবেশী

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে খুনের পর দেহ লোপাটের চেষ্টা। প্রতিবেশীর বাড়ির মাটি খুঁড়ে গর্ত থেকে উদ্ধার দেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর উত্তর আমঝাড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। মোট দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের জেরা করে এই ঘটনা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে বলেই আশা তদন্তকারীদের। নিহত বছর দশেকের ওই নাবালিকা চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর উত্তর আমঝাড়া এলাকার বাসিন্দা সে। গত মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় নাবালিকা। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাকে পাওয়া যায়নি ওইদিন। বুধবার সকালে নাবালিকার পরিবারের তরফে বাসন্তী থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। তবে দু'দিন কেটে গেলেও নাবালিকার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যেই নাবালিকার পরিবারের এক প্রতিবেশীর কথাবার্তায় খটকা লাগে। তারাই নাবালিকার কোনও ক্ষতি করে থাকতে পারে বলেই মনে করেন। শুক্রবার সকালে সাহানারা লস্কর নামে ওই প্রতিবেশীর বাড়িতে চড়াও হন নাবালিকার পরিবারের লোকজন। প্রতিবেশীর বাড়ির ভিতরে ঢোকমাত্রই তাঁরা দেখেন এক জায়গায় মাটি খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন স্পষ্ট। কেন মাটি খোঁড়া হয়েছিল, সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য দিতে পারেনি ওই প্রতিবেশী। তারপরই স্থানীয়রা জড়ো হয়ে যায়। ওই জায়গায় ফের মাটি খোঁড়া শুরু হয়। তাতেই বেরিয়ে আসে নাবালিকার দেহ। খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। এরপরই পুলিশ সাহানারা লস্কর নামে ওই প্রতিবেশী-সহ দু'জনকে আটক করে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই জানিয়েছে পুলিশ। ঠিক কী কারণে খুন করা হল নাবালিকাকে? সে বিষয়ে অবশ্য এখনও কিছু জানা যায়নি। নাবালিকার পরিবারের দাবি, প্রতিবেশীর সঙ্গে নাবালিকার পরিবারের জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। তার জেরে খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তাকে খুনের আগে ধর্ষণ করা হয়েছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার পর সমস্ত তথ্য সামনে আসবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

নালিকুলে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন বেচারাম মান্না

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ জানুয়ারি ঃ এদিন শুক্রবার হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত নালীকুল পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশুদ্ধ পানীয় জলসত্ব প্রকল্প, 'পিপাসা'- র শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন ও পঞ্চাযেত্ গ্রামোন্নযন্ দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী বেচারাম মান্না। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না নালিকুল পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এটির উদ্বোধন করে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, এটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্নার সহযোগিতায় আপনাদেরই জন্যই এই জলছত্র প্রকল্পের উদ্বোধন হলো, এটি রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের। তিনি বলেন এই ফিল্টার করা পানীয় জল পান করলে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে পেটের গন্ডগোল থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, তাই এই প্রকল্পটি কেউ যাতে নষ্ট না করে এবং সঠিকভাবে চলে তা রক্ষণাবেক্ষণ গ্রামের মানুষকেই করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আইএসজিপি প্রকল্পে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে এটি নির্মিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

চন্দননগরের ডাকাতির ছক বানচাল করল পুলিশ, গ্রেফতার ৪

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ জানুয়ারি ঃ বড়সড় সাফল্য চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের। ডাকাতির ছক বানচাল করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডাকাতির আগেই ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ডাকাত দলকে তাড়া করে চার ডাকাতকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে ব্যান্ডেল ইএসআই সংলগ্ন পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে কাছে জড়ো হয় কিছু যুবক। সেই সময় ব্যান্ডেল ফাঁড়ির পুলিশের টহলদারি গাড়ির নজরে আসে ওই যুবকদের। পুলিশের গাড়ি দেখে যুবকরা পালাতে গেলে সন্দেহ হয় পুলিশের। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম শেখ নুর মহম্মদ, শিবা তুড়ি, রোহিত দাব ও সুমিত বাল্মীকি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এরপরেই পুলিশ তাঁদের তাড়া করে চার জন যুবককে গ্রেফতার করে। ঘটনায় চার জনকে গ্রেফতার করেছে। তবে এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন এই চার যুবককে গ্রেফতার করে চুঁচুড়া থানায় নিয়ে আসে ব্যান্ডেল ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দুজন ব্যান্ডেল সাহেবপাড়া, একজন পাঞ্জাবিপাড়া এবং একজন ব্যান্ডেল বনমসজিদের বাসিন্দা। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ৬এমএম পাইপগান, ভোজালি ও রড। শুক্রবার ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়।

ভগ্ন ফুট ওভারব্রিজের আশঙ্কায় ভুগছেন নিত্যযাত্রীরা, অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ জানুয়ারি ঃ শেওড়াফুলি স্টেশনে ১, ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে সংযোগকারী ফুটওভার ব্রিজ দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বলে অভিযোগ যাত্রীদের। যার জন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। অনেক সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাইন পারা পার করতে হচ্ছে, আবর অনেক সময় ট্রেন ছুটও হচ্ছে যাত্রীরা। ফলে দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের বলেও অভিযোগ। অভিযোগ শুধু তাই নয়, সময় মত খোলা থাকছে না ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে থাকা লোকাল টিকিট কাউন্টার। অফিস টাইমে বেশিরভাগ সময় যাত্রীদের অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে কাউন্টার বন্ধ থাকার কারনে। তাই ফুট ওভারব্রিজ , টিকিট কাউন্টার ও আরো সাত দফা দাবি নিয়ে তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর উদ্যোগে হাতে প্লাকার্ড নিয়ে মিছিল করে শেওড়াফুলি স্টেশন মাস্টারকে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হল। তৃণমূলের দাবি যদি কাজ না হয়, আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তারা। বৈদ্যবাটী পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শান্তনু দত্ত জানান, ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন প্রত্যেকদিন কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার মানুষ যাতায়াত করে এখান থেকে। একমাস আরও বেশি সময় ধরে ব্রিজটা এইভাবে কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে হয়তো কোন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে কেন্দ্রীয় সরকারের তাই এভাবে অবহেলিত হচ্ছে ব্রিজের কাজ। শেওড়াফুলি স্টেশনের এক যাত্রী জানান ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন শেওড়াফুলি, প্রতিদিনই অফিস যাওয়ার সময় ঘুর পথে টিকিট কাটতে হচ্ছে, এমনকি ফুট ওভারব্রিজ বন্ধ থাকার কারনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাইন পারাপার করে ট্রেন ধরতে হচ্ছে, তারা চাইছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্যার সমাধান হোক। শেওড়াফুলি স্টেশন মাস্টারের দাবি ব্রিজের যা অবস্থা ছিলো তাতে চালু থাকলে যে কোন মুহুর্তে ভেঙে পড়তে পারতো। কাজ শুরু করা হয়েছে। ব্রিজে কাজ করতে গেলে ট্রেন না বন্ধ করে কাজ করতে হচ্ছে। রেলে কাজে অনেক দপ্তরের ভাগ রয়েছে। সব দিক ঠিক করে কাজ করা হচ্ছে, তবে সময় লাগবে। তাছাড়াও শীতকাল বলে অনেকাংশের লেবার সমস্যাও রয়েছে।

খড়দায় ফ্ল্যাটে উদ্ধার প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ জানুয়ারি ঃ উত্তর ২৪ পরগণার খড়দায় একটি ফ্ল্যাট থেকে মিলল প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা। ব্যারাকপুর কমিশনারেটের পুলিশের অভিযান প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কমিশনের টাকা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক এবং খড়দা থানার পুলিশ একযোগে তল্লাশি চালায় খড়দা নাথুপাল ঘাট রোডের এক আবাসনে। আর এই আবাসনেই বাস অমিতাভ দাস নামক অভিযুক্ত অধ্যাপকের। অধ্যাপকের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে ৩২ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এরপর গ্রেফতার করা হয় অধ্যাপককে এবং তাঁকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অধ্যাপক হলেও তিনি রীতিমতো মোটা অংকের বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ভর্তি করিয়ে দিতেন। এমনকি যদি কেউ পরীক্ষাযয় উত্তীর্ণ না হতে পারত, তাহলেও টাকার বিনিময়ে তিনি বানিয়ে দিতেন ভুয়ো সার্টিফিকেট। এলাকার পরিচিত অধ্যাপকের বাড়ি থেকে এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার হওয়ায় কার্যত হতবাক হয়ে গেছেন প্রতিবেশীরা। ঘটনাটি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এর পেছনে দুর্নীতির অন্য কোন সূত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দিদির সুরক্ষা কবচ প্রকল্প কর্মসূচি চলছে হাওড়ার বিভিন্ন বিধানসভা এলাকাতেও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ জানুয়ারি ঃ দিদির সুরক্ষা কবচ প্রকল্প কর্মসূচি চলছে হাওড়ার বিভিন্ন বিধানসভা এলাকাতেও। দিদির সুরক্ষা কবচ প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা এলাকাতেই বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। হাওড়াতেও শুরু হয়েছে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি। মধ্য হাওড়া, ডোমজুড়ের পর শুক্রবার সকালে উত্তর হাওড়ায় তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। দুপুরে দক্ষিণ হাওড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীর উদ্যোগেও একই কর্মসূচি পালিত হয়। এদিনই বালি বিধানসভাতেও বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার, কৃষক বন্ধু, সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, বিধবা ভাতা, মানবিক পেনশন, জয় বাংলা (জয় জোহার ও তপশিলি বন্ধু), যুবশ্রী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী, শিক্ষাশ্রী, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, বাংলার আবাস যোজনা, নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রমুখ প্রকল্প এই দিদির সুরক্ষা কবচে স্থান পেয়েছে। দিদির বার্তাবাহক হিসেবেই দলের নির্দেশে এই কর্মসূচি নিচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেক বিধায়ক। এদিন দক্ষিণ হাওড়ার তৃণমূল বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী বলেন, শিক্ষা থেকে চাকরি, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে আবাসন এবং খাদ্য থেকে সামাজিক সুরক্ষা সব ক্ষেত্রেই এমন কিছু প্রকল্প রাজ্য সরকার তৈরি করেছে যা মানুষের জীবনকে একটি সামগ্রিক নিরাপত্তার মধ্যে রাখবে। এই প্রকল্পেরই নাম দেওয়া হয়েছে দিদির সুরক্ষা কবচ। এই সুরক্ষা কবচের মধ্যে এমন ১৫টি মূল প্রকল্প রয়েছে যা মানুষের জীবনের সামগ্রিক মানোন্নয়নের জন্য সহায়তা করবে। দিদির সুরক্ষা কবচ প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ হাওড়াতেও শুরু হয়েছে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি। গত ২০১১ সাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নিয়ে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে বিভিন্ন উন্নয়নের কাজ করেছেন। গত ২ জানুয়ারি 'দিদির দূত' নামের একটি অ্যাপ এবং ১৫ টি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা যা আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি সেই নির্দেশ ওনারা আমাদের দিয়েছেন। আমরা সেই নির্দেশকে মাথায় রেখে এই পরিষেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করেছি। সারা দেশে কোনও রাজনৈতিক দল এখনও পর্যন্ত এইভাবে কেউ করেনি। যাতে এই পরিষেবা সকলে পেতে পারে সেই চেষ্টা করা হবে। দক্ষিণ হাওড়ায় এদিনের কর্মসূচিতে বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সৈকত চৌধুরী, পার্থ বোস, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিতম দাস প্রমুখ নেতৃত্ব।

অপারেশন থিয়েটারে রোগীর শ্লীলতাহানি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ অপারেশন থিয়েটারেও সুরক্ষিত নন মহিলারা! এবার সে উদাহরণই উঠে এল শিরোনামে। কলকাতার এক নামী হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর শ্লীলতাহানির শিকার হলেন এক রোগী। ইতিমধ্যেই ফুলবাগান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বছর চল্লিশের ওই মহিলা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গলব্লাডারে অস্ত্রোপচারের জন্য বাইপাসের ধারের এক নামী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ওই মহিলা। গতকাল, বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে কেবিন থেকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে অচেতন করা হয়। ঘণ্টা দুয়েক পর অস্ত্রোপচার শেষ হয়। অ্যানাস্থেশিয়ার কারণে তখনও ঘোরের মধ্যে ছিলেন তিনি। সেই অবস্থাতেই অনুভব করেন, কেউ একজন তাঁর শরীরের গোপনাঙ্গে আপত্তিকর ভাবে স্পর্শ করছে। তাঁর শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে। শুক্রবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পুলিশকে ওই মহিলা জানান, বুঝতে পারছিলাম আমার ডানদিকে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার শরীরে হাত দিচ্ছে। ভীষণ ব্যথাও পাই। যখন পুরোপুরি জ্ঞান ফেরে তখন বুঝতে পারি বিষয়টা। এমনকী আমার গোপনাঙ্গে কালশীটের দাগও রয়েছে। পুলিশকে তিনি আরও জানান, ঘটনার সময় কোনও মহিলা হাসপাতাল কর্মী তাঁর আশপাশে ছিলেন না। তদন্তে পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩৮ সংখ্যা, শনিবার, ২২ পৌষ ১৪২৯

গঙ্গা সাগর হোক জাতীয় মেলা

সম্পাদকীয়

কথায় আছে সব তীর্থ বারবার গঙ্গা সাগর একবার। সেই গঙ্গা সাগরকে জাতীয় মেলা তকমা না দেওয়াতে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বারবার একটি কথা বলে চলেছেন যে গঙ্গা সাগর মেলা হচ্ছে একটি ভারত তীর্থ মেলা। এই মেলাতে অংশ গ্রহণ করতে প্রায় ভারতের প্রতিটি রাজ্য থেকে ভক্তরা এসে থাকে। শুধু ভক্তরা নয় তার সঙ্গে বহু সন্ন্যাসীরা অংশ গ্রহণ করে। হিমালয় থেকে নাগা সন্ন্যসীরা এসে উপস্থিত হয়। গঙ্গা সাগরে কারোর যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তার দিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং নজর রাখেন। তিনি এখন গঙ্গাসাগর নিয়ে তদারকি করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন গঙ্গা সাগরের আসার পথকে পরিস্কার করতে হবে। তার জন্য চাই মুড়িগঙ্গার ওপরে একটি সেতু। এই সেতু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে চুপ করে বসে রয়েছে। কিন্তু গঙ্গাসাগরে আসতে গেলে একটি বিশাল মুড়ি গঙ্গা পার হয়ে হয়। লঞ্চ এবং ভেসেল ছাড়া এই মুড়ি গঙ্গা পার হওয়া একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে এই মুড়ি গঙ্গার ওপরে একটি সেতু নির্মাণ করার কথা ভেবেছিল রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সে ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না। মুড়িগঙ্গার ওপরে সেতু করতে হবে। এরপরে তিনি যখন দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হবেন তখন দিল্লির সড়ক মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলবেন। তিনি বলেছেন, গঙ্গা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বৃহত্তম জাতীয় মেলা। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীরা এই গঙ্গা সাগর সঙ্গমে এসে স্নান করে পুণ্য অর্জন করে থাকে। রাজ্য সরকার গঙ্গা সাগরকে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রথম থেকেই আগ্রহী ছিল। আজকের দিনে প্রতিদিনই গঙ্গা সাগরে আসা যেতে পারে। তার জন্য আগেকার মতো টিকা গ্রহণ করতে হয় না। আগে সব তীর্থযাত্রীদের টিকা গ্রহণ করতে হতো। টিকা না নিলে গঙ্গা সাগরে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। তার একটি মাত্র কারণ ছিল কলেরা। কলেরাকে একেবারে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। গঙ্গা সাগরে কেউ যাতে নিষিদ্ধ খাবার পরিবেশন না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। গঙ্গা সাগরে আগে মদ, গাজা বিক্রি হতো লুকিয়ে। কিন্তু বর্তমান পুলিশ প্রশাসন সেই সব বিক্রি করা একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। পয়ঃপ্রণালী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। কারোর যাতে অসুবিধা নয় হয় তার জন্য সিভিক ভলেন্টিয়ার রয়েছে। তারাই তীর্থযাত্রীদের অসুবিধা হলে তার সমাধান করছে। আসলে গঙ্গা সাগরে কারোর কোনও রকম অসুবিধা হওয়ার কথা থাকছে না। গঙ্গা সাগরে আগে লোকেরা আসতে ভয় পেত। এখন সবাই গঙ্গা সাগর বছরে বেশ কয়েকবার করে বেড়াতে আসে। কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দেয়। অতীতে গঙ্গা সাগরের সঙ্গে আজকে গঙ্গা সাগরের মেলার তফাৎ বহু। অতীতে গঙ্গা সাগর একালায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার সমাধান করতে প্রশাসনকে বহু ঝামেলা পোহাতে হতো। কিন্তু আজকে সেটা হচ্ছে না। গঙ্গা সাগর তীরে কারোর কোনও রকম শারীরিক সমস্যা হলে তাকে দ্রুত স্থানীয় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কুম্ভ মেলা থেকেও গঙ্গা সাগর মেলাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজস্ব উদ্যোগে গঙ্গাসাগরের যেসব সমস্যা ছিল তার সমাধান করতে পেরেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল গঙ্গা সাগর মেলাকে আরও জনপ্রিয় করতে সহযোগিতা করার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গা সাগরের মেলাকে বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ। তারা কুম্ভ মেলাকে জাতীয় মেলা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু গঙ্গা সাগর মেলাকে সেই স্বীকৃতি দিচ্ছে না। গঙ্গা সাগর মেলাকে জাতীয় মেলা করা নিয়ে রাজ্য সরকার বহু কাল ধরে আবেদন করতে শুরু করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। বেশ কয়েকটি ধর্মীয় সংস্থাও গঙ্গা সাগর মেলাকে জাতীয় মেলা বলে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখন মেলাকে জাতীয় মেলা বলে গ্রহণ করার ব্যাপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। তারা এখনও ভেবে চলেছে। কিন্তু একটি দিন আসবে যখন গঙ্গা সাগরকে জাতীয় মেলা বলে গ্রহণ করতে হবে। স্বীকৃতি দিতে হবে। মুড়ি গঙ্গায় সেতু নির্মাণ হবে। হেলিপ্যাড তৈরি করাটা বড় কথা নয়। হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে জরুরী কোনও পরিসেবা ক্ষেত্রে। জরুরী পরিসেবা দিতে গেলে হেলিপ্যাডের প্রয়োজন রয়েছে। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জরুরী প্রয়োজনে হেলিপ্যাডের প্রয়োজন রয়েছে। কলকাতার সঙ্গে এখন ইন্টারনেটের সংযোগ থাকছে। নবান্নের সঙ্গে যোগ সূত্র রাখা হয়েছে। সেখান থেকে গঙ্গা সাগরে প্রতি মুহূর্তে কী হচ্ছে তার খবর নেওয়া হচ্ছে। ফলে গঙ্গা সাগর একেবারে বিপদ মুক্ত বলা যেতে পারে। আগে গঙ্গা পার হওয়ার সময়ে প্রায় নৌকা বা লঞ্চ ডুবে গিয়ে প্রাণহানি ঘটতো। সেটা এখন আর হয় না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে লঞ্চকে বহুবার পরীক্ষা করা হয়। পারাপার করতে যাওয়ার আগে লঞ্চের শরীর স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করাটা জরুরী। সেই পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে সেই লঞ্চ চালাতে দেওয়া হয় না। গঙ্গার উপর দিয়ে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময়ে কোনও রকম অসুবিধা দেখা দিতে তার জন্য রিভার পুলিশ প্রশাসন প্রস্তুত থাকে। স্পিড বোট সব সময়ে প্রস্তুত। দ্রুত দুর্ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার কার্য করতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। তার ফলে গঙ্গা ওপরে দুর্ঘটনা বলতে গেলে একেবারে কমে এসেছে। তবে সবচেয়ে সুবিধা হবে তীর্থ যাত্রীদের জন্য যদি একটি সেতু নির্মাণ করা সম্ভব হয়।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

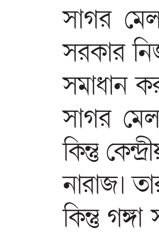

মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তারাপীঠের সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। তারা মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সর্ব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে।

কেন্দ্রের নোট বাতিল সিদ্ধান্তে সহমত পোষন সুপ্রিম কোর্টের

নোট বন্দি নিয়ে প্রায় ৫৮টি আবেদন জমা পড়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলায় রায় পড়ে শুনিয়েছেন বিচারপতি এস এ নাজির, বিচারপতি এ এস বোপান্না, বিচারপতি ভি রামসুব্রহ্মনিয়ন এবং বিচারপতি গাভাই। তাঁরা রায় দিতে গিয়ে বলেছেন, ২০১৬ সালে নোট বাতিল করতে গিয়ে সরকারের কোনও আইনী বা পদক্ষেপগত ভুল ছিল না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রায় ছয় মাস ধরে আলোচনা করা হয়েছিল। ফলে নোট বাতিলের প্রস্তার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থেকে না এসে সরকারের থেকে এসেছে তাতে কোনও ভুল ছিল না। বিচারপতিদের মতে, নোট পাল্টানোর জন্য ৫২ দিন সময় সীমা দেওয়া হয়েছিল যথার্থ।

রবীন্দ্র কুমার শীল

নোট বাতিল সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন সুপ্রিম কোর্ট। এতদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে নোট বাতিল নিয়ে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছিল বিরোধী দলের নেতারা। তাঁরা বলতে শুরু করেছিলেন নোট বাতিল করে দেশের অর্থনীতি থেকে শুরু করে শিল্পনীতিকে একেবারে কাহিল করে দেওয়া হয়েছিল। নোট বাতিল সিদ্ধান্ত সরকারের ভুল ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে নোট বাতিল করে দেশের কালো টাকার স্রোত এবং জাল নোটের কারবার চলছে তাকে একেবারে স্তব্ধ করে দেওয়া। কিন্তু সরকার কালো টাকা বন্ধ করতে পারেনি। দেখতে পাওয়া গিয়েছে নোট বাতিল করে একই টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ফিরে এসেছে। তাহলে কালো টাকা বলে যে চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিল সেই সব টাকা কীভাবে সাদা টাকায় পরিণত হয়ে বাজারে খাটতে শুরু করে দিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হয়নি। সরকার কালো টাকা নোট বঃিদ করে রুখতে পারেনি। শিল্পে এবং ব্যবসায় কালো টাকা চলছে। এব্য তা অব্যাহত রয়েছে। নোট বন্দি করে সাধারণ মানুষের দুর্গতি হয়েছ। সকাল থেকে ব্যাঙ্কে লাইন দিয়ে তাদের ঘরে রাখা অল্প পুঁজিকে সাদা টাকায় পরিণত করতে গিয়ে নাজেহাল হয়েছে। সব পরিবারের নিজস্ব কিছু পুঁজি থাকে। সেই সসব পুঁজি বিপদে আপদে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ঘরে রেখে দেয়। সংসার চালানোর জন্য সামান্য টাকা গচ্ছিত রাখে। কিন্তু সেই সব অল্প পুঁজিতে সাদা টাকায় পরিণত করতে গিয়ে তার জন্য প্রতিটি পরিবারকে জবাবদিহি করতে হয়েছে। কেউ কেউ আবার তাদের গচ্ছিত টাকাকে সাদা টাকায় পরিণত করতে পারেনি। বিরোধী এই সব তথ্যকে সামনে তুলে ধরে নোট বন্দি নিয়ে সরকার বিরোধী কথা বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু নোট বন্দি সঠিক সিদ্ধান্ত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

২০১৬ সালে মোদি সরকারের নোট বন্দি সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না বলে মনে করেন সুপ্রিম কোর্ট। তবে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ এর চারজন বিচারপতি এই মত পোষন করলেও একজন বিচারপতি এই সিদ্ধান্তকে বেআইনী বলেছেন। ২০২৬ সালে মোদি সরকার পাঁচ শো টাকা এবং এক হাজার টাকাকে বাতিল করে। সঙ্গে সঙ্গে দুই হাজার টাকার নোট চালু করে। পুরানো পাঁচ শো টাকার নোট আবার নতুন করে ফিরে আসে। আচমকাই নোট বন্দি হওয়ার ফলে দেশের অধিকাংশ নাগরিক অসুবিধায় পড়ে। নতুন টাকা পেতে বাঙ্কে বিরাট লাইন পড়তে শুরু করে। সারা রাত ধরে কোথায় কোথায় লাইন হতে দেখা গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের রুজি রোজগারে হাত পড়তে শুরু করেছিল। তাদের কষ্টের জমানো টাকার ওপরে আঘাত এসে পড়তে শুরু করে। বিরোধীরা বলতে শুরু করেছিল দেখতে পাওয়া গেল যে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্তকে সফল করতে নোট বন্দি করেছিল তা কিন্তু সফল হয়নি। শিল্পপতি থেকে শুরু করে দেশের ধনী সম্প্রদায়ের গায়ে একটি আঁচড় লাগেনি নোট বন্দিতে। মরেছে সাধারণ মানুষ। তারা নাজেহাল হতে শুরু করে দিয়েছিল। বিজেপি সরকার তো দেশের শিল্পপতিদের সরকার। সাধারণ মানুষের সরকার বিজেপি নয় বলে বিরোধী দল নেতারা প্রচার করতে শুরু করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তি দেখিয়ে ছিল যে কালো টাকার রমরমা বন্ধ করতেই সরকার নোট বন্দি করেছিল। এটা না করলে দেশে কালো টাকার বাজার আরও বেশি চড়া হতো। তাতে দেশের আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়তো। সরকার এখন আবার দুই হাজার টাকা প্রকাশ করা বন্ধ করেছে। দুই হাজার টাকা তুলে দেয়নি। কিন্তু সেই টাকা আর নতুন করে বের হচ্ছে না। সরকার এখন আর নোট বন্দি করবে না সরাসরি। নোট বন্দি না করে সরকার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে টাকাকে আর চালু রাখতে চায় না তা ধীরে ধীরে বাজারে বের করা বন্ধ করে দেবে। দেশের আর্থিক অবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে বড় নোট নয় ছোট নোট চালু করার ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। যাতে বাজারে যে আর্থিক লেনদেন রয়েছে তাতে কোনও রকমভাবে বাধা সৃষ্টি না করতে পারে। নোট বন্দি করে কোনও লাভ হয়নি বলে বিরোধীরা সোচ্চার হতে শুরু করে দিয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন যে খোলা বাজারে যে টাকা ছিল তাই আবার ফিরে এসেছে। তাহলে নোট বন্দি করে সরকারের কি লাভ হল। কোনও লাভ হয়নি। কালো টাকা বন্ধ করা যায়নি।
জাল টাকা বন্ধ করা কি সম্ভব হয়েছে তার উত্তর দিতে পারবে সরকার। নোট বন্দি নিয়ে প্রায় ৫৮টি আবেদন জমা পড়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলায় রায় পড়ে শুনিয়েছেন বিচারপতি এস এ নাজির, বিচারপতি এ এস বোপান্না, বিচারপতি ভি রামসুব্রহ্মনিয়ন এবং বিচারপতি গাভাই। তাঁরা রায় দিতে গিয়ে বলেছেন, ২০১৬ সালে নোট বাতিল করতে গিয়ে সরকারের কোনও আইনী বা পদক্ষেপগত ভুল ছিল না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রায় ছয় মাস ধরে আলোচনা করা হয়েছিল। ফলে নোট বাতিলের প্রস্তার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থেকে না এসে সরকারের থেকে এসেছে তাতে কোনও ভুল ছিল না। বিচারপতিদের মতে, নোট পাল্টানোর জন্য ৫২ দিন সময় সীমা দেওয়া হয়েছিল যথার্থ। ১৯৭৮ সালে নোট বাতিলের সময়ে মাত্র আটদিন সময় দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮০ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। মোদি সরকারের রাজনৈতিক বিতর্কের শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ এর সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের মত হচ্ছে যে উদ্দেশ্য নিয়ে নোট বাতিল করা হয়েছে তা পূরণ হল কিনা তা দেখার দায়িত্ব আদলতের নয়। কারণ সরকারের কোনও লক্ষ্য পূরণ হয়েছে কিনা সেটার দেখভাল করতে না আদালত। আইনগতভাবে বিষয়টি ঠিক হয়েছে কিনা তা দেখভাল করে আদালত। আইনকে সমানে রেখে সঠিক পদদ্ধিতে যদি সরকার কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে আদালত তাকে সমর্থন দিয়ে থাকে। সংবিধানকে রক্ষা করাই আদালতের প্রধান কাজ।

নোট বন্দি নিয়ে সরকার এবং বিরোধী পক্ষের তর্জা

বিশেষ প্রতিনিধি

নোট বন্দি আইন সম্মত কাজ হয়েছিল। নোট বন্দি নিয়ে সরকার এবং বিরোধী পক্ষের তর্জা সরকার আইনসম্মত নোট বন্দির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সরকারের আর্থিক নীতি নিয়ে আদালত খুবই কম সময়ে হস্তক্ষেপ করেছে। যদি কোনও সময়ে আর্থিক দুর্নীতি দেখতে পাওয়া যায় তখন আদালত সে ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করে থাকে। আর্থিক দুর্নীতিকে আদালত প্রশ্রয় দেয় না। তবে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে কোনও ভুল ছিল না বলে চারজন বিচারপতি মত প্রকাশ করলেও আর একজন বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন ভিন্ন মত পোষন করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নোট বাতিল সিদ্ধান্তকে বেআইনী বলেছেন। তিনি সরকারের নোট বাতিল সিদ্ধান্তকে আইনী এবং পদ্ধতিগত ভুল ছিল বলেছেন। তিনি বলেছেন নোট বাতিল সিদ্ধান্ত প্রশাসনিক স্তরে গ্রহণ না করে আইনসভার মাধ্যমে হওয়া উচিত ছিল। সরকার থেকে বলা হয়েছে আলাপ আলোচনা করেই নোট বন্দির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা আদৌ সম্ভব হয়নি। এই ব্যাখ্যা সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। কারণ ব্যাঙ্কগুলির কেন্দ্রীয় বোর্ড যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। বিচারপতি নাগরত্ন বলেছেন, সরকার পাঁচ শো এবং এক হাজার টাকার নোট বাতিল করে দুই হাজার টাকার নোট চালু করেছিল তার থেকেই বুঝতে পারা গিয়েছে যে নোট বন্দির সিদ্ধান্তে ভুল ছিল। তবে তিনি বলেছেন যে দেশে ২০১৬ সালে যে নোট বন্দির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে তাঁর মতামত থাকলেও তাকে অস্বীকার করে বাতিল করার কোনও সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না। সুপ্রিম কোর্টে নোট বন্দি নিয়ে যেসব আবেদন জমা পড়তে শুরু করেছিল তাতে বলা হয়েছিল যে নোট বন্দিতে দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ওপরে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এবং তাকে খর্ব করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ ১৯৩৪ সালের আরবিআই আইন বিরোধী সিদ্ধান্ত। তারপরেই ১২ অক্টোবর সাংবিধানিক বেঞ্চ সরকার এবং আরবিআইকে হলফনামা দিতে বলে। সেই সময়ে সরকার জনায় দেশে জাল নোট রুখতে, সন্ত্রাসবাদী হামলা কমাতে এবং চোরা টাকা রুখতে নোট বন্দির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিজেপি দল বলেছিল যে সরকারের নোট বন্দি করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। সেই সময়ে দেশে কালো টাকা এবং জাল টাকায় ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে আর্থিক ডামাডোল হতে শুরু করে। সেই সব অব্যবস্থাকে সমাল দিতে নোট বাতিল সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে। বিজেপি দল সরকারের পক্ষে সাওয়াল গাইলেও বিরোধীরা বলতে শুরু করে ছিল যে আসলে নোট বাতিল সিদ্ধান্তটি ছিল একটি কৌশল। দেশের সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে সাধারণ ব্যবসায়ীদের বিপদে ফেলে দেওয়া। দেশের শিল্পপতি বা ধনিক শ্রেণির গায়ে নোট বন্দির কোনও আঘাত এসে পড়েনি। কিন্তু দেশের ছোট বা মাঝারি শিল্পের ওপরে নোট বন্দি আঘাত করতে শুরু করে। বহু মাঝারি শিল্পগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে। মাইনে দিতে পারছিল না। করোনা এসে তাকে আর ভয়াবহ করে তোলে। দেশের আর্থিক বিপদ তৈরি করেছিল নোট বন্দি এবং করোনা সংক্রমণ। এতে দেশের ক্ষুদ্র শিল্প এবং মাঝারি শিল্প মার খেতে শুরু করে। সাধারণ নাগরিকেরা মারা পড়তে থাকে। বিজেপি সরকারের লক্ষ্যেই হচ্ছে যে দেসের শিল্পপতিরা বেঁচে থাক। সাধারণ নাগরিকেরা মারা পড়ুক। করোনা সংক্রমণকালে সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরিযায়ী শ্রমিকেরা মারা পড়লে পথের মধ্যে। সরকার সে ব্যাপারে একটি কথা বললো না। কোনও সহানুভূতি প্রকাশ করলো না। কৃষকদের ওপরে হাত দিতে শুরু করেছিল। তাদেরকে শিল্পপতিদের হাতে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যেসব কৃষকেরা তাদের পণ্য বিক্রি করে দুই পয়সা রোজগার করতে শুরু করেছিল সেখানে সরকার হাত দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সরকার থেকে বলা হয়েছিল কৃষক সমাজে ফোঁড়েদের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হবে। কৃষকেরা সরাসরি এবারে তাদের উৎপন্ন ফসল বেচতে পারবে বাজারে। কিন্তু কৃষকেরা এই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জয় লাভ করে। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল কৃষকেরা যাতে তাদের উৎপন্ন ফসলের সঠিক দাম পায় তার দেক লক্ষ্য রেখেই সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু কৃষকেরা যদি তাদের ভালো না বুঝতে পারে তাহলে আর কি করা যাবে। কৃষি নীতিকে সঠিক পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মোদি সরকার নয়া কৃষি বিল নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কৃষকদের বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা ভুল বুঝিয়ে আন্দোলনের পথে ঠেলে দিয়েছে। বিরোধী বলতে শুরু করেছে সরকারের কোনও পদক্ষেপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এদিকে নোট বাতিলকে সঠিক আইনী সিদ্ধান্ত বলে আদালত ঘোষণা দেওয়াতে বিজেপি দল স্বস্তি পেল। বিজেপি দলের নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, নোট বাতিলকে দেশের শীর্ষ আদালত সঠিক বলে ঘোষণা দিয়েছে। আগামি দিনে তিন কৃষি বিলকেও সঠিক সিদ্ধান্ত বলে আদালত মত প্রকাশ করতে পারে। কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম বলেছেন, একজন বিচারপতি বলেছেন নোট বন্দি অবৈধ। বেআইনী পদক্ষেপ। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিরা নোট বন্দির পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন।

তৃণমূলের সাহায্য

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৬ জানুয়ারি ঃ দুই হাত নেই, কেটে নিয়েছে তৎকালীন সিপিএমের আশ্রিত দুস্কৃতীরা। দলীয় কর্মীকে আজ কুড়ি হাজার টাকা চাঁদা তুলে সাহায্য করলেন নন্দীগ্রাম-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা। কেশপুর, সাল ১৯৯৯, এখনও কেশপুর নামটা শুনলে প্রত্যেকের গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে। তৎকালীন সিপিএম সরকার এবং ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য। তপন ঘোষ, শুকুর আলী, সুশান্ত ঘোষ। যাদের নাম শুনলে এলাকা কাঁপত। তখন তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দল। গড়বেতা, কেশপুর, শালবনি, নামগুলো শুনলেই কেমন গা ছমছমে ভাব। এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সিপিএম নেতা ও কর্মীরা। কেশপুরের হযরত আলি পেশায় কৃষক, তৎকালীন বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। সতার অপরাধ ছিল তিনি তার বাড়ির সামনে দেওয়ালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক এঁকেছিলেন। আর সেই অপরাধী তৎকালীন সিপিএমের দুস্কৃতীরা তার দুটো হাত কেটে দেয়, অভিযোগের নেপথ্যে তখন সামনে আসে তপন ঘোষ, শুকুর আলি নামগুলি। দিনটি আজও তার কাছে অভিশপ্ত হয়ে আছে। যে হাত দিয়ে তিনি তার ছেলে-মেয়েদের আদর করতেন, জমির ফসল তুলতেন, তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ধরে মিছিলে হেঁটেছেন, তৎকালীন সিপিএমের আশীর্বাদে তার সেই হাত আর নেই। তাকে এখন বিভিন্ন মানুষের সাহায্য নিয়ে বাঁচতে হয়, চালাতে হয় সংসার। তারই অসহায় অবস্থার কথা শুনে পাশে দাঁড়ালো নন্দীগ্রাম-১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা। ব্লক সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গের নেতৃত্বে চাঁদা তুলে তার হাতে কুড়ি হাজার টাকা আজ তুলে দেওয়া হল।

১২ দোকানে চুরি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জানুয়ারি ঃ রাতের অন্ধকারে পরপর ১২টি দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা যাচ্ছে গাজোল থানার অন্তর্গত ২০ মাইল স্ট্যান্ড এলাকায় সোনার দোকান, মুদিখানা, মোবাইল দোকান, কাপড় দোকান, গ্যাসের দোকান, লটারির দোকান, গ্যারেজ, ডাক্তারখানা সহ মোট বারোটি দোকানে চুরি করে চোরের দল। কোথাও দেওয়াল ভেঙে তো কোথাও দোকানের সাটার ভেঙে চুরি করে চোরের দল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আতঙ্কিত এলাকার অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। ২০ মাইল এলাকায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই রয়েছে দোকানগুলি। ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে দোকানগুলিতে চুরির ঘটনায় রীতিমতো পুলিশি ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এলাকাবাসীদের দাবি এই রাস্তায় রাতের পুলিশ পেট্রোলিং হয় তারপরেও এই চুরির ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

আম্বেদকর পার্ক

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ সংবিধান প্রণেতা ডঃ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর-এর নামে বীরভূম জেলা পরিষদ সংলগ্ন জেলা কালেক্টরেট মাঠের নাম করণ করে মানুষের জন্য উৎসর্গিত হলো। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধায়ক তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, জেলাশাসক বিধান রায়, বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী, সিউড়ি থানার মহম্মদ আলী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় সিউড়ির বীরভূম জেলা কালেক্টরেট মাঠে পার্ক নির্মাণ করে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হল। বিনামূল্যে সাধারণ মানুষজন সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন। জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত হয়েছে। পার্কের পাশে গাড়ি এবং মোটর বাইক পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুলিশ-প্রশাসনকে হুমকি দিয়ে বিতর্কে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ জানুয়ারি ঃ পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনকে হুমকি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির ব্লক সভাপতি। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড বারবার বলছেন এবার রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ কোনোভাবেই অশান্ত করতে দেবেন না। তিনি একথা বললেও সে কথার তোয়াক্কা না করেই তার দলের নেতারা একের পর এক হুমকি-হুঁশিয়ারি দিয়েই চলেছেন। এবার বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটিতে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনকে হুমকি দিলেন শাসকদল তৃণমূলের ব্লক নেতা। প্রকাশ্যে জনসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে গঙ্গাজলঘাটি ১ নম্বর সাংগঠনিক ব্লক সভাপতি হৃদয় মাধব দুবে স্থানীয় বিডিও ও থানার আইসিকে হুঁশিয়ারি দিতে শোনা যায়। মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় হৃদয় মাধব দুবে বলেন, বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিতে গেলে ডেপুটেশনকারীরা বিডিও অফিসের বাইরে থাকেন। আর একটি প্রতিনিধি দল দফতরে ঢুকে ডেপুটেশনের স্মারকলিপি দেয়। কিন্তু বিজেপির ডেপুটেশনের সময় গেট খুলে সকলে কিভাবে বিডিও অফিসে ঢুকল তার কৈফিয়ৎ আমাদের সামনে বিডিও ও আইসিকে দিতে হবে। তিনি হুমকির সুরে বলেন, বিডিও ও আইসি শুনে রাখুন, বিজেপির দালালি করা চলবে না। এরপরই তৃণমূলের ওই ব্লক সভাপতিকে রীতিমত হুমকির সুরে বলতে শোনা যায়, আমরা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সমাজসেবা করতে এখানে আসিনি। আমরা রাজনৈতিক দল। রাজনীতিটা মাথায় রেখে সমাজসেবা করি। এইভাবে বিজেপিকে সমর্থন করলে আমরা কিন্তু আপনাদের ছাড়ব না। আমরা বিডিও অফিস ও থানা ঘেরাও করব। তৃণমূল ব্লক সভাপতির এই বক্তব্য সামনে আসতেই সমালোচনায় সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপির দাবি

শান্তিপূর্ণ মিছিল করে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। সেই মিছিলে লোক সমাগম দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে তৃণমূল নেতারা প্রলাপ বকছেন। বিজেপির গঙ্গাজলঘাটি মন্ডল সভাপতি ভাস্কর লাহা বলেন, ওরা পুলিশ ও প্রশাসনকে নিরপেক্ষ থাকতে দিতে চায় না। তৃণমূলের ভয় পুলিশ এবং প্রশাসন যদি নিরপেক্ষ থাকে তাহলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওরা গোহারা হারবে। তার দাবি গণতান্ত্রিক প্রথা মেনে সব রাজনৈতিক দলই ডেপুটেশন দিতে পারে। কিন্তু সরকারি আধিকারিক ও মানুষকে সম্মান দিয়ে মন্তব্য করা উচিৎ। তাদের দলের কেউ এমন মন্তব্য করে থাকলে সেটাও ঠিক নয়।

হাতির রোষে মৃত ৩ গবাদি পশু

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরে আবারও দাঁতালের তাণ্ডব। রাতভর হাতির তাণ্ডবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হল বিঘার পর বিঘা জমির ফসল, ভাঙচুর হল ঘরবাড়ি, এছাড়াও হাতির হানায় মৃত্যু হল ৩টি গবাদি পশুর। আহত আরও ৪টি। বৃহস্পতিবার রাতভর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার খড়কাটা এলাকায় এভাবেই তাণ্ডব চালাল হাতির দল। এই ঘটনায় বনদফতরের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ২৫ থেকে ৩০টি হাতির একটি বড় দল তাণ্ডব চালায়। এই তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েক'শো বিঘা জমির ফসল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বনদফতরকে ফোন করে খবর দেন। কিন্তু, রাত পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বনদফতরের পক্ষ থেকে কোনও কর্মী সেখানে আসেননি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা নিজেরা বাজি ফাটিয়ে হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, তারপরেও হাতির দলকে বাগে আনা যায়নি। ফলে রাতভর আতঙ্কে কাটাতে হয়েছে স্থানীয়দের। গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা নিমাই মণ্ডলের কথায়, হাতির তাণ্ডবে আমার ঘর ভেঙে গিয়েছে এবং দুটো গরুর মৃত্যু হয়েছে। বাকি যে সমস্ত গরু ছিল সেগুলিও পালিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, আমার জমির ফসলও নষ্ট হয়েছে। তাই আমি বনদফতরের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি। স্থানীয়দের পাশাপাশি, ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এক নম্বর অঞ্চলের প্রধান হরিদাস। তিনি বলেন, বনদফতরের পক্ষ থেকে আমরা কোনওরকমের সাহায্য পায়নি। আমরা বিডিও, জেলাশাসক থেকে শুরু করে সব জায়গায় অভিযোগ জানাব। তিনি বলেন, এমনিতেই সারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষিরা চরম সমস্যায় রয়েছেন। তার ওপর হাতির দল সব শেষ করে দিয়েছে। আমরা ক্ষতিপূরণের জন্য আর্জি জানাব। তিনি জানান, এই এলাকায় মাঝেমধ্যেই হাতির তাণ্ডব চলে। তা সত্ত্বেও বনদফতরের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

অন্ডালে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু শিশুর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ রাজ্যজুড়ে কনকনে ঠান্ডা। আর ওই ঠান্ডা থেকে রেহাই পেতে জ্বলন্ত উনুনে আগুন পোয়াতে গিয়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের উখড়া ডাঙ্গালপাড়ায়। শুক্রবার মৃতদেহ আনা হয় উখড়া ডাঙ্গালপাড়ায় বাড়িতে। ঘটনায় গোটা শোকের ছায়া নেমে আসে। রাজ্যজুড়ে ৫-৬ দিন একইরকম ঠান্ডা থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম কবিতা রুইদাস (৬)। তার বাবা লক্ষ্মণ রুইদাস পেশায় রাজমিস্ত্রি ও মা পরিচারিকার কাজ করেন। বৃহস্পতিবার অন্যান্য দিনের মত তারা কাজে চলে গিয়েছিল। বাড়িতে একাই ছিল কবিতা। দুপুর নাগাদ বাড়ীতে উনুনে আগুন পোয়াচ্ছিল। উনুনের আগুনে অসাবধানতাবশত কবিতার পোশাকে আগুন লেগে যায়। তাতেই আগুনে পুড়ে মারাত্মকভাবে জখম হয় কবিতা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য তাকে খান্দরা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন রাত্রে সেখানে কবিতার মৃত্যু হয়। শুক্রবার মৃতদেহ আনা হয় উখড়া ডাঙ্গালপাড়ার বাড়িতে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, পুরুলিয়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাঁকুড়া ও শ্রীনিকেতন সর্বনিম্ন ৭.৮ ডিগ্রি। বর্ধমানের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭.৩ ডিগ্রি। আসানসোল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.২ ডিগ্রি। পানাগড়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক জিকে দাস বলেন, আগামী দুদিন একইরকম তাপমাত্রা থাকবে। আগামী পরশু ১ ডিগ্রি তাপমাত্র বাড়বে। ৫-৬ দিন একইরকম ঠান্ডা থাকবে।

থানায় বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ বিজেপির ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তৃণমূল তাদের সভা করতে গিয়ে বিরোধীদের পতাকা নষ্ট করেছে। এই ঘটনায় বালুরঘাট থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে বিজেপির তরফে। যদিও তৃণমূল বিজেপির এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। গত ৩ তারিখ বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাসকের দফতরের সামনে আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপি বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সেখানে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তৃণমূলেরও সভা। শুক্রবার এই সভা দুপুরে। সেই সভাকে সামনে রেখেই এই তরজা শুরু হয়েছে। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই জেলায় জেলায় রাজনৈতিক তরজা বাড়ছে। দু'দিন আগেই বিজেপি সভা করে বালুরঘাটে। সভার আগে একটি মিছিলও হয়। সেখানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা ইনচার্জ শঙ্কর চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব ছিলেন। এদিন মঙ্গলপুর থেকে মিছিলটি বের হয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করে বালুরঘাট জেলা প্রশাসনিক ভবনে এসে শেষ হয়। এরপরই সেখানে হয় বিক্ষোভ সভা। বিজেপির দাবি, এরই পাল্টা সভা করছে তৃণমূল।

জমি জালিয়াতি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ সরকারি জমি কেনা-বেচার অভিযোগে চার জমি মাফিয়াকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃত চারজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। অভিযোগ, এই চার ব্যক্তি সরকারি জমি দখল করে উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর, মেঘালয়, শিলং থেকে বসবাসের জন্য আসা ব্যক্তিদের চড়া দামে বিক্রি করত। ক্রেতাদের দেওয়া হত সরকারি জমির নকল খতিয়ান। সম্প্রতি এক মহিলার জমি দখল করে বাড়ির ওপর দিয়ে চলাচলের রাস্তা বানিয়ে ফেলেছিল হাতিঘিসা বড় ঝাড়ুজোত এলাকার জনাকয়েক জমি মাফিয়া। সেই ঘটনায় মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শরনাপন্ন হতেই প্রশাসনিক তৎপরতায় ফিরে পান দখল হয়ে যাওয়া জমি। অভিযোগের তদন্ত শুরু করে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর। তদন্তে জনা কয়েক জমি মাফিয়ার নাম সামনে আসে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভূমি দপ্তরের তরফে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে নকল নথি তৈরি করে সরকারি জমি অবাধে কেনা-বেচার অভিযোগে বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার তোলা হয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে।

দলের গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে সতর্কবার্তা

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৬ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল নতুন কথা নয়, বারংবার দলের জেলা সভাপতির পরিবর্তন করেও এই রোগের সুরাহা হয়নি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাই গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে নির্দল প্রার্থী নিয়ে রীতিমত চিন্তিত জোড়াফুল শিবির। এমতাবস্থায় গোষ্ঠী কোন্দলের কথা স্বীকার করে নিয়ে হুঁশিয়ারি সিতাই কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের দিকে তাকিয়ে দিনহাটায় কর্মীসভা শুরু করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। দিনহাটার ১ নম্বর ব্লকের বাঁশতলা বাজারে কর্মী সভা করলেন তৃণমূল বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। দিনহাটা এক নম্বর ব্লক সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তেইশের পঞ্চায়েত ভোটে গত পঞ্চায়েত ভোটের পুনরাবৃত্তি হবে না।

চায়ের দোকানে বসে প্রার্থী ঠিক করার ক্ষমতা কারো নেই। প্রতিটি বুথ থেকে পাঁচজন করে রাজ্য পার্টিতে নাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের মানুষ প্রার্থী ঠিক করবেন। আর ওই পাঁচজন প্রতিনিধি খতিয়ে দেখবেন প্রার্থী ঠিক হয়েছে কিনা। যদি তিনি অসৎ হন তাহলে তার নাম বাদ পড়বে। দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, যিনি তৃণমূলের প্রতীকে দাঁড়াবেন তাকেই দলের সকলকে মেনে নিতে হবে। যদি কেউ দলের সঙ্গে বেইমানি করেন তাহলে ছেড়ে কথা বলা হবে না। উদয়ন গুহর পর জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া। একের পর এক তৃণমূল নেতৃত্বের গলায় কর্মীদের উদ্দেশ্যেই এই বার্তা। পাশাপাশি গোষ্ঠী কোন্দল এড়াতেও তৎপর তারা। এমত অবস্থায় তা নিয়ে কটাক্ষ বিরোধীদের। তাহলে কি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হবে প্রশ্নই এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে সর্বত্র।

দুর্গাপুরে খাদ্য সুরক্ষা রেজিস্ট্রেশনের ভ্রাম্যমান শিবির

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ দুধ থেকে হলুদ, তেল থেকে পোস্ত। এমনকি খাদ্য সুরক্ষা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খোলা বাজারে অবাধে বিকোচ্ছে রসনা তৃপ্তি ভেজাল খাবার। যার বেশিরভাগই খাদ্য সুরক্ষা রেজিস্ট্রেশন নেই। আর ওইসব খাবার খেয়ে মানব শরীরে অচিরে ঢুকছে নানান রোগ জীবানুর ধারক। ভেজাল খাবার রুখতে সচেতনতার লক্ষ্যে জোর তৎপরতা শুরু করল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা দফতর। বিভিন্ন খাবারের উৎপাদক দোকান, সংস্থা ও বিক্রেতার ফুড সেফটি রেজিস্ট্রেশনের লক্ষ্যে সচেতনতার পাশাপাশি ভ্রাম্যমান শিবির শুরু করল পশ্চিম বর্ধমান খাদ্য সুরক্ষা দফতর। গত কয়েকমাস ধরে শিল্পাঞ্চল আসানসোল-দুর্গাপুরে শুরু হয়েছে খাদ্য সুরক্ষা রেজিস্ট্রেশনের ভ্রাম্যমান শিবির। শুক্রবার দুর্গাপুর চন্ডীদাস বাজারে ছিল এরকমই এক শিবির। সেখানে নানান খাদ্য উৎপাদক দোকান ও বিক্রেতার রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার প্রচার অভিযান করা হয়। সেই মত এলাকার দোকানদার বা সংস্থা তাদের প্রয়োজনীয় নথি দিয়ে আবেদন পত্র জমা দেয়। প্রশ্ন, কেন এই রেজিস্ট্রেশন জরুরী। ২০০৬ সালের ফুড সেফটি আইনের ৩১ নং ধারা অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদক দোকান, সংস্থা ও বিক্রেতা যাদের বছরে ১২ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়। তাদের ফুড সেফটি রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। রেজিস্ট্রেশন না থাকলে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও ৬ মাস হাজতবাস হতে পারে। সাম্প্রতিকালে, আসানসোল-রানীগঞ্জ, দুর্গাপুরে নানান নামিদামী খাবারের নকল খাবার বাজারে বিকোচ্ছে। এছাড়াও, মধু, গুড়ের মত খাবারে চিনি মিশ্রন সহ ভেজালের অভিযোগ উঠেছে। জেলা ফুড সেফটি দফতর সূত্রে জানা গেছে, খাদ্য সুরক্ষা লাইসেন্সের জন্য, পাসপোর্ট ছবি, আধারকার্ড, ট্রেড লাইসেন্স জমা দিতে হবে। ফুড লাইসেন্স না থাকলে হাইজিন রেটিং লাইসেন্সের আবেদন করতে পারবে না। পশ্চিম বর্ধমান খাদ্য সুরক্ষা দফতরের এক আধিকারিক কিরণমনি দেবনাথ জানান, চা দোকান থেকে মিষ্টির দোকান যেকোন খাবারের ব্যাবসা করলে ফুড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক। বাজারে নিয়মিত নজরদারির পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রায়ই জেলার বিভিন্ন বাজারে শিবির করা হয়। সেখানে ব্যাবসায়ীরা তাদের প্রয়োজনীয় নথি দিয়ে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করতে হবে।

দূতদের প্রশিক্ষণ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ জানুয়ারি ঃ দিদির রক্ষাকবচ প্রকল্প নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাবেন দিদির দূত। কিভাবে তারা বাড়ি বাড়ি প্রচার করবেন বা সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করবেন সেই নিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ চলছে। জামালপুরে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে আজ আবুঝহাটি ১ ও ২ অঞ্চলের যারা দিদির দূত হিসেবে কাজ করবেন তাদের ট্রেনিং দেওয়া হলো। এই উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান ও ট্রেনার হিসাবে ছিলেন জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা ব্লক জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল। দিদির দূত হিসাবে কি কি কাজ করতে হবে তা বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়। কর্মীদের সাথে একসঙ্গে বসে প্রশিক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শোনেন বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন নোটিস নং. [illegible] /২০২২, তারিখঃ ৫.১.২০২৩। [illegible] (HWH-386/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway EasternRailway Headquarter

ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ, মানদির্ধারণ এবং নির্মাণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেজআইআর/ইএনজিজি./০১ অফ ২০২২ তারিখঃ ০৩-০১-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এসএসই/পিওয়ে/কুর্শিয়াং অধিক্ষেত্রের অধীনে সুকনা থেকে কুর্শিয়াং স্টেশন মধ্যে দুই বৎসরের জন্যে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৯২,৫০,৮৫০.৪৫/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ১,৮৬,৩০০/- টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এসএসই/পিওয়ে/কুর্শিয়াং অধিক্ষেত্রের অধীনে কুর্শিয়াং থেকে দার্জিলিং স্টেশন মধ্যে দুই বৎসরের জন্যে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৭৫,৯১,৩৫৬.৯৭/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ১,৫১,৮০০/- টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের সঙ্গে একটি ট্র্যাকের মানদির্ধারণ। টেন্ডার রাশিঃ ৩১,৯৫,৬৮২.৪০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ৬৩,৯০০/- টাকা। টেন্ডার নং. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রামপুর বাজারে প্ল্যাটফর্ম নং. ২ এবং সমীপবর্তী পথের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩৪,৪৬,৬০৯.৪৩/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,২৭,২০০/- টাকা। টেন্ডার নং. ৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তালসোলারে রিলিজড স্লীপার সহিত গুডস্ সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৮০,৯৭,৯৫২/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ১,৬২,০০০/- টাকা। টেন্ডার নং. ৪ ছাড়া উপরোক্ত সমস্ত টেন্ডার নং. ১ থেকে ৫ পর্যন্ত টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৪-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় এবং টেন্ডার সংখ্যা ৪ র জন্যে টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩০-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে বিদ্যুতের কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/টিআরডি/২০_২০২২-২৩/কে; তারিখঃ ০৪-০১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডারের আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং.: টিআরডি-২০_২০২২-২৩; কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে- কাটিহার ইয়ার্ডে এলসি গেট নং-কেবি-০১-এর কাছে এনএইচএআই দ্বারা নতুন আরওবি নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক ওএইচই কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৫৯,৯৭,৬৭৭.১২ টাকা; বায়না মূল্যঃ ১,২০,০০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ দুপুর ৩টে এবং খোলা ১৯-০১-২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-০১-২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

লামডিং ডিভিশনে আইপিএসের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নং.: এসএনটি-৫৫-এলএমজি-২০২২-২৩; তারিখঃ ০৩-০১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডারের আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম ও অবস্থানঃ লামডিং ডিভিশনে ০৫টি ব্লক সেকশনের আইপিএসের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১৬,৫৭,৩৬,৩৭৫.২৫/- টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৯,৮৫,৩০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০২-২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টে এবং খোলা ০২-০২-২০২৩ তারিখ বিকেল ৪.৩০ মিনিট। বিস্তারিত জানার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP at the Multi level car parking, 1A, Reformatory Street, near Alipore Women Correctional Home, Kolkata on 09th, January 2023 (Primary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/177 of 22-23]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-153/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing : **07.01.2023 up to 03.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP at the Multi level car parking, 1A, Reformatory Street, near Alipore Women Correctional Home, Kolkata on 09th, January 2023 (Secondary Internet Feed)" **[Job No. KIT/RW/178 of 22-23]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-154/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing : **07.01.2023 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
Press Notice
Executive Officer, Para Panchayat Samity invites E-tender as follows: **WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-17/2022-23 dt. 06.01.2023** for 02 nos scheme **(Tender ID: 2023_DM_442697_1 2023_DM_442697_2)** within the jurisdiction of Para Panchayat Samity. Last date of Tender submission is **13.01.2023 up to 04.00 P.M.** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
TENDER NOTICE
Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites NIQ for the following items on:-
NIQ No.:-05/EO/PPS, OF 2022-23 (Sl. No. 01 to 02)
No. of Works:- 02(Two)Nos.
Last Date of Application:- **11.01.2023 up to 16.00 hours.**
Date of issue of Quotation Papers:-**13.01.2023 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
Last date of dropping of Quotation papers **16.01.2023 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
Date of Opening of NIQ **16.01.2023 after 14:00 hours.**
For more details visit website **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayet Samity office of working day's at office hours.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
Name of the Scheme:- Construction of Solid Waste Management at Debipur Gram Panchayat. **E-Tender No.- WB/HOWRAH/UNPUR/NIET-21/EO/2022-23.** Amount- Rs.38,01,269.00/-. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur
Panchayat Samity

e- Tender
e-Tender invitation Date **06/01/2023 .** by Budhakhali G.P. **Nit. No. 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301(4 nos.), 302 (2nos.)** & closing date.**13/01/2023**, Details Available in web -site. **www.wbtender.gov.in**
Sd/-Pradhan
Budhakhali G.P.

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বৈঁক ऑफ इंडिया Bank of India BOI
কলকাতা জোনাল অফিস
সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বিভাগ
৫, বি.টি.এম. সরনী, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ (০৩৩) ২২১০-৭৪৪৮

অনুবিধি-৪ (দেখুন ধারা-৮(১)
অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা, নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন **স্বীকৃত আধিকারিক ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, উল্টোডাঙা শাখা** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩(২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করেছেন **দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ৩০.০৮.২০২২** জানানো যায় যে গ্রাহক **শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সিং** পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি যার উল্লেখ রয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে **টাকা ৪,৪৬,৭৯৪.৬৫ (চার লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সাতশত উনপঞ্চাশ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র)** উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহক/ জামিনদার যদি বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক এবং জনস্বার্থে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি যার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে তার ওপর অধীন উপ-ধারা (৪) ধারা ১৩ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ **৩ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে।**

বিশেষভাবে গ্রাহক এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় যে এই সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং এই সম্পত্তির কোন লেনদেন হলে তার ওপর দাবী করবে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, উল্টোডাঙা শাখা টাকা ৪,৪৬,৭৯৪.৬৫ (চার লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সাতশত উনপঞ্চাশ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র)** এবং বকেয়া সুদসহকারে।

গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় যে বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনের, উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করার জন্য।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তির যা হল ফ্ল্যাট ১ম ফ্লোরে পশ্চিম দিকে, প্লট নং. ২৮১, বিপিন গাঙ্গুলি রোড, যোগাযোগ ঠিকানা-২৩৫/ ২ ময়রা বাগান, মৌজা-কালিদহ, জেএল নং. ২৩, আরএস নং. ১৬, তৌজি ১২৯৮/২৮৩৩, আরএস ও এলআর দাগ ৩২২৪, সিএস খতিয়ান ৮, আরএস ও এলআর খতিয়ান ৫৯১, ওয়ার্ড নং. ১৭, ঘুঘুডাঙা, থানা-দমদম, শহর কলকাতা-৭০০০৩০। **চারপাশের পরিসীমা** ঃ উত্তরে- বাবু সাহারার বাড়ি, দক্ষিণে-মিহির চক্রবর্তীর বাড়ি, পূর্বে-খোকোনালয় ফ্ল্যাট, পশ্চিমে-১০ ফুট পৌরসভার রাস্তা।

তারিখ ঃ ০৩.০১.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা
স্বা /-স্বীকৃত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. ০৯/ ২০২২-২৩ তারিখ ঃ ০৪.০১.২০২৩
ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনিয়র ডিভিশনাল মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন নিম্নলিখিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার উল্লেখিত সামগ্রীর জন্য ঃ

ক্রম	টেন্ডার নং.	বিস্তারিত বিবরণ	পরিমান	টেন্ডার খোলার তারিখ
১.	৯২২১৫৮৮৬এ	আরডিএসও নির্দিষ্ট, ০৫ ওয়াট ট্রান্সিভার হ্যান্ডেলড রেডিও ১৩৬-১৭৪ মেগাহার্জ ভিএইচএফ।	২৪৭টি	২৭.০১.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট যা হল -**https://www.ireps.gov.in** ।
15/23 (A)
North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

Office of the
Dakshin Sankrail Gram Panchayat
Sankrail, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER
Prodhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah invites e-tender for following Work related to Supply Work, vide **eNIT no. eNIT-04/DSGP/2022-23, Tender ID-2023_ZPHD_441167_1** respectively. The last date of online submission of all the tenders is **11/01/2023.** Intending bidders are requested to visit the website **https://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
সংবাদপত্রে প্রকাশ ই-টেন্ডার নোটিস (২য় কল)

ক্র.	কাজের নাম	এনআইটি নং. ও তারিখ
১	নতুন করে বিছানো ২০০ মিমি ব্যসার্ধ এইচডিপিই পাইপ অধীন ওয়ার্ড নং. ৮ ও নিকাশী নির্মান অধীন এইচএমসি ওয়ার্ড নং. ৪৭।	ডব্লুবি/ এইচএমসি/টিএন/ইডি/ এস ও ডি/৪৭/২০২২-২৩ তারিখ ঃ- ০৫.০১.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস ও ই.ই. (এস ও ডি) বিভাগ, /www.wbtenders.gov.in। দরপত্র জমা বন্ধের তারিখ (অনলাইন) ১৬.০১.২০২৩, বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে কোন আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করতে কোনরূপ কারণ উল্লেখ না করে।
৩০৮(১) / ২২-২৩ ০৬.০১.২০২৩
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T.ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700 123.
TENDER NOTICE
No. 23/22-23/MINO/T Dated 19.12.2022.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for execution of different development works. Last date of submission of tender: **14.01.2023 up to 12.0 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das
Chairman
Barrackpore Municipality

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
Notice Inviting Tender No. 43/15 th FC/2023,
Tender ID: 2023_ZPHD_442607, Date: 03.01.2023
The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for the work of: CC ROAD from H/O SAMAR TO H/O MANSA at BHURKUR sansad 6. Fund: 15 th FC Untied. Time of completion: 30 Days. Date of Start of downloading the documents from **06.01.2023 at 6.30PM upto 20.01.2023 at 17.55 P.M.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **21.01.2023 at 1.00 P.M.** Date of Opening of Technical Bid(Online) on **24.01.2023 at 1.00 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat
Under Jangipara Block

BLOCK DEVELOPMENT OFFICE
JAGATBALLAVPUR, HOWRAH
&
OFFICE OF THE JAGATBALLAVPUR PANCHAYAT SAMITY
P.O.:- MUNSHIRHAT, DIST.:- HOWRAH
NOTICE INVITING TENDER
NIT NO.: 05/BDO, JBPur Date : 02/01/2023
SCHEME WISE SEPARATE SEALED TENDERS IN PRINTED TENDER FORM AS SPECIFIED ARE INVITED FOR THE FOLLOWING WORKS: CONSTRUCTION OF SNANER GHAT AT DIFFERENT LOCATION. Source of Fund: NHM. Completion time 10 Days. LAST DATE OF APPLICATION FOR TENDER PAPER:- **09/01/2023 up to 02:00 PM.** DATE OF SUBMISSION OF TENDER:**10/01/2023 (UP TO 2.00 PM.).** DATE OF OPENING OF TENDER: **10/01/2023 (AT 2.30 PM.).** For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Block Development Officer
Jagatballavpur, Howrah
&
Executive Officer
Jagatballavpur Panchayet Samity

বিশ্বে করোনায় একদিনে আক্রান্ত সাড়ে চার লক্ষ, মৃত্যু ১,৩১৯

ওয়াশিংটন, ৬ জানুয়ারি ঃ আরও ঊর্ধ্বমুখী করোনার দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু। গত ২৪ ঘন্টায় গোটা বিশ্বে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন সাড়ে চার লক্ষের বেশি মানুষ। আর করোনার মৃত্যুমিছিলে সামিল হয়েছেন এক হাজার ৩১৯ জন। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ওয়েবসাইট 'ওয়ার্ল্ডোমিটার' থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দৈনিক মৃত্যু ও সংক্রমণে শীর্ষে রয়েছে জাপান।

দেশে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৯০৪ জন। প্রাণ হারিয়েছেন ৩৩৪ জন। পাশাপাশি জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চিন সহ একাধিক দেশে কার্যত করোনার সুনামি আছড়ে পড়েছে। যার ফলে ক্রমাগত উদ্বেগ বেড়ে চলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় বিশ্বজুড়ে প্রাণঘাতী ভাইরাসে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন চার লক্ষ ৫২ হাজার ৩০৬ জন। এ নিয়ে করোনায় আক্রান্ত হলেন ৬৬ কোটি ৭০ লক্ষ ৪৫ হাজার ২১৬ জন। করোনার আরও ১ হাজার ৩১৯ জনের মৃত্যু হওয়ায় প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৭ লক্ষ ৫ হাজার ৯৩১ জনে। শুধুমাত্র জাপানেই গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৯০৪ জন। দক্ষিণ কোরিয়ায় ৬৪ হাজার ১০৬ জনের শরীরে প্রাণঘাতী ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। তাইওয়ানে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩১ হাজার ৫১৪ জন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৪৯ জন। মারা গিয়েছেন ২২০ জন। ব্রাজিলে আরও ২৮ হাজার ৪৯ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। লাতিন আমেরিকার দেশটিতে মারা গিয়েছেন আরও ১৮৩ জন।

শ্রীমতী অর্চনা জোশী, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে বাঁকুড়ায় জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্ল্যান্টে র উদ্বোধন করছেন।

শৈত্যপ্রবাহে কানপুরে একদিনে মৃত্যু ২৫ জনের

কানপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ মারাত্মক ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে, শৈত্যপ্রবাহের জেরে হৃদরোগ ও ব্রেন স্ট্রোকে মাত্র একদিনে উত্তর প্রদেশের কানপুরে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে উত্তর প্রদেশে। চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। কার্ডিওলজি ইনস্টিটিউটের কন্ট্রোল রুম সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সারাদিনে ৭২৩ জন হার্টের রোগী জরুরি বিভাগ ও ওপিডিতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৪১ জনের শারীরিক অবস্থা ছিল সঙ্কটজনক। সকলকে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫ জনকে মৃত অবস্থায় জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়েছিল। কার্ডিওলজি বিভাগের ডিরেক্টর অধ্যাপক বিনয় কৃষ্ণ বলেছেন, এই আবহাওয়ায় রোগীদের ঠান্ডা থেকে রক্ষা করা উচিত। লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির (কেজিএমইউ) একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার বলেছেন, এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় হার্ট অ্যাটাক শুধুমাত্র বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের কাছে এমন ঘটনা রয়েছে যখন কিশোর কিশোরীরাও হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছে। বয়স নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই উচিত উষ্ণ এবং যতটা সম্ভব বাড়ির ভিতরে থাকুন।

কংগ্রেসে ফিরেছেন ডিএপির ১৭ নেতা, আজাদের সঙ্গে যোগদানকে সবচেয়ে বড় ভুল বলা হয়েছে আক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী

তারা চাঁদ এবং প্রাক্তন মন্ত্রী পীরজাদা মহম্মদ সাইদ শুক্রবার কংগ্রেস নেতা কেসি ভেনুগোপাল এবং জয়রাম রমেশের উপস্থিতিতে দলীয় সদর দফতরে কংগ্রেসে পুনরায় যোগদান করেছেন। তাদের সঙ্গে আরও ১৫ জন নেতা দলে যোগ দিয়েছেন। ভেনুগোপাল বলেন, আমরা খুব খুশি যে তারা আবার কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। এটি জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশের ভারত জোড়ো যাত্রার আগে মাত্র শুরু। তিনি যোগ করেন, সকল মানুষ বিশ্বাস করে যে অখন্ড ভারত শুধু সময়ের প্রয়োজন। ৭ সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে শুরু হওয়া কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রা জম্মু ও কাশ্মীরে শেষ হবে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তারা চন্দ বলেন, আমি আমার সারা জীবন কংগ্রেসের জন্য কাজ করেছি। আমি ভুল পদক্ষেপ নিয়েছি (দল ছেড়েছি)। এটা ছিল আমার সবচেয়ে বড় ভুল। আমি খুশি যে আমি আবার দলে ফিরে এসেছি। মহম্মদ সাইদ বলেন, আমি ভুল করেছি। আমি জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের কাছে ক্ষমা চাই। দুই মাস বাইরে থাকার পর আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে এসেছি। আমার ভুল ক্ষমা করার জন্য আমি দলের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে ধর্মনিরপেক্ষতাকে শক্তিশালী করতে হবে।

নাগাল্যান্ডে অমিত শাহকে স্বাগত আন্দোলনকারীদের

ডিমাপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক জটের শীঘ্র সমাধান করার শর্তে নাগাল্যান্ডে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে স্বাগত জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্য সফরে এলে নাগাল্যান্ড পিপলস অ্যাকশন কমিটি (এনপিএসি)'র নেতাকর্মীরা দ্রুত রাজনৈতিক জটের সমাধান সংবলিত লেখা ব্যানার নিয়ে ডিমাপুরের বিমানবন্দর সড়কে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করছিলেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশ্যে একটি চিঠিও লিখেছে নাগাল্যান্ড পিপলস অ্যাকশন কমিটি। চিঠিতে দীর্ঘদিন ধরে ভারত সরকারের সঙ্গে নাগা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সংগঠিত বৈঠকের পর বৈঠক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দীর্ঘ কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। অ্যাকশন কমিটি 'আদিবাসীদের ভূমি নাগাল্যান্ডে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে স্বাগত' জানিয়েছে।

এছাড়া আজ বিমানবন্দর থেকে শহরে অমিত শাহের কনভয় আসার পথে রাস্তার দু'পাশে হাতে হাতে ব্যানার ধরে এনপিএসি'র নেতাকর্মীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। বিধানসভা নির্বাচন না করে প্রথমে নাগা সমস্যা সমাধানের দাবি সংবলিত ব্যানার ধরে উপর্যুপরি স্লোগান দিতেও থাকেন তাঁরা।

উত্তর পূর্ব রেলের পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের স্বচ্ছতা এবং পরিচ্ছন্নতার স্তর উন্নত করার চেষ্টা

গোরখপুর, ০৬ জানুয়ারীঃ উত্তরপূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন ক্রমাগত পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের স্বচ্ছতা এবং পরিচ্ছন্নতার স্তর উন্নত করার জন্য কাজ করছে। এই রেলওয়ের স্টোর বিভাগে, গত পঞ্জিকা বছরে, স্ক্র্যাপ নিষ্কাশন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বচ্ছভাবে ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।উত্তরপূর্ব রেলওয়ের স্টোর বিভাগ ২০২১-২২ আর্থিক বছরে স্ক্র্যাপ বিক্রিতে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। একইভাবে, চলতি অর্থবছর ২০২২-২৩-এ, ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৭৬.৪৬ কোটি টাকার বেশি মূল্যের স্ক্র্যাপ বিক্রি হয়েছে, যা বিক্রিতে রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ১৪৫ কোটি টাকার লক্ষ্যের বিপরীতে উত্তর পূর্ব রেলওয়ের প্রশংসনীয় কর্মক্ষমতা দেখায়। স্ক্র্যাপস্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে, ভারত সরকারের একটি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি, রেলওয়ে চত্বর এবং রেলপথের পাশে পড়ে থাকা অবাঞ্ছিত এবং অব্যবহারযোগ্য, পরিত্যক্ত ভবন এবং বাড়িঘর সনাক্তকরণ এবং নিস্পত্তি করা হয়েছিল, যার কারণে রেলওয়ে চত্বর। এবং রেলওয়ে ট্র্যাক শুধু রাজস্ব পাচ্ছিল না, রেলওয়ে চত্বর এবং রেলপথও পরিচ্ছন্ন রাখতে সফল হয়েছে। গভর্নমেন্ট ইমার্কেট বা গভর্নমেন্ট ইমার্কেট প্লেস কেন্দ্রীয় সরকারের পাবলিক প্রকিউরমেন্টে ফোকাস করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিউ তিনসুকিয়া ও তাম্বারামের মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ০৬ জানুয়ারিঃ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত কাটিহার ডিভিশনের নিউ জলপাইগুড়িতে নন ইংটারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ০৭ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত পাঁচ জোড়া ট্রেন বাতিল থাকবে। পাশাপাশি উত্তর রেলওয়ের আম্বালা ক্যাঃটলুধিয়ানা জংশন সেকশনের শম্ভুরাজপুরা জংশনের মধ্যে এবং পূর্ব মধ্য রেলওয়ের সোনপুর ডিভিশনের দিনকার গ্রাম সিমারিয়া স্টেশনে পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের কাজের জন্য কিছু ট্রেন বিদ্যমান রুট থেকে পথ পরিবর্তন করবে। অন্যদিকে, মকর সংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে নিউ তিনসুকিয়া ও তাম্বারামের মধ্যে উভয় দিক থেকে একটি ট্রিপের জন্য একটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই ট্রেনটি বিশেষত দেশের দক্ষিণ অংশ থেকে এবং পর্যন্ত যাওয়াআসা করা ভ্রমণকারী যাত্রী ও অন্য দক্ষিণগামী ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীদের সাহায্য করবে।ট্রেনের বাতিলকরণ-০৭ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৭১০১৫৭০৯ নং (নিউ জলপাইগুড়িমালদা টাউননিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস, ১৫৭০৩১৫৭০৪নং (নিউ জলপাইগুড়িবঙাইগাঁওনিউ জলপাইগুড়ি)এক্সপ্রেস, ১৫৭৭৭১৫৭৭৮ নং (নিউ জলপাইগুড়িআলিপুরদুয়ার জংশননিউ জলপাইগুড়ি) টুরিস্ট এক্সপ্রেস, ০৫৭৪৯০৫৭৫০ নং (নিউ জলপাইগুড়ি হলদিবাড়িনিউ জলপাইগুড়ি) প্যাসেঞ্জার, ০৫৭৫১০৫৭৫২ নং (নিউ জলপাইগুড়িহলদিবাড়িনিউ জলপাইগুড়ি) প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকবে।ট্রেনের পথ পরিবর্তন- ০৭ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৬৭ নং (গান্ধীধামকামাখ্যা) এক্সপ্রেস ট্রেনটি দানাপুর পাটলিপুত্র হাজিপুরশাহপুর পাটোরিবারাউনীকাটিহার হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। ০৯ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৩২৮১ নং (ডিব্রুগড়রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল) এক্সপ্রেস ট্রেনটি খাগারিয়াসাব্দালপুরমুঙ্গেরকিউলমোকামা হয়ে পথ পরিবর্তন করবে। স্পেশাল ট্রেন-০৬০৭৩ নং (তাম্বারামনিউ তিনসুকিয়া) সুপারফাস্ট স্পেশাল ট্রেনটি তাম্বারাম থেকে ০৮ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ১০.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ১৯.৩৫ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৬০৭৪ (নিউ তিনসুকিয়াতাম্বারাম) সুপারফাস্ট স্পেশাল ট্রেনটি নিউ তিনসুকিয়া থেকে ১১ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ২০.২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ১৪ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের ০৫.৪৫ ঘণ্টায় তাম্বারাম পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনটিতে দুটি এসি ৩টিয়ার, ১৩টি স্লিপার ক্লাস, ছয়টি জেনারেল সিটিং ও দুটি গার্ড কাম লাগেজ ভ্যান সহ মোট ২৩টি কোচ থাকবে। এই রুটের অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই সোনালি সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

রায়দান স্থগিত

১ম পাতার পর

হাইকোর্টের বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের এক বেঞ্চে। একক বেঞ্চ তাঁদের এক নম্বর করে বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিল। পরবর্তীতে রাজ্যের তরফে বিষয়টি নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চও মামলায় একই নির্দেশ দিয়েছিল। এরপর ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেটের বাকিরাও আদালতের দ্বারস্থ হয় এবং তাঁরাও নম্বর বাড়ানোর জন্য আবেদন করে। এদিকে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্তও গড়িয়েছিল। যদিও সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল এবং সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। সেই মতো দীর্ঘদিনের শুনানি এবার শেষ হল। রায়দান স্থগিত রাখল হাইকোর্ট। এই মামলায় পর্ষদের তরফের আইনজীবী লক্ষ্মী গুপ্তর বক্তব্য, যদি প্রায় কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীকে নতুন করে ছয় নম্বর দিতে হয়, তাহলে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট কী রায় দেয়। আদালতের এই রায়ের উপর নির্ভর করছে প্রশ্ন ভুল মামলায় সকলে নম্বর পাবেন কি না।

মহিলা যাত্রীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান আরপিএফ-র

৫ জানুয়ারি ঃ রেলওয়ে ৪ঠা জানুয়ারী, ২০২৩-এ ১৮৪৫২ পুরী-হাতিয়া তপস্বিনী এক্সপ্রেসে ভ্রমণকারী মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত একজন মহিলা যাত্রীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছে। শ্রী অমিত রঞ্জন নামে একজন যাত্রী রেলওয়ে হেল্পলাইন নং ১৩৯-এ ফোন করে অভিযোগ করেছেন যে কিছু সহযাত্রী তার স্ত্রীকে আক্রমণ করেছে এবং তার সাথে ঝগড়ার সময় মাথায় আঘাত করেছে। তিনি তার ফোন কলের সময় আরপিএফ এবং চিকিৎসা সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অভিযোগ পাওয়ার পর, রেলমন্ত্রীর কার্যালয় তাৎক্ষণিকভাবে সামলে নেয় এবং ঘটনার বিস্তারিত জানার জন্য অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ করা হয়। শ্রী অমিত রঞ্জন এবং তার স্ত্রী শ্রীমতি। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আওতাধীন পরবর্তী স্টেশন বানোতে বর্ষাকে আরপিএফ সহায়তা এবং চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। তাদের আরামদায়ক ও নিরাপদ যাত্রার জন্য হাতিয়া স্টেশন পর্যন্ত সহায়তা প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে অভিযুক্তকে আটক করে হাতিয়া থানায় জিআরপির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।পরে, শ্রী অমিত রঞ্জন রেলমন্ত্রীর অফিসের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং আরপিএফএর তাৎক্ষণিক সহায়তার প্রশংসা করেন।

প্রশিক্ষণের সময় মধ্যপ্রদেশে মন্দিরে ধাক্কা মারল বিমান মৃত্যু এক পাইলটের, অপরজন আহত

রেওয়া, ৬ জানুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলায় প্রশিক্ষণের সময় মন্দিরে ধাক্কা মারল একটি ছোট বিমান। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজন পাইলটের, ওই বিমানে থাকা আরও একজন পাইলট গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে এ কথা জানিয়েছেন রেওয়ার পুলিশ সুপার নবনীত ভাসিন। শুক্রবার ভোররাতে প্রশিক্ষণের সময়ে রেওয়া জেলার চোরহাটা এলাকায় একটি মন্দিরের চূড়ায় ধাক্কা খায় বিমানটি। এর পরই ওই বিমানে আগুন লেগে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিমান ধাক্কা লাগার কারণে মন্দিরের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু

করেছে। ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তাও খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার ভোররাতে প্রশিক্ষণের জন্য বিমান নিয়ে বেরিয়েছিলেন পাইলট। সঙ্গে ছিলেন সহপাইলটও। বিমান চালানোর সময় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চোরহাটার একটি মন্দিরের চূড়ায় ধাক্কা খেয়ে বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় বিমানটিতে। দুর্ঘটনার পর পাইলট গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সঞ্জয় গান্ধী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সহ পাইলট ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

৯ বছর বয়সী মেয়েকে উদ্ধার করল মেট্রো আরপিএফ

৬ জানুয়ারি ঃ ০৫.০১.২০২৩ তারিখে, একটি নয় বছর বয়সী মেয়ে এবং তার বাবামা ১৫.৫৫ টায় একটি মেট্রো ধরতে দম দম স্টেশনে পৌঁছেছিল। মেয়েটি কবি সুভাষগামী মেট্রোতে উঠেছিল যেখানে তার বাবামা চড়তে পারেননি। অবিলম্বে, তার বাবামা বিষয়টি কর্তব্যরত RPF এবং স্টেশন মাস্টারকে জানান এবং তাদের সাহায্য চেয়েছিলেন।এই তথ্য পাওয়ার পর, একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তা সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়। এই সতর্কতা পাওয়ার পরে, সমস্ত স্টেশনের RPF কর্মীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বেলগাছিয়া স্টেশনে কর্তব্যরত RPF কর্মীরা মেয়েটিকে উদ্ধার করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসে। মেয়েটি তার পরিচয় প্রকাশ করে এবং তার বাবার ফোন নম্বর দেয়। তার বাবার সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং তিনি স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে তার মেয়েকে শনাক্ত করেন। সমস্ত সরকারী আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, কন্যাকে তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সদয় সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান।

ত্রিপুরায় শতায়ু ভোটার রয়েছেন ৬৭৯

আগরতলা, ৬ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরায় শতায়ু ভোটার রয়েছেন ৬৭৯ জন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর এই তথ্য সামনে এসেছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ত্রিপুরায় ২৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৭৮ জন। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ২৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪১৩ জন। তাতে, পাঁচ বছরে ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৫ জন ভোটারের বৃদ্ধি হয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় পুরুষ ১৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৭৬ জন, মহিলা ১৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮২৫ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৭৭ জন।

গৃহকোণ

সংসার সাজানো বর্তমানে একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছে

নতুন সংসার সাজাতে ভাবনা-চিন্তা করছেন তো

সংসার সাজানো বর্তমানে একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। যে দিকেই তাকানো যায় দেখা যায় সকলেই প্রায় নিজেদের সংসারটাকে গোছাতে শুরু করেছে। হোক না সেটা সদ্য বিবাহিত কিংবা বিয়ের কয়েক বছর পর আলাদা করে সংসার গোছাতে চাওয়া দম্পতি। কেমন হবে নিজের সংসার, তা নিয়ে প্রত্যেকেরই থাকে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ঘর সাজানোর ভিন্ন রুচির ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী। নতুন সংসারের নতুন ঘর যেন তাদের কাছেএকটা খালি ক্যানভাসে ছবির মতো করে গড়ে তোলা। নতুন বা পুরানো দম্পতির নিজেদের সংসার সাজানো নিয়ে রয়েছে নানা রকম জল্পনাকল্পনা। নিজেদের ছোট ছোট স্বপ্ন সাধ্যের মধ্যে পূরণ করতে নিজেদের মতো উপায়ও বের করে নিয়েছেন তাঁরা। চাকরিজীবী দম্পতির দুই ঘরের বাড়িতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শোবার খাট। সারা দিনের ব্যস্ততা শেষে ক্লান্তি কাটাতে আরামদায়ক বিছানা চেয়েছিলেন তাঁরা। এ ক্ষেত্রে সেই দম্পতি খরচ করতে একদমই কার্পণ্য করেন না। আরামদায়ক ম্যাট্রেস এবং খাটের উচ্চতা নিয়ে একেক দম্পতির আবার একেক রকম ভাবনা। এক দম্পতির কাছে সাধারণ উচ্চতার খাট মানানসই মনে হলেও অন্যজনের দম্পতির কম উচ্চতার খাটই পছন্দ। তাঁদের মতে, এতে করে ঘরে বেশি জায়গা পাওয়া যায়। আবার স্বল্প উচ্চতার কাঠের প্ল্যাটফর্মের একদিকে ম্যাট্রেস ফেলে বিছানা পাতা যায়, বাকি জায়গাটুকুতে বসে অন্য কাজও করা যায়। কম উচ্চতার আসবাবে ছোট ঘরকে বেশ বড় মনে হওয়ার

সুবিধাও রয়েছে। জামাকাপড় রাখার জন্য এক দম্পতি বেছে নিয়েছেন নিজেদের ফ্ল্যাটের দেওয়াল। দেওয়াল কাবার্ডের কথা। নিজেরাই মিস্ত্রি ডেকে চাহিদামাফিক নকশায় তৈরি করে নিয়েছেন দেওয়াল আলমারি। সিলিং উচ্চতার এই আলমারি উচ্চতার দিক থেকে জায়গা নিলেও পাশে জায়গা বাঁচিয়েছে। অন্যদিকে অন্যজন সংসার শুরু হওয়ার আগেই একটু একটু করে টাকা জমিয়ে কিনে ফেলেছিলেন নিজেদের কাঠের আলমারি।

অনেক খুঁজে বের করেছেন পছন্দের সোফার ডিজাইন। কাপড়ের দোকান ঘুরে কিনেছেন সোফার উপকরণ। অতঃপর মিস্ত্রির সাহায্য নিয়ে নিজেরাই বানিয়েছেন পছন্দসই সোফা। সোফা কেনার সাধ্য কারুর নেই বলেই অতিথি কী আসবে না। কী করা যায়, ভাবতে ভাবতেই পুরোনো ম্যাট্রেসটাই বসার ঘরে বিছিয়ে দেওয়া হলো। একদিকে বসে আড্ডা দেওয়ার কাজ হচ্ছে, অন্যদিকে চাইলেই গা এলিয়ে দিয়ে বই পড়া থেকে ল্যাপটপে অফিসের কাজ, দুটোই সেরে নেওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে কেউ কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকেন মাবাবার ব্যবহৃত পুরোনো কিছু আসবাব। পুরোনো সেই আসবাবকেই পরিবর্তন করে নিয়ে নতুন রূপ দেন তাঁরা। এবারে আসি খাবার ঘরে। দুজনের সংসারে সর্বক্ষণ দুজন থাকলেও বন্ধু আর পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য খাবার টেবিলে বসার কয়টি আসন লাগবে, তা একটা প্রশ্নই বটে! এই সমস্যায় কেউ কেউ বেছে নিয়েছেন বেঞ্চ সমাধান। চেয়ারের পাশাপাশি বানিয়ে নিয়েছেন একটা বেঞ্চ। টেবিলের এক পাশটা দেওয়ালের সঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে চাইলেই যেটাকে টেবিলের নিচে ভাঁজ করে রেখে দেওয়া যায়। জনসংখ্যা বেড়ে গেলে বেঞ্চটা বের করে পেতে দিলেই সমাধান। এদিকে অন্য দম্পতি কিচেন টপে ব্যবহৃত অতিরিক্ত গ্রানাইটের খণ্ড দিয়ে বানিয়ে নিয়েছেন খাবার টেবিল। বাড়তি উপকরণ কাজে লেগে গেল, চাহিদাও পূরণ হলো।

বিয়েতে উপহার পাওয়া বড় আয়না দিয়েই ড্রেসিং টেবিলের কাজ সেরে নিচ্ছেন কেউ কেউ। বাথরুমের বড় টপটাকেই করে তুলেছেন ড্রেসিং টেবিল। অন্য সব ক্ষেত্রে ভিন্নমত হলেও একসঙ্গে চা খাওয়া বা অবসরে গল্প করার জন্য একান্ত নিজস্ব জায়গা হিসেবে সকলেই বেছে নেন বাড়ির বারান্দা। কেউ ছোটখাটো টি টেবিলের পাশে টুল পেতে দিয়েছেন, তো কেউ বারান্দায় ঝুলিয়েছেন দোলনা, কেউবা আবার বড় বিন ব্যাগে খুঁজে নিয়েছেন সময়চা কাচাবার জন্য। তাই মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ঘরের আশেপাশে দেখলেই পাওয়া নানান জিনিস, যা দিয়ে নিজেদের ঘর সুন্দর করে গোছানো যেতে পারে।

Name Change

I, ANADA SEKH is wrongly recorded in my Son's Passport No- L5319651. S/o- CHHABDUL SK. Residing at Vill - Dargatala, Post- Dargatala, Ps- Nowda, Dist- Murshidabad, Pin- 741156, West Bengal. Shall henceforth be known as ANANDA SEKH. That my name ANANDA SEKH and ANADA SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SAHABUDDIN is wrongly recorded in my Passport No- K5210339. S/o- SAMSUZZOHA. Residing at Vill - Rajaput, Post- Kanainagar, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741165, West Bengal. Shall henceforth be known as SAHABUDDIN BISWAS. That my name SAHABUDDIN BISWAS and SAHABUDDIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ARSAD SK is wrongly recorded in my Son,s Passport L2039878. S/o- KADER. Residing at Vill - Rajkhanda, Post- Mahurul Anantapur, Ps- Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as SAHAJAMAL KABIRAJ. That my name SAHAJAMAL KABIRAJ and ARSAD SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SHUKRA BIBI is wrongly recorded in my Son,s Passport No- L2039878. W/o- SAHAJAMAL KABIRAJ. Residing at Vill - Rajkhanda, Post- Mahurul Anantapur, Ps- Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as SURMA BIBI. That my name SURMA BIBI and SHUKRA BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ARUN ROY is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- AMULYA ROY. Residing at Vill - Paschim Kasba, Post- Gazole, Ps- Gazole, Dist- Malda, Pin- 732124, West Bengal. Shall henceforth be known as ARUN CHANDRA ROY. That my name ARUN CHANDRA ROY and ARUN ROY is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MOHIBUL CHOUDHURY is wrongly recorded in my Wife Passport No- J3266520. S/o- MOSEBKAKKA. Residing at Vill - Mirzapur, Post- Mirzapur, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742190, West Bengal. Shall henceforth be known as MOHIBUL ISLAM CHOWDHURY. That my name MOHIBUL ISLAM CHOWDHURY and MOHIBUL CHOUDHURY is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, KASHEM SK S/o- HAZI DARESHTULLA SK . Residing at Vill - Pairakol, Post- Benipur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. That My name KASEM ALI is wrongly recorded in my Passport No- G9573599. Shall henceforth be known as KASHEM SK. That my name KASHEM SK and KASEM ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ABDUL ROFIQUE is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- ALI AMJAD. Residing at Vill - Shankarpur, Post- Shankarpur, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742159, West Bengal. Shall henceforth be known as ABDUL RAFIK. That my name ABDUL RAFIK and ABDUL ROFIQUE and RAFIK SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, KHANNA SAHEB is wrongly recorded in my Passport No- L5319651. S/o- ANANDA SEKH. Residing at Vill - Dargatala, Post- Dargatala, Ps- Nowda, Dist- Murshidabad, Pin- 741156, West Bengal. Shall henceforth be known as KHANNAN SK. That my name KHANNAN SK and KHANNA SAHEB is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD MURHOUR MOLLAH is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- NOOR MOLLA. Residing at Vill - Dhanirampur, Post- Shibnagar, Ps- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742306, West Bengal. Shall henceforth be known as MAHIRUDDIN MOLLA. That my name MAHIRUDDIN MOLLA and MD MURHOUR MOLLAH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD RAJU SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- MAOLAD SEKH. Residing at Vill - Bikrampur, Post- Sekhpara, Ps- Nakashipara, Dist- Nadia, Pin- 741126, West Bengal. Shall henceforth be known as RAJU SK. That my name RAJU SK and MD RAJU SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, TAPAN SARKAR is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- SUSHIL KUMAR SARKAR. Residing at Vill - Suravisthan, Post- Badkulla, Ps- Taherpur, Dist- Ranaghat, Nadia, Pin- 741121, West Bengal. Shall henceforth be known as TAPAN KUMAR SARKAR. That my name TAPAN KUMAR SARKAR and TAPAN SARKAR is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SATEN HAZRA is wrongly recorded in my Passport No- M2838919. S/o- SUNIL HAZRA. Residing at Vill - Marura, Post- Hazarpur Nabagram, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as SATYEN HAZRA. That my name SATYEN HAZRA and SATEN HAZRA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, PROBHAT KUMAR HAZRA is wrongly recorded in my Son's Passport No- M2838919. S/o- NANI. Residing at Vill - Marura, Post- Hazarpur Nabagram, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as SUNIL HAZRA. That my name SUNIL HAZRA and PROBHAT KUMAR HAZRA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MOHAMMED TARIFUDDIN is wrongly recorded in my Passport No- Z2540732. S/o- MOTLEB HOSSAIN. Residing at Vill - Salinda, Post- Salinda, Ps- Salar, Dist- Murshidabad, Pin- 742401, West Bengal. Shall henceforth be known as TARIFUDDIN MALLICK. That my name TARIFUDDIN MALLICK and MOHAMMED TARIFUDDIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD BHULAN SK is wrongly recorded in my School Certificate. S/o- RAJU SK. Residing at Vill - Bikrampur, Post- Sekhpara, Ps- Nakashipara, Dist- Nadia, Pin- 741126, West Bengal. Shall henceforth be known as BHULAN SK. That my name BHULAN SK and MD BHULAN SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের তদারকি করতে মালদায় তিন সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তারা কতটা সহযোগিতা পেয়েছেন তা তদারকি করতেই গ্রামে ছুটলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের তিন সদস্য। শুক্রবার সকালে কালিয়াচক ৩ ব্লকের চরিঅনন্তপুর, কামারপুর গ্রামে বেশ কিছু দুঃস্থ মানুষদের বাড়িতে যান কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের কর্তারা। কথা বলেন আবাস যোজনা প্রকল্পের আবেদনকারীদের সঙ্গে । কতদিন আগে উপভোক্তা আবেদন করেছিলেন এবং কি কারনে তাদের এই প্রকল্পে এখনো সুবিধা মেলেনি সেই সব বিষয় নিয়েও কেন্দ্রীয় কর্তারা কথা বলেন সাধারণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন জেলা প্রশাসনের কর্তারাও। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের তদারকি করতে মালদায় আসেন তিন সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি শক্তি কান্তি সিং , অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এমএস চাহাত সিং এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার গৌরভ আহুজা। বলাবাহুল্য, বেশ কিছুদিন ধরে মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকে আবাস যোজনা প্রকল্পে সজন- পোষণ, দুর্নীতি এবং অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। কয়েকটি ব্লকে এই নিয়ে রাস্তা অবরোধ বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ওই প্রতিনিধি দল মালদায় আসে । এদিন কামারপুর এলাকার এক আবেদনকারী হিমাংশু রায় জানিয়েছেন, আমার বাড়িতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি টিম এসেছিল। আমি গরিব মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আবেদন করেও আবাস যোজনা প্রকল্পের কোনো অসুবিধা পায়নি। সে কথাও অফিসারদের জানিয়েছি। উনারা আমাদের বাড়ি অবস্থা সবকিছু খতিয়ে দেখেছেন । এতদিন পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো কাজ হচ্ছিল না। এবার হয়তো কেন্দ্রীয় থেকে আসা ওই অফিসারদের আমার সমস্যার কথা জানানোয় এই প্রকল্পের বাড়ি পাবার সুবিধা পেতে পারি। এদিকে মালদা জেলার শুধু কালিয়াচক ৩ ব্লকই নয় । আরো বেশ কয়েকটি ব্লকে যেতে পারেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের কর্তারা। এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবেদনকারী মানুষদের সঙ্গে নানা ভাবে কথা বলছেন অফিসারেরা। কারা বাড়ি পেয়েছেন এবং কারা বাড়ির পান নি সেসব বিষয়গুলিও এদিন তদারকি করেছেন কেন্দ্রের ওই প্রতিনিধি দলের কর্তারা।

ফাঁসিদেওয়ার মহানন্দা খাল থেকে উদ্ধার গৃহবধূ রেণুকা খাতুনের মৃতদেহ ও মাথা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ ফাঁসিদেওয়ার মহানন্দা খাল থেকে উদ্ধার গৃহবধূ রেণুকা খাতুনের মৃতদেহ। এদিন সকাল ১০ টার কিছু পরে মহানন্দা ক্যানেলে তল্লাশি চালিয়ে মৃতদেহের খোঁজ পায় পুলিশ। গত ২৪ ডিসেম্বর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে নিজের স্বামী খুন করে তার স্ত্রীকে। এবং মাথা থেকে দেহ আলাদা করে দুটি বস্তায় ভরে মহানন্দার ক্যানেলে ভাসিয়ে দেয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ তার স্বামী এম ডি আনাসারুল কে গ্রেপ্তার করে। তখন সে এই হাড় হিম করা খুনের ঘটনার কথা স্বীকার করে। মৃত গৃহবধূর জামাইবাবুর অভিযোগ রেণুকা খাতুনের কোন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল না। বরং মাটাগাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে অভিযুক্ত এম ডি আনসারুলের সম্পর্ক ছিল। স্বামী ও স্ত্রী মধ্যে এই নিয়েই বচসা লেগে থাকতো। তাই নিজের কুৎসা লুকোতে নিজের স্ত্রী কে খুন করে অভিযুক্ত। মৃত মহিলার মাথা আলাদা একটি বস্তা থেকে উদ্ধার করা হয়। গতকাল রাত থেকেই মৃতদেহ খোঁজার জন্য মহানন্দা ক্যানেলে জল বন্ধ রাখে প্রশাসন।

নবদ্বীপে নিয়ন্ত্রণ হীন বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল বৃদ্ধের, তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৬ জানুয়ারি ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ শহরে শীতের সকালে এমনি এক চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শহরের দন্ডপানিতলা ঘাট মোড় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন সকাল আনুমানিক ৮.১৫ নাগাদ একটি ওভারলোড বালি বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক সাইকেল আরোহীকে সামনের চাকায় ধাক্কা মেরে পিষ্ট করে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে এবং ঘটনাস্থল থেকে বৃদ্ধ কে উদ্ধার করে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে জানান। জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম বিমল পাল, বয়স আনুমানিক ৭০ বছর । বাড়ি নবদ্বীপ পৌরসভার চটির মাঠ এলাকয়। মৃত ব্যক্তি দন্ডপানি তলা এলাকায় একটি কাঠের ফার্নিচারের শোরুমে কাজ করতেন। প্রতিদিনের ন্যায় এদিনও সকালে বাড়ি থেকে কাজে যোগ দিতে আসছিলেন তিনি, সেইসময় আচমকাই একটি নিয়ন্ত্রনহীন ওভারলোডিং বালি বোঝাই লরি তাকে পিষে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘাতক লরি ও তার চালককে আটক করে। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ এসে ঘাতক লরি ও তার চালক কে নিজেদের হেফাজতে নেয়। এদিনের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবী প্রতিদিনই এই এলাকা দিয়ে চোরাই বালি তাও আবার ওভারলোডিং অবস্থায় যাতায়াত করছে। এখানে সামনেই রয়েছে দুটো স্কুল, কোনরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই দিনরাত যাতায়াত করে চোরাই বালি ও মাটি বোঝাই লরি। তারা আরও বলেন, গাড়িটি ওভারলোড থাকার জন্যই নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারনেই এদিনের এই দুর্ঘটনা। স্থানীয়দের একাংশ বলে, মঠ - মন্দিরে ঘেরা তীর্থভূমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান নদীয়ার এই নবদ্বীপ শহরে এখন শীতের মরশুমে প্রতিদিনই বহু তীর্থযাত্রীও পর্যটকদের ভিড় চলছে। তারই মধ্যে প্রতিদিন এই ভাবে নবদ্বীপ শহরে বিভিন্ন জনবহুল ব্যস্ততম রাস্তা দিয়ে সারাদিন ধরে যাতায়াত করছে ওভারলোডিং মাটি, বালি ও ইঁট বোঝাই বড় বড় লরি ও ট্রাক্টর। এই কারনে যেকোনো সময় শহরে ঘটতে পারে বড় কোনো দুর্ঘটনা। এই বিষয়ে প্রশাসনের নজরদারি খুবই প্রয়োজন।

বন্দে ভারত নিয়ে বিস্ফোরক উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ জানুয়ারি ঃ সাধারন ট্রেনকে বন্দে ভারতের নাম দিয়ে ভাড়া বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের পকেট বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্দে ভারত ট্রেন চালু প্রসঙ্গে এমন কটাক্ষ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন - ১৬০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চলবে আর ৮ ঘন্টায় হাওড়া থেকে এন জে পি ট্রেন পৌঁছাবে। এরকম ট্রেনের দরকার ছিল না। এই নিয়ে লোকের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। সামনে নির্বাচন রয়েছে, তাই ভোটের নামে ভাওতাবাজি করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এসব বন্ধ করা দরকার। তবে যারা বন্দে ভারতে পাথর ছুঁড়েছে সে সবকে তিনি সমর্থন করেন না বলে জানান। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন যে, শহীদকে সামনে রেখে এরা ভোটের ময়দানে পার হতে চাইছে তাই এইসব পরিকল্পনা করছে। যদিও পাল্টা কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়। সুকুমারবাবু বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীরা উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন চায় না। সেই জন্যেই এই কারণে এই ধরনের পাগলের প্রলাপ বকেন। তিনি বলেন বন্ধে ভারত হওয়ার ফলে উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত ব্যবসায়ীদের খুব দ্রুত কলকাতা যাওয়ার প্রয়োজন তারা এই ট্রেন ব্যবহার করছেন। উদয়নবাবুর অসুবিধা হলে তিনি এই ট্রেনে চড়বেন না। কোচবিহার পর্যন্ত ট্রেন সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে বলেন আমরা চাই বন্দে ভারত কোচবিহার হয়ে আলিপুর পর্যন্ত যাক যাতে এই এলাকার মানুষ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় তিনি আরো বলেন এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমরা কথাবার্তা বলেছি খুব দ্রুতই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করে এই কাজ সম্পন্ন হবে। বন্দে ভারত উদ্বোধন হওয়ার পর দু দুবার পাথর ছোঁড়া হয় এই ট্রেনের উপর আর তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চলছে জোর রাজনৈতিক জল্পনা এমত অবস্থায় রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর মন্তব্যে আরো একবার এই বিতর্ক উসকে দিল।

একাধিক দাবিতে আন্দোলন শিক্ষা-সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের

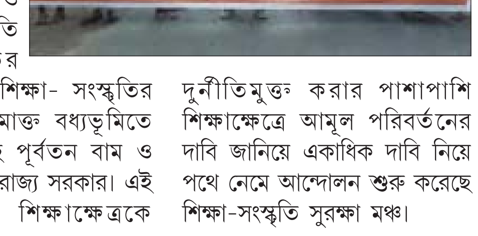

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের আগামী প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে শিলিগুড়ি শহরে শিক্ষা-সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে 'শিক্ষা বাঁচাও-পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও' শীর্ষক বিশাল জনসমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিনের মিছিলটিতে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কমিটির সদস্য বাপি প্রামানিক জানান, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার আজ বিভীষিকাময় অবস্থা। রাজ্যের গণতন্ত্রহত্যা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক হত্যা, আর্থিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং জাতির মেরুদণ্ড তথা শিক্ষা- সংস্কৃতির পরিসরকে কর্দমাক্ত বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে পূর্বতন বাম ও বর্তমান তৃণমূল রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রকে দুর্নীতিমুক্ত করার পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে একাধিক দাবি নিয়ে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছে শিক্ষা-সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ।

হায়দার পাড়া মার্কেট কমপ্লেক্স পরিদর্শন করলেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ হায়দার পাড়া মার্কেট কমপ্লেক্স কে আরো সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে তথা বন্ধ দোকানপাট সমূহ চালু করে একটা অত্যাধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে সরজমিনে পরিদর্শন করলেন মেয়র গৌতম দেব। তার সাথে ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং এম আই সি মানিক দে। এদিন মার্কেট ঘুরে মেয়র গৌতম দেব জানালেন এই মার্কেট আরো বড় হোক এবং এখানে প্রচুর মানুষ আসুক আমি এটাই চাই। এর জন্য যা যা দরকার হবে আমি কথা দিয়েছি তা আমি জোগার করে দেব। এই মার্কেট শুরু হলে বহু মানুষের উপকার হবে বলে মনে করি আমি। এদিন গোটা মার্কেট ঘুরে মেয়র মাছওয়ালা এবং সবজী বিক্রেতাদের সাথে কথা বলেন। মাছ এবং সবজী বিক্রেতরা তার কাছে কিছু দাবী রাখেন। যেটা পূরন করবেন বলেও জানিয়ে দেন মেয়র।

পিকনিক করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত ২৫ জন, ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি ঃ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত ২৫ জন তার মধ্যে ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মাদারিহাটে এশিয়ান হাইওয়ে। এদিন কামাক্ষাগুড়ির মধ্য পারোকাটা থেকে একটি বাস পিকনিক করতে শিলিগুড়ি ফাগু উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল মাদারিহাট এলাকায় উল্টো দিক থেকে আসা একটি পাথর বোঝাই ট্রাকের সহিত পিকনিক বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । এই ঘটনায় বাসে থাকে ২৫ জন আহত হয় তাদেরকে স্থানীয় বাসিন্দারা ও মাদারিহাট থানার পুলিশ উদ্ধার করে মাদারিহাট হাসপাতালে নিয়ে আসে এদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয় ।

শুরু হল বক্সা বার্ড ফেস্টিব্যাল চলবে আগামী ৯ জানুয়ারি অবধি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি ঃ বনদফতরে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পক্ষ থেকে রাজাভাতখাওয়া এন আই সি তে শুক্রবার থেকে শুরু হল বক্সা বার্ড ফেস্টিব্যাল চলবে আগমী ৯ জানুয়ারি ওবধি । এবছর বক্সা বার্ড ফেস্টিব্যালে ৪০ জন অংশগ্রহণ করেছে এর মধ্যে পক্ষীপ্রেমী আছে ২২ জন। এছাড়া পরিবেশপ্রেমী, পক্ষী বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা আছে। একদিন প্রতিদিন সকাল থেকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ছয়টি রুটে পাখী খোঁজা শুরু হবে। বক্সা জঙ্গলে ইতিমধ্যে ৪০০ টি প্রজাতির পাখী সন্ধান মিলেছে এবছর ও আরো কিছু নতুন পাখী সন্ধান মিলবে বলে আশাবাদী বনদফতর।

বৈকুন্ঠপুর অভয়ারণ্যে বনদুর্গা পূজা, লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ গত কয়েক দশকের রীতিনীতি মেনে শিলিগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে বৈকুন্ঠপুর অভয়ারণ্যের গভীর জঙ্গলে বনদুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়। শুক্রবার সকাল থেকে পূজা উপলক্ষ্যে মন্দিরে পূজো দিতে ভিড় জমায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কয়েক হাজার মানুষ। জানা গিয়েছে প্রতি বছর এখানে পৌষ মাসের পূর্ণিমাতে পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। পূজা উপলক্ষ্যে ভক্তদের জন্য প্রসাদেরও ব্যবস্থা করেছে পূজা কমিটি। পুজো কমিটির সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, প্রতি বছর রাতে পুজোর আয়োজন করা হয় এবং প্রচুর পুণ্যার্থী তথা লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। গত বছর করোনার জন্য দিনের বেলাতেই পুজোর আয়োজন করা হয়। তবে এবার আবার বনদপ্তরের অনুমতি নিয়ে দিনের বেলাতেই পুজো করা হচ্ছে।

তারাপীঠ সহ বীরভূমে হবে তিনটি দমকলকেন্দ্র, জানালেন সুজিত বসু

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ৬ জানুয়ারি ঃ তারাপীঠ সহ বীরভূমে হবে তিনটি দমকলকেন্দ্র । তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে জানালেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। শুক্রবার সিউড়িতে সমবায় ব্যাঙ্কে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট নিয়ে সিবিআই হানা প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করতে চান নি মন্ত্রী। তিনি বলেন, বিচারাধীন বিষয়ে কোনো মন্তব্য তিনি করবেন না। এদিন তিনি বলেন, তারাপীঠে একটি দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব আছে। জায়গা চিহ্নিত করণ হলেই, খুব ভালো ভাবে হবে। জেলায় অনেকগুলো দমকল কেন্দ্র আছে। ইতিমধ্যে দুবরাজপুরে দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। সাঁইথিয়ায় দমকল কেন্দ্র হয়েছে। নলহাটি, মুরারই, লাভপুর ও তারাপীঠে দমকল কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব রয়েছে। জানা গিয়েছে, তারাপীঠে দুই পাম্প বিশিষ্ট দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তার জন্য দরকার ১০-১২ কাঠা জমি। উল্লেখ্য, তারাপীঠে কয়েকশো হোটেল, নিত্যদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থী এই সিদ্ধপীঠে আসা-যাওয়া করেন। কিন্তু, এখানে কোনও দমকল কেন্দ্র না থাকায় কোনও অগ্নিকাণ্ড বা বিপর্যয় ঘটলে ন' কিলোমিটার দূরে রামপুরহাটে থাকা দমকল কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। অত দূর থেকে দমকলের গাড়ি আসতে সময় লাগায় অগ্নিকাণ্ড ভয়বাহ আকার ধারণ করে। এছাড়া কোনও পুণ্যার্থী দ্বারকার জলে ডুবে গেলে তাঁকে উদ্ধারে সময় লেগে যায়।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হীড়বাঁধে

দুরন্ত বার্তা, হীড়বাঁধ, ৬ জানুয়ারি ঃ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিক্ষা শিবির হল হীড়বাঁধে। আজ শুক্রবার হীড়বাঁধ রেঞ্জের ব্যবস্থাপনায় ও কলকাতার এক

সেচছাসেবী সংস্থার অর্চি সহযোগিতায় হীড়বাঁধ রেস্ট হাউসে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। হীড়বাঁধ রেঞ্জের বনকর্মী সঞ্জীব চক্রবর্তী জানান, এদিন হীড়বাঁধ সহ বিভিন্ন এলাকার গরীব দুঃস্থ ৪৫৪ জনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ দেওয়া। পাশাপাশি জানা যায় একটি মেয়ে থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত প্রতি মাসে তাকে রক্ত দিতে হতো। এবং সে অনেক পরিশ্রম করে তার অভিভাবক ওই মেয়েটির জন্য রক্ত সংগ্রহ করত। কিন্তু এক আশ্চর্যভাবে এই শিবিরে চিকিৎসার ফলে আজ দীর্ঘ চার মাস যাব ওই থ্যালাসেমিয়া কিশোরীকে কোন রক্ত দিতে হয়নি। বনদপ্তর এর এহেন উদ্যোগেকে হীড়বাঁধ এলাকার মানুষজন সাধুবাদ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, জানা যায় এই শিবির টি দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে হীড়বাঁধ রেঞ্জের ব্যবস্থাপনায় হয়ে আসছে। এদিন এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হীড়বাঁধ রেঞ্জের ২নং বিট অফিসার শিবকান্ত মূর্ম সহ কলকাতার বিভিন্ন চিকিৎসক ও কর্মীবৃন্দ এবং এলাকার মানুষজন।

স্বজন- পোষণের অভিযোগ বামেদের, তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

পিএইচইর চাকরির তালিকায় নাম তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর এবং বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জানুয়ারি ঃ পিএইচইতে চাকরি দেওয়া থেকে শুরু করে ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্বজন-পোষণের অভিযোগ। অভিযোগ সিপিআইএমের। দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে নথি সরিয়ে দিচ্ছে পঞ্চায়েত প্রধান। বিস্ফোরক দাবি বামেদের। অভিযোগ দায়ের জেলা শাসকের কাছে। এমনকি তাদের দাবি এই দুর্নীতিতে মদত দিচ্ছে বিজেপি। প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। করা হবে পঞ্চায়েত ঘেরাও। সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিরোধীদের অপপ্রচার পাল্টা তৃণমূল। এর সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই দাবি বিজেপির পাল্টা দুর্নীতি ইস্যুতে তীব্র কটাক্ষ রাজ্যের শাসক দলকে। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েত শাসকদল পরিচালিত। সিপিআইএমের অভিযোগ লাগাম ছাড়া দুর্নীতি হচ্ছে পঞ্চায়েতে। পিএইচইতে চাকরি দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে যে তালিকা পাঠানো হয়েছে সেখানে নাম রয়েছে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর। এমনকি নাম রয়েছে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যর। সিপিআইএমের দাবি বিজেপির মুখ বন্ধ রাখার জন্য বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের নাম রয়েছে তালিকায়। এমনকি এনআরজিএস সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসা করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রশাসনিক তদন্ত হলে নিজেদের গা বাঁচাতে ১০০ দিনের কাজের সব নথি পঞ্চায়েত থেকে সরিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল। বিস্ফোরক দাবি সিপিআইএমের। এ দিন মালদা জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়ার দারস্থ হয .বাম নেতৃত্ব। তদন্তের দাবিতে জেলাশাসক কে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তারা। সিপিআইএমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে পঞ্চায়েত ঘেরাও করে বৃহত্তর আংদোলন হবে। এদিকে সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। বিজেপির দাবি বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি সাহা বিজেপির প্রতীকে জিতলেও পরবর্তীতে তৃণমূলে যোগদান করে। তাই এখন দুর্নীতি করছে। ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি হয়েছে বলেই কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এর সাথে বিজেপির কোন যোগ নেই। যদিও বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি তৃণমূলের। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কোন চাকরি নয় ট্রেনিং এর জন্য প্রশাসন চেয়েছিল তাই তালিকা পাঠানো হয়েছিল। আর পঞ্চায়েতের নথি পঞ্চায়েতেই আছে। কোন রকম দুর্নীতি হয়নি। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সরগরম রাজনীতি। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক ডিওয়াইএফআইয়ের সম্পাদক নৃপেন মহালদার বলেন, পিএইচির চাকরির জন্য পঞ্চায়েত তালিকা পাঠিয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর নাম রয়েছে। বিজেপির মুখ বন্ধ করার জন্য বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের নাম রয়েছে। ১০০ দিনের কাজে এত দুর্নীতি করেছে তাই নথি সড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা জেলাশাসক কে জানিয়েছি। পঞ্চায়েত ঘেরাও করে আন্দোলন করবো সব সামনে আনবো। পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি সাহার স্বামী চন্দন সাহা বলেন, প্রশাসন তালিকা চেয়েছিল তাই আমরা পাঠিয়েছি। এখানে চাকরির কোন ব্যাপার নেই। আর পঞ্চায়েত থেকে কোন রকম দুর্নীতি হয়নি। বিরোধীরা অপপ্রচার করছে। পঞ্চায়েত উপ-প্রধান মুজিবুর রহমান বলেন, বিরোধীদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। ভোটের আগে তাই প্রচারে থাকার জন্য বিরোধীরা এসব বলছে। মানুষ উন্নয়ন দেখে আমাদেরকেই ফের ভোট দেবে। পঞ্চায়েতের সব নথি পঞ্চায়েতে আছে। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, এর সঙ্গে বিজেপির কোন যোগ নেই। যিনি পঞ্চায়েত প্রধান আছেন তিনি বিজেপি থেকে জিতলেও পরে তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূল ১০০ দিনের কাজ নিয়ে এত দুর্নীতি করেছে তাই কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। পিএইচির চাকরির তালিকা বিডিওকে বলবৎ সর্বসম্মুখে প্রকাশ করতে। সিপিআইএম বারবার অভিযোগ করে এই রাজ্যে বিজেপি এবং তৃণমূল এক। তারা আতাত করে চলে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে পঞ্চায়েত স্তরে বিরোধী ভোটারদের মধ্যে সেই দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে বামেরা। শেষ পর্যন্ত মানুষ কী রাই দেয় সেটাই দেখার বিষয়।

স্কুটার আরোহীকে ডাম্পার টেনে নিয়ে গেল দেড় কিমি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ দিল্লির কানঝাওয়ালার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে শিলিগুড়িতে। স্কুটার আরোহী একজন বিজেপি নেতা ডাম্পারের তলায় চাপা পরে। তারপর তাকে দেড় কিলোমিটার টেনে নিয়ে যায় ডাম্পার চালক । ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই বক্তির। নিহতের নাম অনন্ত দাস। তিনি বাগডোগরা এলাকার বিজেপি বুথ সভাপতি ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা শুক্রবার সকালে নিশ্চিত করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। জানা গিয়েছে, গোসাইপুরের কাছে ডাম্পারটি স্কুটারটিকে ধাক্কা দেয়। এতে স্কুটারসহ চালক আটকে যান ডাম্পারের তলায়। ডাম্পার চালক উভয়কেই দেড় কিলোমিটার টেনে নিয়ে যান। রাস্তায় ক্রমাগত ঘর্ষণে স্কুটার আরোহী ওই ব্যক্তি মারা যায়। স্কুটিতেও আগুন ধরে যায় । সেই আগুন ডাম্পারেও ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেটের কাছে গাড়ি রেখে পালিয়ে যায় ডাম্পার চালক। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভায়। অনন্তকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, অনন্ত দাস পেশায় একজন শাঁখা ব্যবসায়ী। তিনি বাগডোগরা হাট থেকে গোসাইপুরে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন যখন ঘটনাটি ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট হয়ে গেছে বাগডোগরা থেকে শিবমন্দিরের দিকে যাওয়ার সময় ডাম্পারটি স্কুটারটিকে ধাক্কা দেয়। চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, দিল্লির কানঝাওয়ালায় একই রকম ঘটনা ঘটেছে। ২০ বছর বয়সী একটি স্কুটি আরোহী মহিলাকে গাড়ির চালক ১২ কিলোমিটার রাস্তা টেনে নিয়ে যায়। ঘটনায় মৃত্যু হয় স্কুটি আরোহীর।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম মেলা প্রাঙ্গণে সরস মেলার উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম মেলা প্রাঙ্গণে একঝাঁক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে উদ্বোধন হলো সারা ভারত এর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সেরা শিল্পের মেলা সরস মেলা। এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ সহ অন্যান্যরা। এই মেলা চলবে, এদিন থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। এদিন ফিতে কেটে এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার। শিলিগুড়ির এই সরস মেলায় রাজ্যের ২৩ টি জেলা সহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টল থাকছে। এছাড়াও মেলায় দশটি রাজ্যের হস্তশিল্পের স্টল দেওয়া হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **EE(M)/Jai Hind Jal Prakalpa, KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/WS/TPS/48/2022-2023

Name of the work : **Cleaning of bell-mouths at Mayer Ghat (Baghbazar) Raw Water Pumping Station;** Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **9,300.00**; Period of Completion : **365 days**; Last date and time of submission of bid : **21.01.2023 upto 02.00 p.m.**; The bid form and other details are available on and from **10.01.2023 from 02.00 p.m.** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (MGPS & WPS) (Water Supply), KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/WS/MGPS/15/2022-2023

Name of work : **Periodical Cleaning of five numbers Strainers at Suction Bellmouth of the intake Jetty at Mullick Ghat Pumping Station;** Estimated Amount : ₹ **4,89,890.40**; Earnest Money : ₹ **9,800.00**; Period of Completion : **365 days**; Last date and time of submission of bid (Online) : **27.01.2023 upto 02.00 p.m.**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E.E./ARSM Sq. BPS/(WS), KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/WS/ARSM/PARK/20/2022-2023

Name of the work : **Maintenance of defective Non-Return Valve of Pump No. 1 at Park Circus BPS;** Estimated Amount : ₹ **1,17,392.00**; Earnest Money : ₹ **2,350.00**; Period of Completion : **25 days**; Last date and time of submission of bid : **17.01.2023 upto 02.00 p.m.**; The bid form and other details are available on and from **09.01.2023 from 10.00 a.m.**; For detailed information please visit website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply / GRWW), KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : EE/WS/KMC/GRWW/22-23/249

Name of work : **Operation of electrical Pump-Motor sets on 24 x 7 Basis for Pumping out water from sludge pond area of GRWW;** Estimated Amount : ₹ **2,71,266.00**; Earnest Money : ₹ **5,425.00**; Period of Completion : **180 days.**

(2) NIT No. : EE/WS/GRWW/22-23/PH-II/20

Name of work : **Replacement of existing damaged rotating assembly by repaired standby rotating assembly with allied works of pump unit No. 2 at CWPS-II, GRWW;** Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **9,300.00.**

(3) NIT No. : EE/WS/GRWW/22-23/PH-II/22

Name of work : **Dismantling. Repairing, Installation & Commissioning of 600mm dia pneumatically operated sluice valve with allied works for backwash water of bed No. 3 at WTP-III, GRWW;** Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **5,720.00.**

(4) NIT No. : EE/WS/GRWW/22-23/PH-II/40

Name of work : **Repairing of leaky MS 1500mm x 1200mm dia junction of delivery manifold of CWPS PH-III of GRWW including other allied works;** Estimated Amount : ₹ **2,13,689.74**; Earnest Money : ₹ **4,280.00.**

(5) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/22-23/PH-II/45

Name of work : **Improvement of gear arrangement system by modification of gear assembly and allied works for Smooth and Trouble free rotation of scraper of flocculator No. 1 at WTP-III, GRWW;** Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **5,400.00.**

(6) NIT No. : KMC/EE/WS/GRWW/22-23/PH-II/63

Name of work : **Dismantling. Repairing, Re-Fixing of 750MM dia PDV with replacement of damaged spare parts and allied works of pump unit No. 2 at CWPS-II, GRWW;** Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **5,680.00.**

(7) NIT No. : EE/WS/GRWW/22-23/PH-II/09

Name of work : **Improvement of electrical system of control desk for operation of Gate Valves, Backwash & Air Blower Motors for bed No. 5 with Replacement of defective electrical accessories and allied works at WTP-III, GRWW;** Estimated Amount : ₹ **2,52,809.06**; Earnest Money : ₹ **5,060.00.**

(8) NIT No. : EE/WS/KMC/GRWW/22-23/210

Name of work : **Repairing, Overhauling, Heat Varnishing, Testing and with allied works of 750KW HT motor of pump unit No.-3 of CWPS-IV, GRWW;** Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **14,293.00**; Period of Completion : **15 days (For Sl. No. 2, 3, 5, 6 & 8), 05 days (For Sl. No. 4), 10 days (For Sl. No. 7)**; Last date and time of receipt/opening of tender (Online) : **19.01.2023 at 02.00 p.m. / 21.01.2023 at 02.00 p.m. (For Sl. No. 1), 27.01.2023 at 02.00 / 30.01.2023 at 02.00 p.m. (For Sl. No. 2 to 6), 30.01.2023 at 02.00 p.m. / 01.02.2023 at 02.00 p.m. (For Sl. No. 5 to 7), 31.01.2023 at 02.00 p.m. / 02.02.2023 at 02.00 p.m.**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For. Sl. No. 1 to 8).**

948/22-23

চলে গেলেন ইতালির অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার ভিয়ালি

লন্ডন, ৬ জানুয়ারিঃ কিংবদন্তি পেলের মৃত্যুর শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি ফুটবল দুনিয়া। তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে আরেক মৃত্যুতে শোকে কাতর হতে হচ্ছে ফুটবল-বিশ্বকে। চলে গেলেন ইতালির ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার জিয়ানলুকা ভিয়ালি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। ২০১৭ সালে অগ্নাশয়ের ক্যানসার ধরা পড়েছিল তাঁর। চিকিৎসা শেষে এক বছরের মাথায় সুস্থ হয় উঠেছিলেন। হয়েছিলেন ইতালি জাতীয় ফুটবল দলের 'হেড অব ডেলিগেশন'। কিছুদিন আগে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় দায়িত্ব ছেড়েছিলেন। আবারও লড়াই শুরু করেছিলেন অসুস্থতার সঙ্গে। এবার আর পেরে উঠলেন না। আজ শুক্রবার ভোরে লন্ডনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ইতালি দলের হয়ে ৫৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ভিয়ালি। খেলেছেন ১৯৯০ বিশ্বকাপে। ক্লাব ফুটবলে খেলেছেন সাম্পদোরিয়া, জুভেন্তাস ও চেলসির হয়ে। ১৯৯৬

সালে জুভেন্তাসের হয়ে জিতেছিলেন চ্যাম্পিয়নস লিগ। ক্লাব ফুটবলে ৬৭৩ ম্যাচে করেছেন ২৫৯ গোল। ইতালির জার্সিতে তাঁর গোল ১৬টি। ১৯৯৯ সালের জুলাইয়ে তিনি ফুটবলকে বিদায় জানান। কোচিং ক্যারিয়ারটা তাঁর শুরু হয়েছিল খেলোয়াড় থাকা অবস্থাতেই। ১৯৯৮ সালেই চেলসির কোচ ও খেলোয়াড়-দুই ভূমিকাতেই দেখা গিয়েছিল তাঁকে। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি চেলসির কোচ ছিলেন। এরপর ইংলিশ ফুটবলে ওয়াটফোর্ডের কোচ হয়েছিলেন ২০০১-২০০২ মরসুমে। ২০১৫ সালে তিনি জায়গা পান ইতালীয় ফুটবলের 'হল অব ফেমে'। ২০১৯ সালে তিনি ইতালির হেড অব ডেলিগেশন হিসেবে দায়িত্ব পান তাঁর বন্ধু কোচ রবার্তো মানচিনির সঙ্গে। ২০২১ সালে ইতালির ইউরোজয়ী দলের অংশ ছিলেন তিনি।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ক্রিকেট

ভোপাল, ৬ জানুয়ারিঃ মধ্য প্রদেশের ভোপালে শুরু হয়েছে চার দিনের বার্ষিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার নাম মহর্ষি কাপ। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতার থেকে এই খেলা অনেকটাই আলাদা। খেলোয়াড়দের পোশাক থেকে কমেন্টেটরদের বক্তব্য। সবক্ষেত্রেই আর পাঁচ জায়াগার থেকে আলাদা এই প্রতিযোগিতা। ভোপালের সেই ক্রিকেট প্রতিযোগিতা নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন নেটিজেনরাও। মহর্ষি মহেশ যোগীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করা হয় ওই ক্রিকেট প্রতিযোগিতার। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ভেদিক

পণ্ডিতরা। তবে ক্রিকেট খেলতে টিশার্ট ও প্যান্ট পরে নামেন না তাঁরা। বদলে ধুতি পাঞ্জাবি পরেই ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় নামেন তাঁরা। ধুতি পরেই চলে ক্রিকেট খেলা। ভোপালের অঙ্কুর মাঠে হয় এই খেলা। ম্যাচের পাশাপাশি ধারাভাষ্যতেও রয়েছে চমক। হিন্দি, ইংরেজি নয়। মহর্ষি কাপে ধারাভাষ্য হয় সংস্কৃত ভাষায়। এমনকি খেলার মাঠে খেলোয়াড়রাও সংস্কৃত ভাষাতেই কথা বলেন নিজেদের মধ্যে। আম্পায়ারও সংস্কৃতেই নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান। মন্ত্রোচারণের মতো সংস্কৃত ভাষায় গমগম করে খেলার মাঠ। এ বারই প্রথম নয়। এর আগেও আয়োজিত হয়েছে মহর্ষি কাপ। অল্প সময়েই এই প্রতিযোগিতা নজর কেড়েছে। ভোপালের পাশাপাশি নেটিজেনরাও উচ্ছ্বসিত এই প্রতিযোগিতা নিয়ে। ভেদিক সংস্কৃতিতে তুলে ধরতেই এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন বলে দাবি আয়োজকদের। নগদ অর্থ পুরস্কারের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের জন্য একাধিক পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে। চার দিন ধরে এই প্রতিযোগিতা চলবে। বিভিন্ন ভেদিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়।

টি-২০তে কোহলি-রোহিতদের পথ বন্ধ!

বড় ইঙ্গিত দিলেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়

পুনে, ৬ জানুয়ারিঃ অক্ষর প্যাটেলের চেষ্টা হার মেনেছে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শনাকার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের কাছে। টপ অর্ডারের ব্যর্থতা, বোলারদের অতিরিক্ত রান দেওয়া। পুনেতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে হারের পর স্বভাবতই হতাশ কোচ রাহুল দ্রাবিড়। তবে তরুণদের দুষছেন না তিনি। বরং অর্শদীপদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং একইসঙ্গে টি-২০ ফরম্যাটে ভারতীয় দলে পরিবর্তনের বড়সড় ইঙ্গিত দিয়েছেন দ্রাবিড়। পরের বছর ফের টি-২০ বিশ্বকাপ। কোচের ইঙ্গিত, সেই দলে থাকবে পরিবর্তন। অর্থাৎ, গতবছরের ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ টিম থেকে আগামী বছরের কুড়ি বিশের দল আমূল বদলে যাবে। অধিকাংশই থাকবে তরুণ মুখ। যাঁদের এখন থেকেই প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় দলের কোচের আবেদন, তরুণদের নিয়ে একটু ধৈর্য রাখুন। একইসঙ্গে টি-২০তে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও

দিয়ে রাখেন। দ্রাবিড়ের কথায়, ''আমরা একটা তরুণ দল এবং এই চাপ নিয়ে খেলছি। ম্যাচ জিতলে তা অবশ্যই আমাদের জন্য ভালো হতে পারত। টি-২০ বিশ্বকাপে খেলা শেষ ম্যাচের মাত্র তিন-চারজন ছেলে এই টিমে খেলছে। বর্তমানে আমরা একটু ভিন্ন পর্যায়ে রয়েছি। টি-২০ ক্রিকেটের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছি। তাই শ্রীলঙ্কার মতো মানসম্পন্ন দলের বিরুদ্ধে খেলা আমাদের জন্য ফায়দার। বর্তমানে সব ফোকাস রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ঘিরে। তাই টি-২০ আমাদের এই তরুণদের তৈরি করার সুযোগ দিয়েছে।'' ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ১০ উইকেটে হারের ম্যাচে ভারত যে প্রথম একাদশ খেলিয়েছিল সেখান থেকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে খেলছেন হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব, অক্ষর প্যাটেল এবং অর্শদীপ সিং। চোটের কারণে নেই রোহিত শর্মা। বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে নেই মহম্মদ সামি, রবিচন্দ্রন অশ্বিন বা দীনেশ কার্তিক। সকলেরই গড় বয়স তিরিশের উপরে। তাই এখন না হলেও কিছুদিন পরে টি-২০ দলকে নতুনভাবে গড়ার উদ্যোগ নেবে ভারত। তাই অর্শদীপ সিং, শিবম মাভি বা উমরান মালিকদের মতো তরুণ ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স দেখে এখনই ধৈর্য না হারানোর আবেদন জানাচ্ছেন কোচ।

কাতার বিশ্বকাপ জিতে গ্রহ ছাড়িয়ে উপগ্রহে এমিলিয়ানো মার্তিনেজ!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসি নন। অ্যাঞ্জেল দি মারিয়াও নন। গ্রহ ছেড়ে এ বার মহাকাশে পাড়ি দিতে চলেছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ! কাতার বিশ্বকাপ সর্বাংশে ছিল এলএম টেনের। সারা বিশ্ব চেয়েছিল মেসির হাতে যেন এ বার কাপটা ওঠে। মেসি এবং তাঁর ভক্তদের সেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ফাইনালেও চমৎকার খেলেছেন তিনি। তবে দুরন্ত ফরাসি টিমকে

ফাইনালে হারানোর পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন মার্তিনেজ। ফুটবল বিশ্বে যাঁর ডাকনাম ডিবু। টাইব্রেকারে যদি তিনি দুরন্ত পারফর্ম না করতেন, তা হলে বিশ্বকাপটা অধরা থেকে যেতে পারত আর্জেন্টিনার। ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়েছেন মেসি। তবে, তাঁর টিমের ডিবু কিন্তু একই সঙ্গে মহাতারকা হয়ে গিয়েছেন। মেসির মতোই মার্তিনেজকে নিয়েও যে আর্জেন্টিনায় ব্যাপক উন্মাদনা রয়েছে, তার প্রমাণ মিলল এ বার। ওই দেশের একটি সংস্থা, যারা মূলত মহাকাশ গবেষণায় নিযুক্ত, সেই ইনোভা স্পেস-এক্সের তরফে সদ্য একটি স্যাটেলাইট ছাড়া হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে ডিবু মার্তিনেজ। মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের প্রাইভেট-স্পেস সংস্থার নাম স্পেস-এক্স। মাস্কের সেই সংস্থার অনুদানে চলে আর্জেন্টিনার ইনোভা স্পেস। তারা এই প্রথম স্যাটেলাইট ছাড়ল মহাকাশে। তবে, একটা নয়, জোড়া স্যাটেলাইট ছাড়া হল ওই সংস্থার তরফে। সে দিক দেখলে, ওই সংস্থা তো বটেই আর্জেন্টিনার কাছেও এটা বড় ঘটনা। প্রথমে অবশ্য সিমোন বলিভার নাম দেওয়া হয়েছিল। পরে তা বদলে রাখা হয় ডিবু মার্তিনেজের নামে। ইনোভা স্পেসের সিইও আলেজান্দ্রো কোর্দেরো বলেছেন, ''এই ইভেন্টের মধ্যে দিয়ে জনগণের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছি আমরা যে, কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। সবাই এটা বুঝতে পারছে যে, যদি ইচ্ছে থাকে, তা হলে অনেক কিছুই করা যায়। ডিবু এবং আমাদের জাতীয় টিম ৩৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছে। ওদের হাত ধরেই এসেছে বিশ্বকাপ। ইচ্ছে, তাগিদ যে কখনও ছাড়তে নেই, সেটাই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। ডিবুও অসাধারণ পারফর্ম করেছে।'' ফুটবল হোক আর মহাকাশ চর্চা, আর্জেন্টিনা নতুন করে বিশ্বের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণেই স্যাটেলাইটের নাম রাখা হয়েছে ডিবুর নামে। জাতীয় টিমের সাফল্যকে স্মরণীয় রাখার জন্য যেমন, তেমনই ডিবুকে বিশেষ সম্মান দেওয়ার জন্য।

কষ্টের জয়ে আর্সেনালের সঙ্গে ব্যবধান কমাল সিটি

ম্যানচেস্টার, ৬ জানুয়ারিঃ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে বৃহস্পতিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগে ১-০ গোলে জিতেছে সিটি। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন রিয়াদ মাহরেজ। ঘরের মাঠে শেষটার মতো শুরুটাও ভালো ছিল না আয়োজকদের জন্য। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে পঞ্চম মিনিটে মাঠ ছাড়েন রাহিম স্টার্লিং। মাঠে আসেন পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। ষোড়শ মিনিটে ম্যাচের প্রথম ভালো সুযোগ পায় চেলসি। মার্ক কুকুরেইয়ার কাছ থেকে বল পেয়ে কাই হার্ভাটজ খুঁজে নেন ক্রিস্টিয়ান পুলিসিককে। ডি বক্সে বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই ফরোয়ার্ড শট নিতে যাচ্ছিলেন। তখনই দুর্দান্ত এক ট্যাকলে তাকে হতাশায় ডোবান সিটি ডিফেন্ডার জন স্টোনস। সেই ট্যাকলের ধাক্কা সামাল দিতে পারেননি পুলিসিক। একটু পরে মাঠ ছাড়েন তিনি। আগে থেকেই চোটের জন্য নেই রিস জেমস ও ম্যাসন মাউন্ট। এবার একই ম্যাচের প্রথমার্ধে স্টার্লিং ও পুলিসিককে হারাল চেলসি। ২২তম মিনিটে বদলি নামার একটু পরে জালের দেখা প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলেন কার্নি

চুকওয়েমেকা। ২৪তম মিনিটে ইংলিশ এই মিডফিল্ডারের শট ব্লক করেন বের্নার্দো সিলভা। আলগা বলে হাকিশ জিয়াশের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন গোলরক্ষক এদেরসন। আট মিনিট পর ইলকাই গিনদোয়ানের শট পোস্টের বেশ বাইরে দিয়ে যায়। ম্যাচে এটাই ছিল সিটির প্রথম শট। ৩৭তম মিনিটে নিজেদের প্রথম ভালো সুযোগ পায় শিরোপাধারীরা। কড়া পাহারায় থাকায় সেভাবে বল পাচ্ছিলেন না আর্লিং হালান্ড। ডি বক্সে বল পেয়েও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি দারুণ ছন্দে থাকা এই স্ট্রাইকার। ৪৪তম মিনিটে প্রায় এগিয়েই যাচ্ছিল চেলসি। চুকওয়েমেকার শট ফেরে কাছের পোস্টে লেগে! বল দখলে (৪৬ শতাংশ) পিছিয়ে ছিল চেলসি, গোলের জন্য শটের (পাঁচটি) সংখ্যায়ও পিছিয়ে ছিল আয়োজকরা। তবে এই পরিসংখ্যান ব্যর্থ প্রথমার্ধের সত্যিকারের চিত্র তুলে ধরতে। পুরোপুরি নিষ্প্রভ ছিল সিটি। এর বিপরীতে চোটের বিপরীতে দুই জন খেলোয়া। হারালেও গোলের সবচেয়ে ভালো সুযোগগুলো তৈরি করেছিল চেলসিই। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে সিটি। ৬৩তম মিনিটে জ্যাক গ্রিলিশের দুর্দান্ত ক্রসে আলতো টোকায় দূরের পোস্টে জাল খুঁজে নেন মাহরেজ। এই দুই জন তিন মিনিট আগে এক সঙ্গে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন। দশ মিনিট পর একটুর জন্য ব্যবধান বাড়াতে পারেনি সিটি। ডে ব্রুইনের দারুণ ক্রসে দূরের পোস্টে ঠিকভাবে পা ছোঁয়াতে পারেননি হালান্ড। প্রতি আক্রমণ থেকে যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে সুযোগ এসেছিল চেলসির সামনে। কিন্তু লুইস হল অনেক উপর দিয়ে মেরে দলকে হতাশ করেন। এই জয়ে ১৭ ম্যাচে সিটির পয়েন্ট হলো ৩৯। সমান ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে ব্যবধান নেমে এলো পাঁচে।

মেসির চলে যাওয়াটাই বার্সার জন্য সবচেয়ে ভালো ব্যাপার ছিল

বার্সেলোনা, ৬ জানুয়ারিঃ লিওনেল মেসি বার্সেলোনা ছেড়েছেন দেড় বছর পেরিয়ে গেছে। এখনো ২০২১ সালে আর্জেন্টাইন তারকার বার্সেলোনা ছাড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা থামেনি। কোনো অনুষ্ঠানে গেলে বা সংবাদ সম্মেলনে কথা বললে, মেসির বার্সেলোনা ছাড়ার বিষয় নিয়ে এখনো প্রশ্ন শুনতে হয় ক্লাবটির সভাপতি হোয়ান লাপোর্তাকে। মেসি চলে যাওয়ার শুরুর দিকে লাপোর্তার মুখে মেসিকে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস শোনা যেত। জাভি হার্নান্দেজ কোচ হয়ে ফেরার পর তাঁর কণ্ঠেও শোনা গেছে একই কথা। মেসি চলে যাওয়ার পরের সময়টা খুবই বাজে কেটেছে বার্সার। অন্যদিকে মেসিও তাঁর নতুন ক্লাবে সেভাবে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। দুটি মিলিয়েই হয়তো বার্সার কর্মকর্তাদের কণ্ঠে অমন কথা শোনা যেত। কিন্তু এখন যেন সুর অনেকটা

পাল্টে গেছে বার্সেলোনা সভাপতির। লাপোর্তা আজ এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, সেই সময় মেসির ক্যাম্প ন্যু ছাড়া ছিল বার্সেলোনার জন্য সবচেয়ে ভালো ব্যাপার। কীভাবে আর কেন তিনি এ কথা বলছেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন লাপোর্তা। বিশ্বকাপজয়ী মেসির চলে যাওয়ার বিষয় নিয়ে লাপোর্তা বলেছেন, ''আমাকে তখন ফুটবল ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়ের চেয়ে বার্সাকেই এগিয়ে রাখতে হয়েছে। ওই সময়টাতে আর্থিক যে সমস্যার মধ্যে আমরা ছিলাম, তাকে রাখতে পারতাম না। আমি মনে করি, যা হয়েছে, সেটা ক্লাবের জন্য সবচেয়ে ভালো ব্যাপার ছিল। সে এখন পিএসজির খেলোয়াড় এবং আমি তাকে নিয়ে এখন আর কথা বলতে চাই না।'' বর্তমান সময় নিয়ে লাপোর্তা বলেছেন, ''আমরা এখন বার্সেলোনার বিষয়েই মনোযোগ দিতে চাই। লিও সব সময়ই আমাদের জেতা শিরোপার অংশ থাকবে। নিশ্চয়ই এখানে তার শেষটা অন্য রকম দেখতে চাইতাম। আমাদের সম্পর্ক এখনো আছে।''

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

হকি বিশ্বকাপ জিতলে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এক কোটি টাকা

ভুবনেশ্বর, ৬ জানুয়ারিঃ ২০২৩ সালের পুরুষদের হকি বিশ্বকাপ হবে ভারতে। ওড়িশার বিভিন্ন স্টেডিয়ামে হবে এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। ১৩ জানুয়ারি শুরু হবে এই বিশ্বকাপ। চলবে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। সেই প্রতিযোগিতায় অন্যতম ফেভারিট ভারতীয় পুরুষ হকি দল। ভারতীয় দলের হাতে বিশ্বকাপ দেখতে চাইছেন গোটা ভারতবাসী। বিশ্বকাপ শুরুর এক সপ্তাহ আগে ভারতীয় দলকে উদ্বুদ্ধ করতে পুরস্কারের ঘোষণা করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। হকি বিশ্বকাপের জন্য রৌরকেল্লার বিরসা মুণ্ডা হকি স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সের উদ্বোধনে গিয়েছিসেন নবীন। সেখানে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন, ভারতীয় দল হকি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলে জয়ী দলের প্রত্যেক সদস্যকে এক কোটি টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। ভারতীয় দল বিশ্বকাপ জিতলে পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে নবীন পট্টনায়েক বলেছেন, ''যদি আমরা বিশ্বকাপ জিততে পারি তাহলে ভারতীয় দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এক কোটি টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। আমি ভারতীয় দলকে আগামী প্রতিযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা রাখছি

তাঁরা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হবেন।'' ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে উচ্ছ্বসিত হকি দলের খেলোয়াড়রাও। তাঁরা নবীনকে ধন্যবাদ জানানোর জানানোর পাশাপাশি প্রাণ দিয়ে লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ৯ মাসের মধ্যে ওড়িশায় গড়ে তোলা হয়েছে হকি বিশ্বকাপ ভিলেজ। সমস্ত উন্নতমানের পরিষেবার পাশাপাশি ২২৫টি ঘর রয়েছে সেই ভিলেজে। এই সব ভিলেজেই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশের খেলোয়াড়, কোচ ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্তরা থাকবেন। এই ভিলেজ উদ্বোধন উপলক্ষে চাঁদের হাট বসেছিল। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওড়িশার ক্রীড়ামন্ত্রী টিকে বেহেরা, হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে, সেক্রেটারি ভিকে প্রধান-সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব।

শুধু আইপিএল নয়, ঋষভ পন্থের খেলা হবে না মেগা ইভেন্টেও

মুম্বই, ৬ জানুয়ারিঃ দেরাদুন থেকে বৃহস্পতিবারই অ্যাম্বুলেন্স বিমানে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। যাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়া ভারতীয় ক্রিকেটারকে প্রয়োজন মতো চিকিৎসা দেওয়া যায়। বিসিসিআই তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন, সন্দেহ নেই। সেই ঋষভ পন্থকে কবে মাঠে দেখা যাবে, তা নিয়ে কিন্তু অনিশ্চিয়তা বাড়ছে। কিংবা বলা যেতে পারে, বাঁ হাতি কিপার-ব্যাটারকে ঘিরে আসছে 'খারাপ খবর'। বর্ষবরণের ঠিক আগে দিল্লি থেকে দেরাদুন যাচ্ছিলেন পন্থ। নিজেই চালাচ্ছিলেন গাড়ি। ভোরের দিকে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ঘুমে আচ্ছন্ন পন্থ। পথচারীদের তৎপরতায় দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিপদকালীন পরিস্থিতি কেটে যাওয়ার পর জানা গিয়েছিল, মাঠে ফিরতে সময় লাগবে। যে কারণে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আর দেরি না করে দ্রুত মুম্বইয়ে নিয়ে গিয়েছে পন্থকে। সেখান থেকেও শোনা যাচ্ছে না আশাব্যঞ্জক কথা। মুম্বইয়ের নামী হাসপাতাল কোকিলাবেন হসপিটালে

ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। প্রথম দিনের চিকিৎসার পর হাসপাতালের তরফে বোর্ডকে জানানো হয়েছে, পন্থের ৮-৯ মাস সময় লাগতে পারে মাঠে ফিরতে। আর তা যদি হয়, তা হলে আইপিএল তো বটেই, ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপেও তাঁকে হয়তো খেলতে দেখা যাবে না। স্পোর্টস অর্থোপেডিক ডিরেক্টর ডাঃ দীনশ পাড়িওয়ালার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসকদের একটি টিম পন্থের চিকিৎসার দায়িত্বে আছে। পন্থের চোটের যা হাল, তাতে এখনই এমআরআই বা স্ক্যান করা যাবে না। ফলে চিকিৎসকদের আপাতত অপেক্ষা করতে হবে, চোটের গভীরতা বোঝার জন্য। তবে বেশ কিছু লিগামেন্ট টিয়ার থাকার কারণে চিকিৎসকদের ওই টিম এই সিদ্ধান্তে এসেছে, মাঠে ফিরতে অন্তত ৮-৯ মাস লাগবে তাঁর। বোর্ডের মেডিকেল টিমের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলছে, ''এই মুহূর্তে পন্থের ঠিক কতগুলো চোট আছে, তা বলা মুশকিল। পুরো একটা ছবি পেতে ৪-৫ দিন সময় লাগবে। কিন্তু চিকিৎসকদের যে টিম ওকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন, তাঁরা কিন্তু ওর শারীরিক অবস্থা দেখে এটা বুঝতে পারছেন যে, মাঠে ফিরতে ফিরতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। একজন কিপারের ওয়ার্কলোড অনেক বেশি হয়। সে দিকে নজর রেখেই বলা যায়, পুরো মাত্রায় ওকে পেতে অন্তত ৬-৯ মাস সময় লেগে যেতে পারে।'' হাঁটু ও গোড়ালিতে মারাত্মক চোট পেয়েছেন পন্থ। দুটো ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচার করাতে হবে। পন্থ যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, আবার মাঠে ফিরতে পারেন, তার জন্যই তৎপর হয়েছে বোর্ড। এতেই শেষ নয়, তাঁকে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য লন্ডনেও পাঠানো হবে। এক কর্তা বলছেন, ''ও লন্ডন যাওয়ার ধকল নিতে পারবে, এটা নিশ্চিত হওয়ার পরই লন্ডনে পাঠানো হবে। আমরা এখনও জানি না, সেই জায়গায় পৌঁছতে কতটা সময় লাগতে পারে।'' সব মিলিয়ে পন্থকে ঘিরে আশঙ্কা বাড়ছে। তবে বোর্ড এবং চিকিৎসকরা নিশ্চিত, একটু সময় লাগলেও বাইশ গজে আবার ফিরবেন পন্থ। সেই আগ্রাসী বাঁ হাতি ব্যাটারকেই দেখা যাবে আবার।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত